৩৮ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৮

- যুবকদের গোমরাহীর কারণ ও প্রতিকারের উপায়
- আশূরায়ে মুহাররম : একটি পর্যালোচনা
- মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান
- মুসলিম যুবকের সফলতার সোপান
- আল্লাহ্‌র পথে যত পরীক্ষা

কর্মী সম্মেলন ২০১৮

Contents

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৩৮ তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৮

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৪

আক্বীদা
- পরকালের প্রতি ঈমান ৬
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তাবলীগ
- জুম'আর পূর্বে করণীয় : একটি বিভ্রান্তি নিরসন ১০
  আহমাদুল্লাহ

তারবিয়াত
- মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা ১৪
  আব্দুর রহীম
- একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী (৬ষ্ঠ কিস্তি) ২১
  এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম

তাজদীদে মিল্লাত
- আশূরায়ে মুহাররম : একটি পর্যালোচনা ২৬
  মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
- পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায় (শেষ কিস্তি) ৩৩
  মফীযুল ইসলাম

সাময়িক প্রসঙ্গ
- ষড়রিপু সমাচার (২য় কিস্তি) ৩৯
  লিলবর আল-বারাদী

চিন্তাধারা
- মুসলিম যুবকের সফলতার সোপান ৪৩
  দিলাওয়ার হুসাইন
- **পরশ পাথর** ৪৯
- **কবিতা** ৫১
- **সংগঠন সংবাদ** ৫২
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

সম্পাদকীয়

কর্মী সম্মেলন ২০১৮

নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এ দেশের একক যুবসংগঠন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর বার্ষিক কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন ২০১৮ সমাগত। প্রতিবছর সংগঠনের সকল স্তরের কর্মী ভাইদের মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি, বিগত দিনের কর্মসূচীসমূহ মূল্যায়ন এবং এর ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণের বৃহত্তর উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। যে কোন সংগঠনের মূল প্রাণশক্তি হল এর কর্মীবাহিনী। কর্মীদের পক্ষেই সম্ভব সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে, সুশৃংখল কর্মনীতি নিয়ে জীবন ও সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে একটি ইতিবাচক ও অর্থবহ ভূমিকা পালন করা। এজন্য কর্মীদের এই বিশেষ সম্মেলন নিঃসন্দেহে একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অতীব গুরুত্বের দাবীদার।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল সংঘবদ্ধতা। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে হোক, কেউ কখনও বিচ্ছিন্ন ও একাকী জীবন যাপন করতে পারে না। তার কারণ মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং পরনির্ভর। অপরের সহযোগিতা ব্যতীত কোন ব্যক্তির পক্ষে এক পা-ও চলা সম্ভব নয়। সুতরাং তাদেরকে স্রষ্টার বেঁধে দেয়া এক অমোঘ নিয়মে সংঘবদ্ধ হতেই হয়। এই নিয়ম দেশ-কাল-পাত্র ভেদে নানা রূপে নানা মাত্রায় প্রতিভাত হয়। ভৌগলিক অবস্থান, আচার, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ও মিল-অমিলের দিক থেকে মানুষের পারস্পরিক এই সম্পর্ক ও সংঘবদ্ধতা আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং কখনও তা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মোহনা উপনীত হয়। যেমন একই বর্ণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষের মধ্যেও যারা সৎজীবন যাপনের প্রত্যাশী, তারা সর্বদা সৎসঙ্গ খোঁজেন; আবার যারা অসৎজীবন যাপনকারী তারা অনুরূপ সহযোগীর অনুসন্ধানে থাকেন। অর্থাৎ যে যেভাবে জীবনটাকে সাজাতে চান, যে যেমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তেমনিভাবে জীবনসাথী নির্বাচন করে থাকেন। এভাবে সংঘবদ্ধতা ছোট-বড় বিভিন্ন পরিসরে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এটিই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। এর বিশেষ কোন ব্যত্যয় নেই। আধুনিককালে সংগঠন হল এই নিয়মেরই অধীন একটি বৃহত্তর কাঠামো যা সমমনা মানুষের মাঝে যুথবদ্ধতা তৈরী করে এবং ঐক্যের সূত্র ধরে রাখে।

জগতের অমোঘ নিয়ম হওয়ার পাশাপাশি সংঘবদ্ধতা এমন এক কার্যকরী দুনিয়াবী শক্তি, যা মানুষকে জীবন পরিচালনার পথ সুগম করে, শত্রুর বাঁধা মোকাবিলা শক্তি যোগায় এবং যাবতীয় বিপদাপদে সুদৃঢ় রাখে। এজন্য ইসলামী জীবনাদর্শে মুমিনসমাজকে বার বার ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং ঐক্যবদ্ধ না থাকার নেতিবাচক ফলশ্রুতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সুতরাং যারা হকের

ওপর দৃঢ়চিত্ত থাকতে চান এবং দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে দৃঢ় ভূমিকা রাখতে চান, তাদের জন্য সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের কোন বিকল্প নেই। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বিগত কয়েক দশক যাবৎ বাংলাদেশের বুকে সাংগঠনিকভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। এই দাওয়াতের বরকতপূর্ণ ফলস্বরূপ কর্মীদের ঘামঝরা প্রচেষ্টা এবং বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে অহির বিধানের প্রতি আত্মসমার্পণের আহ্বান- 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি', 'সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কামনা কর'। আহলেহাদীছ আন্দোলন আজ যে মজবুত শিকড় বিস্তার করেছে এ দেশের আনাচে-কানাচে, তার পেছনে এক অমূল্য অবদান রেখেছে এই সংঘবদ্ধ দাওয়াতের বরকতময় বারিসিঞ্চন। *ফালিল্লাহিল হামদ।* সুতরাং আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে এই সাংগঠনিক ও জামা'আতবদ্ধ দাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

অধূনা যারা সংঘবদ্ধ দাওয়াতের সাথে আত্মবিরোধ অনুভব করেন এবং তাতে সবকিছু ছাপিয়ে দলীয় সংকীর্ণতার আভাস আবিষ্কার করেন, তারা হয় বাস্তব জগত সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন না অথবা স্বার্থদুষ্টতার প্রভাবে তা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। নতুবা কোন সচেতন ও সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এমন স্থূল ধারণা পোষণ করা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। ততোধিক বিস্ময়কর হল, জগতের অন্য কোন সংঘবদ্ধতার ধারণাকে নাকচ না করে কেবল নাকচ করেন আহলেহাদীছ জামা'আতের সংঘবদ্ধতাকে। পৃথিবীর সকল সমাজে নেতৃত্বের প্রয়োজন, সুশৃংখল কর্মনীতির প্রয়োজন, একনিষ্ঠ কর্মীর প্রয়োজন; কেবল প্রয়োজন নেই আহলেহাদীছ জামাআতের! তাহলে সমাজ গড়ার কাজে নেতৃত্ব কিভাবে তৈরী হবে? কোন পদ্ধতিতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে? বৃহত্তর কর্মসূচী কিভাবে বাস্তবায়িত হবে? জাতীয় জীবন সুদূরীপ্রসারী লক্ষ্য কীভাবে অর্জিত হবে?

আমরা মনে করি এই নেতিবাদি চিন্তাধারার জন্ম একধরণের পরাজিত অথবা জাগতিক ভোগসর্বস্ব মানসিকতা থেকে। শুধু তা-ই নয়, এই মানসিকতা যেন পশ্চিমা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদেরই ভিন্নতর রূপ, যেখানে ব্যক্তি অপরের প্রতি দায়-দায়িত্বহীনভাবে কেবল নিজের স্বার্থে এবং আপনার মর্জি মাফিক চলতে পারার স্বাধীনতাকেই জীবনের পরমার্থ মনে করা হয়। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী জীবনব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম যেখানে সর্বদা ঐক্যের ধারণাকে প্রণোদনা দেয়, সেখানে এরূপ আত্মকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার কোন ধারণাই স্থান পেতে পারে না।

অতএব সচেতন যুবক ভাইদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, যেখানেই থাকুন জামাআতবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ থাকার চেষ্টা করুন। নতুবা বাতিলের সর্বপ্লাবী ও সাড়াশী আক্রমণে আমাদের ঈমান ও আমল যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব বাতিলের বিরুদ্ধে হককে বিজয়ী করা। এজন্য আল্লাহ ঈমানদারদের সীসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন *(ছফ ৪)*। সাংগঠনিক জীবন আমাদেরকে এমন একটি দ্বীনী বন্ধুত্বের সার্কেল প্রদান করে, যার মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে হক্বের প্রতি আহ্বান করা যায় এবং বিপদাপদে পাশাপাশি থাকার প্রতিজ্ঞা গড়ে তোলা যায়। সাংগঠনিক জীবন এমন একটি শক্তি যা আমাদেরকে সহজে বাতিলের স্রোতে হারিয়ে যেতে দেয় না, বরং ব্যক্তির মধ্যে এমন ইস্তিকামাত ও দৃঢ়তা তৈরী করে যা তাকে দ্বীনের পথ থেকে সাধারণত বিচ্যুত হতে দেয় না। সাংগঠনিক জীবন আমাদের শৃংখলা শেখায়, স্বেচ্ছাচারিতার পথ রুদ্ধ করে দেয়, অপরের কল্যাণে ভাবতে শেখায়, আত্মকেন্দ্রিক না করে বহুকেন্দ্রিক করে, সমগ্র জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি দায়িত্ববোধ তৈরী করে। সর্বোপরি সংগঠন সেই দুনিয়াবী শক্তি যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে বলেছেন *(আনফাল ৬০)*। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকল ভাইকে তাঁর দ্বীনের পথে যোগ্য খাদেম হিসাবে কবুল করে নিন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে ছহীহ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

http://multimedia.ahlehadeethbd.org

Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

এন্ড্রয়েড এ্যাপ

https://play.google.com/HFB bangla Islamic lectures

Contents

অল্পে তুষ্টি

আল-কুরআনুল কারীম :

১– مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ–

(১) ‘পুরুষ হৌক বা নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব’ *(নাহল ১৬/৯৭)*।

২– فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ– وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ–

(২) ‘অতঃপর ক্বারূন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হ’ল। তখন যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, হায় ক্বারূন যা পেয়েছে আমাদেরকে যদি অনুরূপ দেওয়া হ’ত? সত্যিই মহা ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদের! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্র দেওয়া পুরস্কারই সর্বোত্তম বস্তু। এটা কেবল তারাই পায়, যারা (আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর) দৃঢ়চিত্ত’ *(ক্বাছাছ ২৮/৭৯-৮০)*।

৩– لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ–

(৩) ‘তোমরা ব্যয় কর ঐসব অভাবীদের জন্য, যারা আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে, যারা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণে সক্ষম নয়। না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে নাছোড় বান্দা হ’য়ে চায় না। আর তোমরা উত্তম সম্পদ হ’তে যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা সম্যকভাবে অবহিত’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৩)*।

৪– وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

(৪) ‘আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও’ *(বাক্বারাহ ২/২০১)*।

৫– وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ–

(৫) ‘কতই না ভাল হ’ত যদি তারা সন্তুষ্ট হ’ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের যা দিয়েছেন তার উপরে এবং বলত, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। সত্বর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করবেন। আর আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি নিরত হ’লাম’ *(তওবা ৯/৫৯)*।

হাদীছে নববী :

৬– عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعَ–

(৬) ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, সেই কতই না সৌভাগ্যবান যাকে ইসলামের পথে হেদায়াত দান করা হয়েছে এবং তার জীবিকা ন্যূনতম প্রয়োজন মাফিক এবং সে তাতেই খুশী’।[১]

৭– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَأَقِلَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ–

(৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘হে আবু হুরায়রা (রাঃ)! তুমি আল্লাহ ভীরু হয়ে যাও, তাহ’লে লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী হ’তে পারবে। তুমি অল্পে তুষ্ট থাকো, তাহ’লে লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম শুকরিয়া আদায়কারী হ’তে পারবে। তুমি নিজের জন্য যা পসন্দ করো, অন্যদের জন্যও তাই পসন্দ করবে, তাহ’লে পূর্ণ মুমিন হ’তে পারবে। তোমরা প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারী ও দয়াপরবশ হও, তাহ’লে মুসলমান হ’তে পারবে। তোমরা হাসি কমাও, কেননা অধিক হাসি অন্তরাত্মাকে ধ্বংস করে’।[২]

---

১. *তিরমিযী হা/২৩৪৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫০৬; তা’লীকুর রাগীব ২/১১।*
২. *ইবনু মাজাহ হা/৪২১৭; ছহীহুল জামে’ হা/৭৮৩৩।*

٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِى يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمٌ حَشْوُهُ لِيفٌ-

(৮) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ঘুমানোর বিছানাটি ছিল চামড়া দিয়ে বানানো। এর ভেতরে খেজুর গাছের বাকল ভর্তি ছিল'।[৩]

٩- عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، وَقَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ-

(৯) আবু সাঈদ মাকবুরী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আবু হুরায়রা (রাঃ) একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের সামনে ভুনাবকরী ছিল। তারা তাঁকে খেতে ডাকল। তিনি খেতে রাজী হলেন না এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ তিনি কোন দিন যবের রুটিও পেট পূর্ণ করে খাননি'।[৪]

١٠- عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَخْطُبُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِى مَا يَجِدُ دَقَلاً يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ-

(১০) সিমাক ইবনু হারব হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন আমি নু'মান ইবনু বশীর (রাঃ) হ'তে শুনেছি তিনি বক্তব্য দিচ্ছিলেন যে সমস্ত লোক দুনিয়ার ধন-সম্পদ অধিক জমা করে ফেলেছে তাদের কথা উল্লেখ করে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি সারাদিন ক্ষুধার্ত থাকার ফলে পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন। যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়)। তিনি পেট ভরার জন্য নিকৃষ্টমানের খুরমাও পেতেন না'।[৫]

١١- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا-

(১১) উবায়দুল্লাহ ইবনু মিহছান আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খোরাকী থাকে তবে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো'।[৬]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. রাগেব (রহঃ) বলেন, 'ক্বনা'আত হলো প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অল্পে তুষ্ট থাকা'।[৭]

২. ইবনু মানযূর (রহঃ) বলেন, 'অল্প পাওয়াতে সন্তুষ্টিই হলো ক্বনা'আত'।[৮]

৩. জাহেয (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ প্রদত্ত বরকতকে জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট মনে করা, সম্পদ জমানোর যাবতীয় লোভকে পরিহার করে অন্তরের কামনা থাকা সত্ত্বেও অল্পে তুষ্টিতে তা বশ মানিয়ে নেওয়া'।[৯]

৪. ইমাম গাযালী (রহঃ) অল্পে তুষ্ট সম্পর্কে বলেন, 'মুহাম্মাদ ইবনু ওসে' শুকনা রুটি পানি দিয়ে ভিজিয়ে খাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'যে ব্যক্তি এই শুকনা রুটিতে সন্তুষ্ট থাকবে তার আর কোন লোকের প্রয়োজন নেই'।[১০]

৫. আবু আমর শায়বানী (রহঃ) বলেন, 'মুসা (আঃ) আল্লাহকে প্রশ্ন করলেন হে আমার প্রভু! কোন বান্দা তোমার নিকট অধিকতর প্রিয়? তিনি বললেন, আমায় অধিক যিকিরকারী বান্দা। অতঃপর তোমার কোন বান্দা তোমার নিকট সবার চেয়ে ধনী? তিনি বললেন, আমি তাকে যা দিয়েছি তাতেই সে (অল্পে) তুষ্ট'। অতঃপর তোমার কোন বান্দা তোমার নিকট অধিকতর ইনছাফকারী? তিনি বললেন, যে নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে'।[১১]

সারবস্তু :

১. অল্পে তুষ্টি থাকা হলো ইসলামের সৌন্দর্য ও ঈমানের পরিপূর্ণতা।

২. অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট ও মানুষের নিকট ভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়।

৩. দুনিয়ার যাবতীয় প্রাপ্তিতে সে সমাজের সবচেয়ে সুখী মানুষের আসনটি দখল করে নেয়।

৪. মানুষ যদি অল্পে তুষ্ট হয় তাহ'লে সমাজে কোন মানুষ বঞ্চিত ও গরীব থাকেনা।

৫. অল্প তুষ্টি এমন একটি গুণ যা সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি, ভ্রাতৃত্ববোধের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

---

৩. মুসলিম হা/২০৮২; তিরমিযী হা/১৭৬১; মিশকাত হা/৪৩০৭।
৪. বুখারী হা/৫৪১৪; মিশকাত হা/৫২৩৮।
৫. মুসলিম হা/২৯৭৮; তিরমিযী হা/২৩৭২; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪৬; আহমাদ হা/১৫৯।
৬. তিরমিযী হা/২৩৪৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪১; মিশকাত হা/৫১৯১।
৭. মুফরাদাত ৪১৩ পৃঃ।
৮. লিসানুল আরব ৮/২৯৭ পৃঃ।
৯. তাহযীবুল আখলাক্ব ২২ পৃঃ।
১০. ইহইয়াউল উলূম ৩/২৯৩ পৃঃ।
১১. ইবনু সিননী, 'কিতাবুল ক্বনা'আহ' ৫১পৃঃ।

পরকালের প্রতি ঈমান

- আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকা : মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেরা জীব। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হিসাবে মানুষকে দুনিয়াতে দিতে হয় বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা। দুনিয়ার পরীক্ষা শেষে মানুষের জন্য স্থায়ী ও চিরন্তন পুরস্কারের জগৎ পরকাল অপেক্ষমান। পরকালে মানুষ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জান্নাত পেয়ে ধন্য হয় নতুবা ভীষণ লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়ে নিকৃষ্ট জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে অজানা জগৎ পরকালের দালায়েল, মাসায়েল ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

পরকালের ধারনা :

রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষ্যমতে মৃত্যু পরবর্তী পুরো জীবনটাই হলো পরকাল। পরকাল বলতে বারযাখী জীবন তথা কবরের ফিৎনা শাস্তি বা শাস্তি, সিঙ্গার ফুৎকার, পুনরুত্থান, হাশর, শাফা'আত, ক্বিয়ামত, বিচার-ফায়ছালা, মীযান বা দাঁড়িপাল্লা, হাউযে কাওছার, পুলছিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সমূহকে বুঝায়।

আব্দুলাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) মহান আল্লাহ্‌র বাণী উল্লেখ করে বলেন, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 'আর আখেরাতে জীবনের প্রতি যারা নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে' *(বাক্বারাহ ২/৪)*। 'অর্থাৎ পরকাল হ'ল পুনরুত্থান, ক্বিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব-নিকাশ ও মীযানকে শামিল করে'।[১]

ইবনু হাযার (রহঃ) বলেন, 'পরকালের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে কবরের জিজ্ঞাসা, পুনরুত্থান, বিচার দিবস, মীযান, পুলছিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতিও ঈমান আনা'।[২]

'পরকালকে পরকাল নামকরণ করা হয়ে থাকে এই জন্য যে, এটি এমন একটি দিন যা অনন্তকাল, এর পরে আরো কোন দিন বাকী থাকবেনা'।[৩] আর এই দিনের সমানও আর কোন দিন হবে না'।

পরকালের নামকরণঃ

কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এই দিনটিকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন : يَوْمُ الْقِيَامَةِ ক্বিয়ামতের দিন يَوْمُ الدِّينِ বিচারের দিন, يَوْمَ التَّنَادِ প্রচণ্ড হাক-ডাকের দিন, يَوْمُ الْخُرُوجِ পুনরুত্থানের দিন, يَوْمُ التَّغَابُنِ হার-জিতের দিন, الْوَاقِعَةُ মহা প্রলয়ের দিন, الْحَاقَّةُ শেষ বিচারের দিন, الْقَارِعَةُ মহা প্রলয়ের দিন, الطَّامَّةُ الْكُبْرَى মহা বিচারের দিন, الصاخة প্রচণ্ড শব্দের দিন ইত্যাদি।

পরকাল সম্পর্কে সকল মুসলমাদের জানা আবশ্যক। আর সেই বিভীষিকাময় দিনটি থেকে পরিত্রাণের জন্য উত্তম আমল দ্বারা প্রস্তুতি নেওয়া যরূরী। সাথে সাথে যে সমস্ত কাজ আল্লাহ রাগান্বিত হন সে কাজগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা এই দিনটিকে ভুল গিয়ে দুনিয়ার লোভ-লালসা, চাকচিক্য আর জৌলুসে নিমগ্ন হ'লে আমাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ কারণে যে, তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে' *(ছদ ৩৮/২৬)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا 'আর যারা আমাদের সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে, কেন আমাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল করা হয় না অথবা কেন আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখিনা? তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার লুকিয়ে রাখে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় *(ফুরকান ২৫/২১)*।

ক্বিয়ামত তথা পরকাল সংঘটিত হওয়ার সময় :

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পরকালের অন্যতম বিষয় হলো ক্বিয়ামত। আর ক্বিয়ামত শুধুমাত্র দিনেই সংগঠিত হবে রাতে নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সকাল-সন্ধার থাকবে কিন্তু রাতের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا 'সেখানে তারা 'সালাম' (শান্তি) ব্যতীত কোন অসার বাক্য শুনবে না। আর সেখানে তাদের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় রিযিক থাকবে' *(মারইয়াম ১৯/৬২)*।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়টি সকাল-সন্ধা হবে কিন্তু দুনিয়ার মত দিন-রাত হবে না। তবে সময় ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে এবং সেই দিনটি সারাক্ষণ উজ্জ্বল আলোকময় থাকায় একে অপরকে চিনতে পারবে'।[৪]

---

১. *তাফসীরে ত্বাবারী ১/২৪৬।*
২. *ফৎহুল বারী ১/৫২।*
৩. *তাফসীর ত্বাবারী ১/২৭১।*
৪. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৫/২৪৭।*

Contents

পরকালের প্রতি ঈমান :

পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের পঞ্চম তম রুকন। সুতরাং ঈমান ব্যতিরেকে কেউ ঈমানদার হ'তে পারবে না। বরং সে কাফের সাব্যস্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا 'আর যে কেউ অবিশ্বাস করে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর, সে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিপতিত হ'ল' *(নিসা ৪/১৩৬)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ-

'(ইবাদত কালে) পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোটাই কেবল সৎকর্ম নয়, বরং প্রকৃত সৎকর্মশীল ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ, বিচার দিবস, ফেরেশতামণ্ডলী, আল্লাহ্র কিতাব ও নবীগণের উপর এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, প্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য। আর যে ব্যক্তি ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে এবং অভাবে, রোগ-পীড়ায় ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যের সাথে দৃঢ় থাকে। তারাই হ'ল সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই হ'ল প্রকৃত আল্লাহভীরু' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*।

পরকালের প্রতি বিশ্বাসে মুমিনের বৈশিষ্ট্য :

যারা মুমিন মুত্ত্বাকী ব্যক্তি হবেন তাদের বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্য হ'তে অন্যতম হ'ল পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا- إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا- وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا- إِلَّا الْمُصَلِّينَ-الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ- وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ-لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ- وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ-

'নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীরু রূপে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে হয় কৃপণ। তবে মুছল্লীগণ ব্যতীত। যারা নিয়মিত ছালাত আদায় করে। যাদের ধন-সম্পদে হক নির্ধারিত রয়েছে। প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য। যারা বিচার দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে' *(মা'আরিজ ৭০/১৯-২৬)*।

পরকালের প্রতি অবিশ্বাসে কাফেরদের বৈশিষ্ট্য :

নিশ্চয় যারা কাফের তারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআনে কাফেরদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের এই গুণটিও বর্ণনা করেছেন।

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ- إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ- فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ- عَنِ الْمُجْرِمِينَ- مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ- قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ- وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ- وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ- وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ-

'প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ। (আনুগত্যের কারণে) ডান সারির লোকেরা ব্যতীত। তারা জান্নাতে থাকবে। তারা পরস্পরে জিজ্ঞেস করবে-পাপীদের বিষয়ে। কোন বস্তু তোমাদেরকে সাক্বারে (জাহান্নামে) প্রবেশ করিয়েছে? তারা বলবে, আমরা মুছল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনায় মগ্ন থাকতাম। আমরা বিচার দিবসকে মিথ্যা বলতাম' *(মুদ্দাছির ৭৪/৩৮-৪৬)*। অন্যত্র

মহান আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ- بِيَوْمِ الدِّينِ ‘সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য। যারা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে’ *(মুতাফফিফিন ৮৩/১০-১১)*।

পরকালের বিশ্বাসের প্রতি নবী-রাসূলদের দাওয়াত :

এমন কোন নবী-রাসূল নেই যে, তারা পরকালের প্রতি ঈমান আনার কথা বলেন নি। ফলে শরী‘আতের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল উম্মতের জন্য পরকালের বিশ্বাস করা ওয়াজিব। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেন, وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ‘আমি আকাংখা করি যে, তিনি শেষ বিচারের দিন আমার পাপসমূহ ক্ষমা করবেন’ *(শু‘আরা ২৬/৮২)*।

শু‘য়াইব (আঃ) সম্পর্কে বলেন, فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ‘সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ও বিচার দিবসে (প্রতিদান) কামনা কর। আর তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না’ *(আনকাবুত ২৯/৩৬)*।

মুসা (আঃ) সম্পর্কে বলেন, إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ‘ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে। আমি সেটা গোপন রাখতে চাই। যাতে প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করতে পারে’ *(ত্বহা ২০/১৫)*।

সুতরাং এই আয়াতগুলি দ্বারা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলগণ তাদের স্বীয় জাতিকে পরকালের প্রতি ঈমান আনায়নের জন্য দাওয়াত ও জোর তাকীদ দিয়েছেন।

পরকাল সম্পর্কে জাহান্নামের কারারক্ষীদের জিজ্ঞাসা :

পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী কাফেরদের জাহান্নামের কারারক্ষীরা জিজ্ঞাসা করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ

‘আর অবিশ্বাসীদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। অবশেষে যা তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে, তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তার দাররক্ষীরা তাদের বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হ’তে রাসূলগণ আসেননি? যারা তোমাদের নিকট তোমাদেরকে এদিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সতর্ক করতেন? তারা বলবে, হ্যাঁ। কিন্তু অবিশ্বাসীদের উপর অবধারিত শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হয়েছে’ *(যুমার ৩৯/৭১)*।

পরকালের প্রতি ঈমান আনার মাধ্যম :

আর সেটা ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাছছাল দ্বারা হ’তে হবে।

(১) ঈমানে মুজমাল :

এটা বিশ্বাস করা যে, তিনিই একমাত্র ক্ষমতাধর। তিনিই ক্বিয়ামত দিবস সংঘটিত করবেন এবং সেই দিন সকল মানুষকে পুনরুত্থান ঘটাবেন। অতঃপর তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন। ঈমানে মুজমাল হল :

আ-মানতু বিল্লা-হি কামা হুয়া বি আসমা-ইহী ওয়া ছিফা-তিহী ওয়া ক্বাবিলতু জামী‘আ আহকামিহী ওয়া আরকা-নিহী’)।

‘আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌র উপর যেমন তিনি তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী সহকারে এবং কবুল করলাম তাঁর যাবতীয় আদেশে-নিষেধ ও ফরয-ওয়াজিব সমূহকে’।

(২) ঈমানে মুফাছছাল :

আ-মানতু বিল্লাহি ওয়া মালা ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়াল ক্বদরি খয়রিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লা-হি তা‘আলা’)।

‘আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম (১) আল্লাহ্‌র উপর (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাবের উপর (৪) তাঁর রাসূল গণের উপরে (৫) ক্বিয়ামত দিবসের উপরে (৬) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে।

বারযাখী বা কবরের জীবন :

বারযাখ আরবী শব্দ যার অর্থ পর্দা, মধ্যবর্তী স্থান, অন্তরায় ইত্যাদি’।[৫]

মহান আল্লাহ বলেন, مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ- بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ‘তিনি দু’টি সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন মিলিতভাবে। উভয়ের মাঝে করেছেন অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না’ *(রহমান ৫৫/১৯-২০)*। পারিভাষিক অর্থে এটা এমন একটি জীবন যা দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ‘বরং তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত’ *(মুমিনূন ২৩/১০০)*।

ইমাম ফাররা (রহঃ) বলেন, কবরের জীবন বলতে মৃত্যুবরণের দিন থেকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত সময়। আর

৫. আল-মুজামুল ওয়াফী ২১৪ পৃ.।

Contents

এই জীবন শুরু হয় মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে। আর মৃত্যু হলো দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে যাওয়া’।[৬]

কবরের ফিৎনা :

ফিৎনা আরবী শব্দ যার অর্থ বিপদ, কষ্ট, পরীক্ষা, ইত্যাদি’।[৭] কবরের ফিৎনা বলতে মৃত ব্যক্তিকে দুইজন ফেরেশতার জিজ্ঞাসাবাদ। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে তার রব, দ্বীন ও নবী সম্পর্কে। পবিত্র কুরআনে কবরের ফিৎনা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ‘আল্লাহ মুমিনদেরকে দৃঢ় বাক্য দ্বারা দৃঢ় রাখেন ইহজীবনে ও পরজীবনে’ (*ইবরাহীম ১৪/২৭*)।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِى قَوْلِ اللَّهِ (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الآخِرَةِ) قَالَ فِى الْقَبْرِ إِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ.

বারাআ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আল্লাহর তা‘আলার বাণী ‘আল্লাহ মুমিনদের দৃঢ় বাক্য দ্বারা মযবূত রাখেন ইহকালীন জীবনে ও পরকালে (*ইবরাহীম-ঐ*)। যখন তাকে বলা হবে তোমার প্রভু কে, তোমার দ্বীন কি এবং তোমার নবী কে?।[৮]

রাসূল (ছাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে কবর আযাব বিষয়ে। যখন তাকে বলা হবে, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলবে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। আমার নবী মুহাম্মাদ (*মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫*)। একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, কবরে দু’জন ফেরেশতা আসবে। তারা তাকে উঠিয়ে বসাবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। অতঃপর বলবে, তোমার দ্বীন কি? সে বলবে, আমার দ্বীন ইসলাম। অতঃপর তারা বলবে, এই ব্যক্তিটি কে, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল? সে বলবে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তারা বলবে, কিভাবে তুমি জানলে? সে বলবে, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি। অতঃপর তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি ও তাকে সত্য বলে মেনেছি। আর সেটি হ’ল উক্ত আয়াত, ‘আল্লাহ মুমিনদেরকে দৃঢ় বাক্য দ্বারা দৃঢ় রাখেন ইহজীবনে ও পরকালে’ (*ইবরাহীম ২৪/২৭*)। তখন আকাশে একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন, আমার বান্দা সঠিক কথা বলেছে। অতএব তাকে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার জন্য একটি দরজা খুলে দাও। অতঃপর তা খুলে দেওয়া হবে... (*আহমাদ, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/১৩১*)’।[৯]

রাসূল (ছাঃ) সূর্য গ্রহণের ছালাতান্তে বলেছিলেন, مَا مِنْ شَىْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِى حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، فَأُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى قُبُورِكُمْ ، مِثْلَ - أَوْ قَرِيبًا لاَ أَدْرِى

‘যা কিছু আমাকে ইতোপূর্বে দেখানো হয়নি, তা আমি আমার এ স্থানেই দেখতি পেয়েছি। এমনকি জান্নাত ও জাহান্নামও। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আমার নিকট অহী প্রেরণ করলেন, ‘দাজ্জালের ন্যায় (কঠিন) পরীক্ষা অথবা তার কাছাকাছি বিপদ দিয়ে তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষায় ফেলা হবে’।[১০]

মৃত্যুর মৃত্যু :

মহান আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ‘প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে’ (*আলে ইমরান ৩/১৮৪*)।

তথাপিও মৃত্যুরও মৃত্যু ঘটবে। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকারে আনা হবে। তখন একজন সম্বোধনকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তখন তারা ঘাড়-মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। সম্বোধনকারী বলবে, তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে হ্যাঁ; এ হ’ল মৃত্যু। কেননা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর সম্বোধনকারী আবার ডেকে বলবেন, হে জাহান্নামবাসী! জাহান্নামীরা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। তখন সম্বোধনকারী বলবে, তোমার কি একে চিন? তার বলবে হ্যাঁ, এতো মৃত্যু। কেননা তারা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর (সেটিকে) যবহ করা হবে। আর ঘোষক বলবেন, হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক। তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী! চিরদিন এখানে থাক। তোমাদের আর মৃত্যু নেই। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) পাঠ করলেন, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ‘আল্লাহ মুমিনদেরকে দৃঢ় বাক্য দ্বারা দৃঢ় রাখেন ইহজীবনে ও পরজীবনে’ (*ইবরাহীম ১৪/২৭*)’।[১১] .....চলবে

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

---

৬. তাফসীরে বায়যাবী ১/২৪২২।

৭. মাকায়িসুল লুগাত ৪/৪৭২ পৃ.।

৮. তিরমিযী হা/৩১২০।

৯. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ‘তাফসীরুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০. বুখারী হা/৮৬।

১১. বুখারী হা/৪৭৩০; মুসলিম হা/২৮৪৯।

জুম'আর পূর্বে করণীয় : একটি বিভ্রান্তি নিরসন

-আহমাদুল্লাহ

ভূমিকা : জুম'আর সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি বিষয় নিয়ে মাযহাবী ভাইগণ না বুঝেই অযথা ফেতনা করে থাকেন। তন্মধ্যে কাবলাল জুম'আ তথা জুম'আর পূর্বে নির্দিষ্টভাবে চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করার বিষয়টিও রয়েছে। এ সম্পর্কে তারা অনেক দলীলও পেশ করেছেন। মূলত জুম'আর পূর্বে ইচ্ছামত নফল ছালাত পড়া যায়। এ ব্যাপারে কোন ধরা বাঁধা সংখ্যা নেই। নিম্নে আমরা এমনই একটি বিষয়ের অবতারণা করব ইনশাআল্লাহ। অনেকেই চার রাক'আতকে নির্দিষ্ট করে থাকেন। তাদের দলীলগুলি নিম্নরূপ।-

(১) মারফূ দলীলসমূহ :

দলীল-১ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ 'আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে ইয়াযীদ বিন আব্দু রব্বিহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বাক্বিইয়া মুবাশ্বির বিন উবায়দ হতে, তিনি হাজ্জাজ বিন আরতাত্ব হতে, তিনি আত্বিইয়া আওফী হতে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত পড়তেন। মাঝে কোন সালাম ফেরাতেন না'।[১]

তাহক্বীক্ব :

(১) শায়েখ আলবানী (রহঃ) এই হাদীছকে বাতিল বলেছেন। তিনি বলেন, এটি ত্বাবারানী আল-মুজামুল কাবীর (৩/১৭২/১) গ্রন্থে 'বাক্বিইয়া ইবনুল ওয়ালীদ হতে'.. মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটিকে ইবনে মাজাহ তার 'সুনান' গ্রন্থে (১/৩৪৭) উক্ত সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'জুম'আর পরে চার রাক'আত'-এ অংশটুকু ব্যতীত বর্ণনা করেছেন।

যায়লাঈ নাছবুর রায়াহ (২/২০৬) গ্রন্থে বলেছেন, এর সনদটি খুবই দুর্বল। মুবাশ্বির বিন উবায়েদকে হাদীছ জালকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। আর হাজ্জাজ ও আতিইয়াহ তারা উভয়েই দুর্বল'।[২]

(২) হাফেয যায়লাঈ (রহঃ) বলেছেন, وَسَنَدُهُ وَاهٍ جِدًّا، فَمُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَعْدُودٌ فِي الْوَضَّاعِينَ، وَحَجَّاجٌ. وَعَطِيَّةُ ضَعِيفَانِ এই সনদটি খুবই দুর্বল। মুবাশ্বির বিন উবায়দকে হাদীছ জালকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। আর হাজ্জাজ ও আত্বিইয়া উভয়ই দুর্বল'।[৩]

(৩) ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف جد ইবনে মাজাহ একে অত্যন্ত যঈফ সনদে বর্ণনা করেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম হা/১৮৫১)। অন্যত্র বলা হয়েছে, رَوَاهُ ابْن مَاجَه. وَهُوَ حَدِيث بَاطِل اجْتمع فِيهِ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة، وهم ضعفاء، ومبشر وضّاع صَاحب أباطيل ইবনে মাজাহ একে বর্ণনা করেছেন। এটি বাতিল হাদীছ। এখানে অত্র চারজন যঈফ রাবী একত্রিত হয়েছেন। আর মুবাশ্বির হলেন (হাদীছ) জালকারী, বাতিল (রেওয়ায়াত) বর্ণনাকারী *(হা/২৮৭২)*।

(৪) বদরুদ্দীন 'আয়নী হানাফী (রহঃ) বলেছেন, وسنده واهٍ جداً؛ لأن فيه مبشر ابن عبيد وهو معدود في الوضاعين، وفيه حجاج وعطية وهما ضعيفان এর সনদিট খুবই দুর্বল। কেননা এখানে মুবাশ্বির বিন উবায়েদ আছেন। আর তাকে হাদীছ জালকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। আর এখানে হাজ্জাজ ও আত্বিইয়া রয়েছেন। উভয়ই যঈফ'।[৪]

দলীল-২ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْمِصِّيصِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ 'ইয়াহইয়া বিন আব্দুল বাক্বী আল-মিছছীছী আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) আমর বিন ওছমান আল-হিমছী আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) বাক্বিইয়া ইবনুল ওয়ালীদ আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুবাশ্বির বিন উবায়দ হতে, তিনি হাজ্জাজ বিন আরতাত্ব হতে,

১. *ইবনে মাজাহ হা/১১২৯; ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/১৬৪০।*
২. *যঈফা হা/১০০১।*
৩. *নাছবুর রায়াহ ২/২০৬।*
৪. *শরহে আবুদাঊদ হা/১০৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ; উমদাতুল ক্বারী হা/৯৩৩৭ এর আলোচনা দ্রঃ।*

তিনি আত্বিইয়া আল-আওফী হ'তে, তিনি ইবনে আব্বাস হতে (বর্ণনা করেছেন)। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেছেন, (ছাঃ) জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত পড়তেন। মাঝে কোন সালাম ফেরাতেন না'।[৫]

তাহক্বীক্ব : এটাও বানোয়াট। কেননা এর সনদে মুবাশ্বির বিন উবায়েদ নামী উপরোল্লিখিত মহা মিথ্যুক রাবী রয়েছেন। এতদ্ব্যতীত এখানে বাক্বিইয়া ইবনুল ওয়ালীদ, হাজ্জাজ বিন আরত্বাত্ব এবং আত্বিইয়া আল-আওফী রয়েছেন। যাদের সম্পর্কে উপরে আলোচিত হয়েছে।

দলীল-৩ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيُّ قَالَ: نا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً 'আমাদেরকে আহমাদ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে শাবাব উছফুরী খবর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আস-সাহমী আমাদেরকে খবর প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, হুছায়ন বিন আব্দুর রহমান আস-সুলামী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি আছেম বিন যামরাহ হতে, তিনি আলী হতে। তিনি (আলী রাঃ) বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত পড়তেন। এবং চার রাক'আতের শেষে (চার রাকআত শেষ করে) সালাম ফেরাতেন'।[৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ হাদীছ। ইমাম ত্বাবারানী হাদীছটির শেষে বলেছেন, لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا حُصَيْنٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ حُصَيْنٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيُّ স্রেফ হুছাইন এই হাদীছটি আবূ ইসহাক্ব হ'তে বর্ণনা করেছেন। আর হুছাইন হতে শুধুমাত্র মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আস-সাহমী এটা বর্ণনা করেছেন (*ঐ*)।

হাদীছটি যঈফ হওয়ার কারণগুলি নিম্নরূপ।-

(১) আলবানী (রহঃ) একে মুনকার বলেছেন'।[৭]

(২) ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْأَثْرَمُ إِنَّهُ حَدِيثٌ واه 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আস-সাহমী বুখারী ও অন্যদের নিকটে যঈফ। আছরাম বলেছেন, তার হাদীছ অত্যন্ত দুর্বল'।[৮]

(৩) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, ولا يُتَابَعُ عليه তাকে সমর্থন করা হয় না (*আত-তারীখুল কাবীর, রাবী নং ৪৮১; আল-মুগনী, রাবী নং ৫৭২৭*)।

সুতরাং জমহুর মুহাদ্দিছদের মতে তিনি যঈফ।

অপর রাবী আবূ ইসহাক্ব (রহঃ) একজন প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী। তিনি ছিক্বাহ-মুদাল্লিস রাবী। যেমন 'আসমাউল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে আছে যে, كثير التدليس ويعرف بالإمام তিনি অত্যধিক তাদলীসকারী ও ইমাম হিসাবে পরিচিত (রাবী নং ৪৫)। ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাঁকে স্বীয় 'ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (রাবী নং ৯১)। 'যিকরুল মুদাল্লিসীন' (রাবী নং ৯), 'আল-মুদাল্লিসীন' প্রভৃতি গ্রন্থে তাকে প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (রাবী নং ৪৭)।

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তাঁকে মুদাল্লিস রাবী বলেছেন'।[৯]

দ্বিতীয়ত : আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীঈ আস্থাভাজন। কিন্তু তিনি তার ইখতিলাত্ব থাকার সাথে সাথে মুদালিস্নসও (*ঐ, হা/২০৩৫*)।

এই হাদীছটি সম্পর্কে শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) বলেছেন, এই বর্ণনাটি যঈফ। **(১)** আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীঈ মুদালিস্নস (*দ্র. ছহীহ ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান ১/৯০; ত্বাবাক্বাতুল মুদালিস্নসীন, পৃ. ৫৮*)। **(২)** আবূ ইসহাক্ব শেষ বয়সে ইখতিলাত্বের শিকার হয়েছিলেন (*ফাতাওয়া ইলমিইয়া ১/৪৪৮*)।

দলীল-৩ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيد الرَّازِيُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِد الرَّقِّيُّ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْف، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَة أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا 'আমাদেরকে আলী বিন সাঈদ আর-রাযী হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সুলায়মান বিন ওমর বিন খালেদ আর-রাক্বী আমাদেরকে খবর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আত্তাব বিন বাশীর আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করেছেন খুছায়ফ হতে, তিনি আবূ উবায়দাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ হ'তে, তিনি নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জুমআর পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত পড়তেন'।[১০] ইমাম ত্বাবারানী বলেছেন, لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ

৫. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/১২৬৭৪।

৬. ত্বাবারানী, আল-মুজামু আওসাত্ব হা/১৬১৭।

৭. সিলসিলাহ যঈফা হা/৫২৯০।

৮. ফাৎহুল বারী ২/৪২৬।

৯. সিলসিলাহ ছহীহা হা/১৭০১। অন্যত্র তিনি বলেছেন, الثانية: أبو إسحاق السبيعي، ثقة ولكنه على اختلاطه مدلس ।

১০. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৩৯৫৯।

عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ‘খুছাইফ হতে এই হাদীছটি আত্তাব বিন বাশীর ব্যতীত আর কেউই বর্ণনা করেন নি’।

তাহক্বীক্ব : এটি যঈফ। দুটি কারণে। এটি বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত।

(১) ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, وَعَن بن مَسْعُودٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا مِثْلُهُ وَفِي إِسْنَادِهِ ضعف وَانْقِطَاع ‘ইবনে মাসঊদ হতে ত্বাবারানীর নিকটেও অনুরূপ (একটি বর্ণনা আছে)। এই সনদটির মধ্যে দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতা আছে’।[১১]

(২) আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ) বলেছেন, عن بن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي ‘ইবনে মাসঊদ হতে মারফূ হিসাবে বর্ণিত। এবং এর সনদে দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। যেমনটি ফাৎহুল বারী গ্রন্থে আছে’।[১২]

(৩) আলবানী (রহঃ) মুনকার বলেছেন *(যঈফা হা/১০১৬)*।

এই হাদীছটির রাবী খুছাইফ জমহূর মুহাদ্দিছদের নিকটে যঈফ।

(১) ইবনে আবী হাতেম *(আল-জারহু ওয়াত-তাদীল, রাবী নং ১৮৪৮)*, ইবনে হিব্বান *(আল-মাজরূহীন, রাবী নং ৩১৫)* তার সমালোচনা করেছেন।

(৩) হাফেয যাহাবী বলেছেন, صدوق سيء الحفظ ضعفه أحمد তিনি সত্যবাদী। মন্দ হিফযের অধিকারী। আহমাদ তাকে যঈফ বলেছেন *(আল-কাশিফ, রাবী নং ১৩৮৯)*। তিনি অন্যত্র বলেছেন, খুছায়ফ বিন আব্দুর রহমান আল-জাযারী তাবেঈনদের হতে অত্যধিক বর্ণনাকারী। আহমাদ এবং অন্যরা তাকে যঈফ বলেছেন *(আল-মুগনী, রাবী নং ১৯১২)*।

(৪) হাফেয বুরহানুদ্দীন হালাবী তাকে মস্তিষ্ক বিকৃত রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন *(আল-ইগতিবাত্ব, রাবী নং ৪৩/৪)*।

(৫) হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء من الخامسة তিনি সত্যবাদী, মন্দ হিফযের অধিকারী। শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাকে মুরজিয়া হওয়ার অপবাদ দেয়া হয়েছিল। তিনি পঞ্চম স্তরভুক্ত *(তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৭১৮)*।

(৬) বদরুদ্দীন আইনী হানাফী তার কতিপয় উস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেখানে তিনি ইবনে মাস‘ঊদের নাম বলেন নি *(মাগানিউল আখয়ার, রাবী নং ৫৯৮)*।

(৭) দারাকুৎনী বলেছেন, خصيف بن عبد الرحمن جزري يعتبر به، يهم তার বর্ণনার ইতিবার করা হয় (তার বর্ণনা কবুল করা যাবে কি না মর্মে গবেষণা করা হয়)। তিনি ভুল করতেন *(মাওসূআতি আক্বওয়ালিল ইমাম আবীল হাসান আদ-দারাকুৎনী, রাবী নং ১১৭৬)*।

(৮) হাফেয যায়লাঈ (রহঃ) বলেছেন, وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَخُصَيْفٌ فِيهِمَا مَقَالٌ ইবনে ইসহাক্ব এবং খুছায়ফ সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে *(নাছবুর রায়াহ ৩/২১)*। পরে তিনি বলেছেন, وَخُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ খুছায়ফ বিন আব্দুর রহমান আল-জাযারীকে কতিপয় যঈফ বলেছেন *(ঐ)*।

(৯) হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেছেন, وفي إسناده: خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وقد اختلف فيه এর সনদে খুছায়ফ আছেন। তার সম্পর্কে ইখতিলাফ করা হয়েছে *(তুহফাতুত ত্বালিব পৃ. ৫২)*।

(১০) ইমাম বায়হাক্বী লিখেছেন, خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ غَيْرُ قَوِيٍّ খুছায়ফ শক্তিশালী নন’।[১৩]

(১৩) ইমাম নাসাঈ বলেছেন, خصيف بن عبد الرَّحْمَن لَيْسَ بِالْقَوِيّ খুছায়ফ বিন আব্দুর রহমান শক্তিশালী নন *(আয-যুআফাউল মাতরূকীন, রাবী নং ১৭৭)*।

দলীল-৪ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ মুসাদ্দাদ আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেছেন) ইসমাঈল আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) আইয়ূব আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন নাফে হতে। তিনি বলেছেন, ইবনে ওমর (রাঃ) জুম‘আর পূর্বে দীর্ঘ ছালাত পড়তেন। এবং তিনি জুম‘আর ছলাতের পরে নিজের বাসায় চার রাকআত পড়তেন। আর বলতেন, নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ) এমনটি করতেন’।[১৪]

---

১১. *ফাৎহুল বারী ২/৪২৬।*
১২. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৮।*
১৩. *আস-সুনানুল কুবরা হা/৮৯৭৯।*
১৪. *আবুদাঊদ হা/১১২৮।*

أَيُّوبَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الزَّوَالِ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ 'আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) আবূ দাঊদ (আত-ত্বায়ালিসী) আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন আবুল ওয়ায্যাহ আবূ সাঈদ আল-মুওয়াদ্দিব, আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আব্দুল কারীম আল-জাযারী হ'তে, তিনি মুজাহিদ হ'তে, তিনি আব্দুলস্নাহ ইবনুস সায়েব হতে যে, নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ) যোহরের পূর্বে অর্থাৎ যোহরের ফরযের আগে- সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে চার রাক'আত পড়তেন। তিনি বলেছেন, এটি সেই মুহূর্ত যেসময় আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। আর আমি পছন্দ করি যে, আমার এই সময় আমলে ছালেহ উর্দ্ধে উঠানো হোক'।[১৫]

পর্যালোচনা : হাদীছ ছহীহ। কিন্তু এর দ্বারা জুম'আর পূর্বে খাছভাবে চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করা প্রমাণিত হয় না। যেমন-

(১) মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেছেন, وَتِلْكَ الرَّكَعَاتُ الْأَرْبَعُ سُنَّةُ الظُّهْرِ الَّتِي قَبْلَهُ، كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا 'এই চার রাক'আত হ'ল যোহরের পূর্বের সুন্নাত। যেমনটি আমাদের কতিপয় ব্যাখ্যাকারী আলেম বলেছেন'।[১৬]

(২) আল্লামা উবায়দুল্লাহ মোবারকপুরী (রহঃ) বলেছেন, أي قبل فرضه وهل هي سنة الزوال أو سنة الظهر القبلية؟ فيه خلاف علم مما تقدم. 'অর্থাৎ ফরযের পূর্বে। এটি কি সুন্নাতুয যাওয়াল নাকি যোহরের পূর্বের সুন্নাত? এ মর্মে মতানৈক্য রয়েছে'।[১৭]

(৩) ইমাম নববী (রহঃ) একে 'যোহর-এর সুন্নাত' অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা, যোহরের পূর্বে চার রাক'আত আদায় করা সুন্নাত। জুম'আর পূর্বে নয়। খুত্ববার পূর্বে চার রাক'আত আদায় করা যাবে নফল হিসাবে। শুধু চার রাক'আত নয় বরং যত মন চায় নফল পড়া যাবে সময় থাকার শর্তে। এখানে কোন নির্দিষ্ট রাক'আত সংখ্যা নেই।

(ক্রমশঃ)

তাহক্বীক্ব : (১) শায়খ আলবানী বলেছেন, وأما قوله: "كان يطيل الصلاة قبل الجمعة" فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو نفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان "وغيره حيث قال فيه: ثم صلى ما كتب له 'তিনি জুম'আর পূর্বে দীর্ঘ ছালাত পড়তেন' যদি এর দ্বারা ওয়াক্ত প্রবেশের পরের সময়টি উদ্দেশ্য হয়, তবে এর মারফূ হওয়া ছহীহ নয়। কেননা নবী করীম (ছাঃ) সূর্য হেলে যাওয়ার পরে (ঘর থেকে) বের হতেন। এরপর তিনি খুৎবা অতঃপর জুম'আর ছালাতে মগ্ন হতেন । আর যদি ওয়াক্ত প্রবেশ করার পূর্বে উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটি শর্তবিহীন নফল, নিয়মিত (সুন্নাত) ছলাত নয়। জুম'আর পূর্বের (চার রাকআত নির্দিষ্ট) সুন্নাতের পক্ষে কোন দলীল এতে নেই। বরং এটি সাধারণ নফল ছলাত। এ সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করা বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি সালমান এবং অন্য হাদীছের মধ্যে গত হয়েছে। যেমনভাবে তিনি বলেছেন, 'অতঃপর সে ততটুকু ছালাত পড়বে যা ভাগ্যে লেখা হয়েছে' *(আল-আজবিবাতুন নাফেআহ পৃ. ৫৮)*।

এ হাদীছে সময় নির্দিষ্ট করা হয় নি এবং এখানে জুম'আর পূর্বে চার রাকআত নিয়মিত সুন্নাত হিসাবে পড়তে হবে মর্মেও কোন ইশারা নেই। মাযহাবী ভাইগণ প্রথমে বাংলায় আলোচনা করেন। এরপর চার রাক'আত সুন্নাত নির্ধারিতভাবে পড়েন। অতঃপর আরবীতে খুৎবা প্রদানের পর জুম'আর ছালাত আদায় করেন। কোন হাদীছেই এমন আমলের অস্তিত্ব আছে বলে আমাদের জানা নেই। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-ও এমন কোন আমল করেছেন বা করতে বলেছেন মর্মে কোন বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত পাওয়া যায় না।

দলীল-৫ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الوَضَّاحِ هُوَ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي

---

১৫. *তিরমিযী হা/৪৭৮; মিশকাত হা/১১৬৯।*
১৬. *মিরক্বাতুল মাফাতীহ হা/১১৬৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।*
১৭. *মিরআতুল মাফাতীহ হা/১১৭৬ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালোবাসা

- আব্দুর রহীম

মানবজীবন দু'ভাগে বিভক্ত। একটি দুনিয়ার জীবন অপরটি আখেরাতের জীবন। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী হ'লেও আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। আখেরাতের জীবনের শুরু থাকলেও যেহেতু শেষ নেই সেহেতু দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনের চেয়ে আখেরাতের অনন্ত জীবনের প্রতি মানুষের পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত। একইভাবে দুনিয়ার জীবনের প্রতি অকারণে মোহ থেকে মানুষের বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। দুনিয়ার প্রতি মোহ ও ভালোবাসা সব অন্যায়ের মূল কারণ। আর দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ সব সৎ কর্মের মূল। দুনিয়া বিমুখতা অন্তর এবং শরীরকে প্রশান্তিতে রাখে। আর দুনিয়ার প্রতি অধিক আগ্রহ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি বৃদ্ধি করে। ইসলামী দৃষ্টিতে কোনো বস্তু বাদ দিয়ে তার চেয়ে উত্তম বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করাকে যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা বলে। অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসাকে বের করে ফেলার নাম যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা।

জীবনধারণের অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বস্তু পরিত্যাগ করার নামও যুহুদ। রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীরা এ ধরনের যুহুদের মাঝেই জীবনাতিবাহিত করেছেন। অন্তরে দুনিয়ার প্রতি মোহ বা আকর্ষণ রেখে দুনিয়ার দরকারি কাজকর্ম পরিত্যাগ করার নাম যুহুদ নয়; বরং এটা মূর্খ ও অপারগদের যুহুদ। দুনিয়ার চাকচিক্য ও সম্পদের প্রতি অনীহা ও আখেরাতের শান্তির প্রতি আগ্রহী হয়ে নিজের জীবন পরিচালনা করাই যুহুদ। মূলতঃ যুহুদ মানে হচ্ছে- হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহ যা অপসন্দ করেন সেটা থেকেও বেঁচে থাকা। বিলাসিতা প্রকাশ ও অতিমাত্রায় দুনিয়া উপভোগ থেকে দূরে থাকা। পরকালের জন্য উত্তম সম্বল গ্রহণ করা। যুহুদের সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে নবী করীম (ছাঃ) জীবনীতে। যুহুদ অর্থ এই নয় যে, দুনিয়ার মানুষ ও সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল ইবাদতে মশগুল থাকবে। একজন সম্পদশালী মানুষও দুনিয়াবিমুখ বা যাহেদ হ'তে পারে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হ'ল সম্পদশালী মানুষ কি যাহেদ হ'তে পারে? তিনি বললে, হ্যাঁ। إِنْ كَانَ لَا يَفْرَحُ بِزِيَادَتِهِ وَلَا يَحْزَنُ بِنَقْصِهِ 'যদি সম্পদ বৃদ্ধিতে আনন্দিত না হয় এবং কমে যাওয়াতে চিন্তিত না হয়'।[১]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আরো বলেন, الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا: قِصَرُ الْأَمَلِ، وَقَالَ مَرَّةً: قِصَرُ الْأَمَلِ وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ 'যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা হ'ল অল্প আকাঙ্ক্ষা, তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন, অল্প আকাঙ্ক্ষা ও লোকদের হাতে যে সম্পদ রয়েছে তা থেকে নিরাশ থাকা'।[২]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, ধনীরা কি যাহেদ হ'তে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ এমন ব্যক্তি যে, إِذَا أُنْعِمَ عَلَيْهِ شَكَرَ، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، 'যখন তাকে নে'মত দান করা হয় তখন শুকরিয়া আদায় করে। আর যখন (সম্পদ বিনষ্ট করে) পরীক্ষা করা হয় তখন ধৈর্য ধারণ করে'।[৩] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ– 'যাতে তোমরা যা হারাও তাতে হা-হুতাশ না করো এবং যা তিনি তোমাদের দেন, তাতে উল্লাসিত না হও। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে ভালবাসেন না' *(হাদীদ ৫৭/২৩)*।

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, ليس الزهد بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يد نفسك، وأن تكون حالك في المصيبة، وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء 'সম্পদ বিনষ্ট ও হালালকে হারাম মনে করে নেওয়ার মধ্যে যুহুদ নেই। বরং আল্লাহ্‌র হাতে যা রয়েছে তার প্রতি অধিক আস্থাশীল হও তোমার হাতে যা আছে তা অপেক্ষা। বিপদে ও নিরাপদে সর্বাস্থায় তোমার অবস্থা যেন সমান হয়। তোমার প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী হকের ক্ষেত্রে যেন সমান হয়'।[৪]

হাসান বাছরী (রহঃ) আরো বলেন, الدُّنْيَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ: أَمَا أَمْسِ فَقَدْ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ، وَأَمَّا غَدًا فَلَعَلَّكَ لَا تُدْرِكُهُ، وَالْيَوْمُ فَاعْمَلْ فِيهِ 'দুনিয়াবী জীবন তিনদিনের। (১) গতকাল– যা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে, (২) আগামীকাল–সম্ভবতঃ তুমি তার নাগাল পাবে না এবং (৩) আজ- অতএব তোমার যা করার তা আজই কর'।[৫]

যেমন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ 'সৎ মানুষের জন্য পবিত্র মাল কতই না উত্তম!'।[৬] তিনি

---

১. *ইবনু রজব হাম্বেলী, জামে'উল উলুম ওয়াল হিকাম ২/১৮৩।*

২. *জামে'উল উলুম ওয়াল হিকাম ২/১৮৪।*
৩. *জামে'উল উলুম ওয়াল হিকাম ২/১৮৩।*
৪. *ফাছলুল খিতাবে ফীযুহুদে ওয়ার রাকায়েকে ১/১২৫।*
৫. *ইবনু আবিদ্দুনিয়া, আয-যুহুদ, ১৯৭ পৃঃ।*
৬. *আহমাদ হা/১৭৭৯৮; মিশকাত হা/৩৭৫৬, সনদ ছহীহ।*

আরো বলেন, لاَ بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النِّعَمِ 'আল্লাহভীরুর জন্য প্রাচুর্য ক্ষতিকর নয়। আল্লাহভীরুর জন্য প্রাচুর্যের চেয়েও সুস্বাস্থ্য অধিক উপকারী। মনের প্রসন্নতাও নি'মতের অন্ত র্ভুক্ত'।[৭] ইমাম যুহরী (রহঃ)-কে যাহেদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, مَنْ لَمْ يَغْلِبِ الْحَرَامُ صَبْرَهُ، وَلَمْ يَشْغَلِ الْحَلاَلُ شُكْرَهُ، 'যাহেদ সে ব্যক্তি যে, যার ধৈর্যের উপর হারাম বিজয়ী হয়না এবং হালাল তার কৃতজ্ঞতা বন্ধ রাখে না'।[৮]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إذا أَرَادَ اللهُ بِعَبْد خيرا جعله معترفا بِذَنبِهِ ممسكا عَن ذَنْب غَيره جوادا بِمَا عِنْده زاهدا فِيمَا عِنْده مُحْتملا لأَذى غَيره وَإِن أَرَادَ بِهِ شرا عكس ذَلِك عَلَيْهِ 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার জন্য কল্যাণ চান, তখন তাকে স্বীয় পাপ স্বীকারের যোগ্যতা এবং অন্যের পাপ অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করেন। আর সে স্বীয় সম্পদ নিয়েই প্রাচুর্য বোধ করে ও অন্যের সম্পদ থেকে বিমুখ থাকে এবং অন্যের দুঃখ-কষ্টের ভার বহন করে। আর যখন কারো অকল্যাণ চান, তখন বিপরীতটাই ঘটে'।[৯]

সুফিয়ান বিন উয়ায়না (রহঃ) বলেন, مَنْ سُرَّ بِالدُّنْيَا، نُزِعَ خَوْفُ الآخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ 'যে ব্যক্তি দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকে, তার হৃদয় থেকে আখেরাতের ভীতি দূরীভূত করে দেয়া হয়'।[১০]

আল-কুরআনুল কারীমের আলোকে দুনিয়ার চাকচিক্যের মূল্য :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ 'তোমরা জেনে রাখ যে, পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ভিন্ন কিছু নয়। যা বৃষ্টির উপমার ন্যায়, যার উৎপাদন কৃষককে চমৎকৃত করে। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। যাকে তুমি হলুদ দেখতে পাও। অতঃপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর পরকালে রয়েছে (কাফেরদের জন্য) কঠিন শাস্তি এবং (মুমিনদের জন্য) আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়' *(হাদীদ ৫৭/২০)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 'মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে তার আসক্তি সমূহকে স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের রাশিকৃত সঞ্চয় সমূহের প্রতি, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি-পশু ও শস্য-ক্ষেত সমূহের প্রতি। এসবই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে সুন্দরতম প্রত্যাবর্তনস্থল' *(আলে ইমরান ৩/১৪)*। আয়াতটিতে পার্থিব জীবনের বাস্তব চিত্র, তুলে ধরা হয়েছে। যাকে অতিক্রম করেই জান্নাতের পথ তালাশ করতে হবে। সমাজে বসবাস করেই নিজেকে ও সমাজকে শয়তানের পথ থেকে আলাহ্র পথে ফিরিয়ে নিতে হবে। সমাজকে পরিত্যাগ করে নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে মুসলিম মানুষদের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া যন্ত্রণায় ধৈর্য ধারণ করে সে এমন মুসলিমের চেয়ে উত্তম যে মানুষদের সাথে মেলামেশাও করে না এবং তাদের দেয়া যন্ত্রণায় ধৈর্যও ধরে না'।[১১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রূযী প্রশস্ত করেন ও সংকুচিত করেন। কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত। অথচ পার্থিব জীবন পরকালের তুলনায় তুচ্ছ সম্পদ বৈ কিছু নয়' *(রা'দ ১৩/২৬)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 'বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত হ'ল বৃষ্টির পানির মত যা আমরা আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতঃপর যমীনের উদ্ভিদ সমূহ তার সাথে মিশ্রিত হয় যা থেকে মানুষ ও গবাদিপশু ভক্ষণ করে। অবশেষে যখন যমীন শস্য-শ্যামল ও সুশোভিত হয় এবং ক্ষেতের মালিক মনে করে যে, এবার তারা ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হবে, এমন সময় হঠাৎ রাত্রিতে বা দিনের বেলায় ঐ

৭. *ইবনু মাজাহ হা/২১৪১; মিশকাত হা/৫২৯০; ছহীহাহ হা/১৭৪।*
৮. *ফাছলুল খিতাবে ফীযুহুদে ওয়ার রাকায়েকে ১/১২৫; জামে'উল উলুম ওয়াল হিকাম ২/১৮৩।*
৯. *আল-ফাওয়ায়েদ, ৯৯ পৃঃ।*
১০. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৭/২৬৮ পৃঃ।*
১১. *তিরমিযী হা/২৫০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪০৩২; মিশকাত হা/৫০৮৭।*

ক্ষেতের উপর আমাদের (শাস্তির) নির্দেশ এসে গেল। অতঃপর সেটিকে আমরা খড়-কুটোয় পরিণত করে ফেললাম। যেন গতকাল সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবে আমরা আয়াত সমূহকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি চিন্তাশীল লোকদের জন্য' *(ইউনুস ১০/২৪)*।

দুনিয়াবিমুখ লোকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 'যাতে তোমরা যা হারাও তাতে হা-হুতাশ না করো এবং যা তিনি তোমাদের দেন, তাতে উল্লাসিত না হও। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে ভালবাসেন না' *(হাদীদ ৫৭/২৩)*। তিনি আরো বলেন, يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ 'হে আমার সম্প্রদায়! দুনিয়ার এ জীবন তো সাময়িক ভোগের বস্তু মাত্র। আর আখেরাতই হ'ল চিরস্থায়ী বসবাসের গৃহ।' *(গাফের ৪০/৩৯)*। তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*।

তিনি আরো বলেন, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ 'আর যেদিন অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হবে (এবং বলা হবে) তোমরা তো পার্থিব জীবনে সব সুখ-শান্তি নিঃশেষ করেছ এবং তা পূর্ণভাবে ভোগ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে হীনকর শাস্তির বদলা দেওয়া হবে এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দম্ভ করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে' *(আহকাফ ৪৬/২০)*।

তিনি আরো বলেন, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 'এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ কিছুই নয়। আর পরকালীন জীবন হ'ল চিরস্থায়ী জীবন (যেখানে কোন মৃত্যু নেই)। যদি তারা জানত! (অর্থাৎ সেটা বুঝলে মানুষ নশ্বর জীবনকে অবিনশ্বর জীবনের উপর প্রাধান্য দিত না) *(আনকাবুত ২৯/৬৪)*।

তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا - وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا- 'যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে, আমরা সেখানে যাকে যা ইচ্ছা করি দিয়ে দেই। পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি। সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায়। আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে এবং ছওয়াব লাভে দৃঢ় বিশ্বাসী অবস্থায় তার জন্য যথার্থ প্রচেষ্টা চালায়, তাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে *(ইসরা ১৭/১৮-১৯)*। অত্র আয়াতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পরকালে ছওয়াব লাভের দৃঢ় আকাংখা ব্যতীত কোন সৎকর্ম আল্লাহ্র নিকট কবুল হয় না। আয়াতে বর্ণিত وهو مؤمن অর্থ গতানুগতিকভাবে কেবল 'মুমিন অবস্থায়' নয়, বরং এর অর্থ হ'ল مصدق بالثواب والجزاء 'ছওয়াব ও প্রতিদান লাভে দৃঢ় বিশ্বাসী' অবস্থায় *(ইবনু কাছীর)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'আর তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না ঐ সবের প্রতি, যা আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে ভোগ্য বস্তুরূপে দান করেছি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ। যাতে আমরা এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করতে পারি। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের দেওয়া (আখেরাতের) রিযিক অধিক উত্তম ও অধিকতর স্থায়ী' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ - مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ - لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ '(হে রাসূল!) দেশে অবিশ্বাসীদের দর্পিত বিচরণ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। সামান্য ভোগ্য বস্তু। অতঃপর ওদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি হবে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আতিথ্য। আর আল্লাহ্র নিকটে যা রয়েছে, সৎকর্মশীলদের জন্য তা অতীব উত্তম' *(আলে ইমরান ৩/১৯৬-১৯৮)*। তিনি আরো বলেন, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا 'তুমি বলে দাও যে, দুনিয়ার সম্পদ তুচ্ছ। আর আল্লাহভীরুদের জন্য আখেরাতই উত্তম। সেদিন তোমরা সূতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না *(নিসা ৪/৭৭)*। আল্লাহ

আরো বলেন, وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها وَما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقى أَفَلا تَعْقِلُونَ ‘তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু ও শোভাবর্ধক মাত্র। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে, তা উত্তম ও চিরস্থায়ী। এরপরেও কি তোমরা বুঝবেনা? *(কাছাছ ২৮/৬০)।*

ছহীহ হাদীছের আলোকে দুনিয়ার চাকচিক্যের মূল্য :

عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ.

মুসতাওরিদ হ’তে বির্ণত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, দুনিয়ার জীবন দৃষ্টান্ত আখেরাতের জীবনের তুলনায় এমন, যেমন তোমাদের কেউ অকুল সমুদ্রে একটি আংগুল রাখল, তারপর তা তুলে ফেলল, তখন তার আংগুলের সাথে যতটুকু পানি উঠে আসে দুনিয়ার জীবনও আখেরাতের তুলনায় তার মত। সে যেন চিন্তা করে দেখে সমুদ্রের পানির তুলনায় তার আংগুলের সাথে উঠে আসা পানির পরিমাণ কতটুকু’।[১২]

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ . وَفِى حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর সানাদে নবী হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, অবশ্যই দুনিয়াটা চাকচিক্যময় মিষ্টি ফলের মতা আকর্ষণীয়। আল্লাহ তা’আলা সেখানে তোমাদেরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। তিনি লক্ষ্য করছেন যে, তোমরা কিভাবে আমল কর। তোমরা দুনিয়া ও নারী জাতি থেকে সতর্ক থেকো। কেননা বানী ইসরাঈলদের মাঝে প্রথম ফিতনাহ নারীকেন্দ্রিক ছিল। বাশশারের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি যাতে দেখতে পারেন তোমরা কি আমল করছ’।[১৩]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِىَ اللَّهُ وَأَحَبَّنِىَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ازْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِى أَيْدِى النَّاسِ يُحِبُّوكَ-

সাহল বিন সাদ আস সাঈদী হতে বর্ণিত তিনি বলেন,‘জনৈক লোক রাসূলের নিকেট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের সন্ধান দিন যা করলে আল্লাহ এবং লোকেরাো ভালোবাসবে। তিনি বললেন, ‘পার্থিব ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ কর। তাহ’লে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর লোকের কাছে যা আছে তার লালসা পরিত্যাগ কর। তাহ’লে অন্যরা তোমাকে ভালবাসবেন’।[১৪]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ –

সাহল ইবনে সা‘দ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যদি আল্লাহ্‌র নিকট মাছির ডানার সমান দুনিয়ার মূল্য থাকত, তাহ’লে তিনি কোন কাফেরকে তার (দুনিয়ার) এক ঢোক পানিও পান করাতেন না’।[১৫]

اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ –

হে আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই সত্যিকারের জীবন। কাজেই আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করুন’।[১৬]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اضْطَجَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَصِيرٍ فَأَثَّرَ فِى جِلْدِهِ فَقُلْتُ بِأَبِى وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ آذَنْتَنَا فَفَرَشْنَا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَقِيكَ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّمَا أَنَا وَالدُّنْيَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا-

আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ে শুয়েছিলেন। পরে তিনি যখন জেগে দাঁড়ালেন তখন তাঁর পার্শ্বদেশে এর দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার জন্য যদি আমরা একটি নরম বিছানা বানিয়ে নিতে পারতাম! তিনি বললেন, আমার সঙ্গে দুনিয়ার কি সম্পর্ক? আমি তো দুনিয়ায় সেই এক সওয়ারীর মত যে পথ চলতে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল পরে আবার সে তা পরিত্যাগ করে চলে গেল’।[১৭]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْىٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ . فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ

১২. ইবনু মাজাহ হা/৪১০৮; হাকেম হা/৬৫১০, সনদ ছহীহ।
১৩. মুসলিম হা/২৭৪২; মিশকাত হা/৩০৮৬।
১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪১০২; মিশকাত হা/৫১৮৭; ছহীহাহ হা/৯৪৪।
১৫. তিরমিযী হা/২৩২০; মিশকাত হা/৫১৭৭; ছহীহাহ হা/৬৮৬।
১৬. বুখারী হা/২৯৬১; মুসলিম হা/১৮০৪; মিশকাত হা/৪৭৯৩।
১৭. ইবনু মাজাহ হা/৪১০৯; মিশকাত হা/৫১৮৮; ছহীহাহ হা/৪৩৮।

Contents

أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ . قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ: فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ –

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আলীয়া (অঞ্চল) হ'তে মদীনায় আসার পথে এক বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর উভয় পার্শ্বে বেশ লোকজন ছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট পৌছলেন। অতঃপর তিনি এর কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা নিতে আগ্রহী হবে। তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা উহা নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কি করব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, (বিনা পয়সায়) তোমরা কি উহা নিতে আগ্রহী? তারা বললেন, এ যদি জীবিত হ'ত তবুও তো এটা দোষী। কেননা এর কান হচ্ছে ক্ষুদ্র ,ক্ষুদ্র। আর এখন তো তা মৃত, কিভাবে আমরা তা গ্রহণ করব? এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ তোমাদের নিকট যতটা তুচ্ছ, আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া এর চেয়েও অধিক তুচ্ছ'।[১৮]

عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى–

আবু মূসা আশ-আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভ করতে বেশী পসন্দ করে, সে তার আখেরাত লাভ করতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হবে, আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে অর্জন করতে মহব্বত করে, তাকে অবশ্যই দুনিয়া অর্জন করতে লোকসান দিতে হবে। সুতরাং, তোমরা যা চিরস্থায়ী তার অর্জনকে ক্ষণস্থায়ী বস্তুর অর্জনের উপর প্রাধান্য দাও'।[১৯]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرَ وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ –

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দরিদ্রতার আশঙ্কা করিনা। বরং আমি তোমাদের জন্য প্রাচুর্যতার আশঙ্কা করছি। তোমরা ভুল করে কোন অন্যায় করবে এই আশঙ্কা আমি করছিনা। বরং আমি আশঙ্কা করছি তোমাদের ইচ্ছাকৃত ভুলের'।[২০]

فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِّى أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ–

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের গরীবী ও অভাব-অনটনের ভয় করি না, বরং ভয় করি পৃথিবীটা তোমাদের জন্য সম্প্রসারিত করা হবে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য যেভাবে করা হয়েছিল। তারপর তোমরা পৃথিবীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে যাবে, যেভাবে তারা অনুরক্ত হয়েছিল। ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে বিনাশ করে দিবে, যেভাবে তাদেরকে বিনাশ করেছিল'।[২১]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الشَّيْخُ يَكْبَرُ وَيَضْعُفُ جِسْمُهُ وَقَلْبُهُ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ طُولِ الْعُمُرِ وَالْمَالِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'বৃদ্ধ মানুষের বয়স বৃদ্ধি পায় এবং দেহ দুর্বল হয়। আর তার অন্তর দুটি জিনিষের মহব্বতে যুবক। দীর্ঘ জীবনের মহব্বত ও ধন-সম্পদের মহব্বত'।[২২]

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيشب مِنهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ 'আদম সন্তান বুড়ো হয়, তবে তার দু'টি জিনিষ জোয়ান হ'তে থাকে। এক-ধন-সম্পদের লোভ, দুই- দুনিয়ার জীবনের লোভ'।[২৩]

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِى خُطْبَتِهِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِىَ وَادِيًا مَلأً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا ، وَلَوْ أُعْطِىَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا ، وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ –

আব্বাস ইবনু সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-কে মক্কায় মিম্বারের উপর তার খুৎবার মধ্যে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, হে লোকেরা! নবী (ছাঃ) বলতেন, যদি বনী আদমকে স্বর্ণে ভরা এক উপত্যকা মাল দেয়া হয়, তথাপিও সে দ্বিতীয়টার জন্য লালায়িত হয়ে থাকবে। আর তাকে দ্বিতীয়টি যদি দেয়া হয়, তাহলে সে তৃতীয়টার জন্য লালায়িত থাকবে। বনী আদমের

১৮. মুসলিম হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৫১৫৭।
১৯. আহমাদ হা/১৯৭১৩; মিশকাত হাত হা/ ৫১৭৯; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৪৭।
২০. আহমাদ হা/৮০৬০; ইবনু হিব্বান হা/৩২২২, সনদ ছহীহ।
২১. বুখারী হা/৩১৫৮; মুসলিম হা/২৯৬১; মিশকাত হা/৫১৬১।
২২. আহমাদ হা/৮৪০৩; ছহীহাহ হা/১৯০৬।
২৩. মুসলিম হা/১০৪৭; মিশকাত হা/৫২৭০।

পেট মাটি ছাড়া ভরতে পারে না। তবে যে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবূল করবেন'।[২৪]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِى مَالِى إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বান্দাগণ বলে, আমার মাল আমার মাল। অথচ তিনটই হল তার মাল, যা সে ভক্ষণ করল এবং শেষ করে দিল। অথবা যা সে পরিধান করল এবং পুরাতন করে দিল। কিংবা যা সে দান করল এবং সঞ্চয় করল। এ ছাড়া বাকীগুলো শেষ হয়ে যাবে এবং মানুষের জন্য রেখে যেতে হবে'।[২৫]

عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ جُعِلَ مَثَلاً لِلدُّنْيَا وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يَصِيرُ-

উবাই ইবনু কা'ব হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পৃথিবীকে মানুষের খাদ্য-দ্রব্যের শেষ অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর নিশ্চয় এর মসলা ও লবন, লক্ষ্য কর এগুলো কোথায় যায়'।[২৬] অত্র হাদীছে দুনিয়াকে মানুষের মূল্যহীন দূর্গন্ধময় মল-মূত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلاَبِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: يَا ضَحَّاكُ، مَا طَعَامُكَ؟. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ. قَالَ : ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا . قَالَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ. قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَثَلاً لِلدُّنْيَا-

জাহ্হাক বিন সুফিয়ান কেলাবী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, হে জাহ্হাক! তোমার খাদ্য কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! গোশত এবং দুধ। তিনি বললেন, এগুলো কোথায় যায়? তিনি বললেন, তা কোথায় যায় আপনি ভালোভাবেই জানেন। তখন তিনি বললেন, মানুষের গুহ্যদ্বার দিয়ে যা বের হয় তার সাথে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার তুলনা করেছেন'।[২৭]

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَكُمْ طَعَامٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتُنَظِّفُونَ وَتَطْبُخُونَ وَتُقَرِّحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَتَفْعَلُونَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَلَكُمْ شَرَابٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتُبَرِّدُونَ، وَتُنَظِّفُونَ، وَتُقَرِّحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَيْنَ مَعَادُهُمَا؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ مَعَادَهُمَا كَمَعَادِ الدُّنْيَا، يَقُومُ أَحَدُكُمْ خَلْفَ بَيْتِهِ فَيُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنْ نَتَنِ رِيحِهِ-

সালমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদল লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের খাদ্য রয়েছে? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা সেগুলো পরিষ্কার কর, মসলা দিয়ে রান্না করে সুস্বাদু কর? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা এমনটি কর। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের পানীয় রয়েছে, তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা তা ঠান্ডা কর, পরিষ্কার ও সুস্বাদু কর। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ দুটোর শেষ পরিণাম কী? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, এ দুটোর গন্তব্যস্থানকে পৃথিবীর গন্তব্যস্থলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। একজন ব্যক্তি পায়খানা করার পর এর গন্ধের আশঙ্কায় নাকে কাপড় ধরে'।[২৮] তিনি আরো বলেন,

إنّ اللّه تعالى جَعَلَ الدُّنْيا كُلها قَليلاً وما بَقِيَ منها إلاّ القَليلُ كالثَّغبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وبَقِيَ كَدَرُهُ-

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র দুনিয়াকে তুচ্ছ হিসাবে গণ্য করেছেন। আর এর অল্পই অবশিষ্ট রয়েছে। দুনিয়ায় যা অবশিষ্ট রয়েছে, তার উদাহরণ এরূপ যেমন একটি পুকুরের মধ্যে পানি সঞ্চিত হয়েছে। এর স্বচ্ছ পানি তো পান করা হয়েছে, আর নীচের ঘোলা পানি অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে'।[২৯]

অনেক মনীষী তার সাথীদের বলতেন, চল আমার সাথে, আমি তোমাদের দুনিয়া দেখাবো। তারপর তাদের তিনি পায়খানায় নিয়ে যেতেন আর বলতেন, দেখ তোমরা তোমাদের ফল-ফলাদি, গোস্ত, মাছ ও পোলাও কোরমার পরিণতি (উদ্দাতুস-সাবেরীন)।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِى قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ —

আনাস ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আখিরাত যার একমাত্র চিন্তা ও

---

২৪ . বুখারী হা/৬৪৩৮; মুসলিম হা/১০৪৯; মিশকাত হা/৫২৭৩।
২৫ . মুসলিম হা/২৯৫৯; মিশকাত হা/৫১৬৬।
২৬ . আহমাদ হা/২১২৭৭; ইবনু হিব্বান হা/৭০২; ছহীহাহ হা/৩৮২।
২৭ . আহমাদ হা/১৫৭৮৫; ছহীহাহ হা/৩৮২।
২৮ . মু'জামুল কাবীর হা/৩১১৯; ছহীহুত তারগীব হা/৩২৪১।
২৯ . বুখারী হা/২৯৬৪; ছহীহাহ হা/১৬২৫।

লক্ষ্য আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয়কে অভামুক্ত করে দেন এবং বিক্ষিপ্ত বিষয়াবলীকে সমাধান করে দেন এবং তার কাছে দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে আসে। পক্ষান্তরে যার চিন্তা ও লক্ষ্য হয় দুনিয়া আল্লাহ তা'আলা তার দু' চোখের সামনে অভাব তুলে ধরেন, তার সমস্যাগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দেন আর যতটুকু তার জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে এর অতিরিক্ত দুনিয়া সে পায় না'।[৩০]

عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِى سَقِيمَهُ الْمَاءَ-

কাতাদা ইবন নু'মান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি তাকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন যেমন তোমরা তোমাদের রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ'।[৩১]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত (স্বরূপ)'।[৩২] অর্থাৎ মুমিনদের হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয বিচার করে জীবন পরিচাললনা করতে হয়।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَوْ جَاءَ أَحَدَكُمْ فَسَأَلَهُ دِينَارًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَهُ دِرْهَمًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَهُ فِلْسًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ لَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، ذُو طِمْرَيْنِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ-

ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের কেউ কারো নিকট একটি দিনার প্রার্থনা করলে নাও দিতে পারে। একটি দিরহাম চাইলে নাও দিতে পারে। একটি মুদ্রা চাইলে নাও দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্র নিকট দু'টি ছিন্নবস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি যাকে ধর্তব্যে আনা হয় না, জান্নাত প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই তাকে দিবেন। সে কোন বিষয়ে আল্লাহ্র নামে শপথ করলে তিনি তা অবশ্যই পূর্ণ করেন (সে হবে জান্নাতের বাদশাহ)'।[৩৩]

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْمِى عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ فِى الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ-

মাহমূদ বিন লাবীদ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় মুমিন বান্দাকে দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে এমনভাবে রক্ষা করেন যেমনভাবে তোমরা তোমাদের রোগীদের ক্ষতির আশঙ্কায় খাবার ও পানি থেকে বিরত রাখো'।[৩৪]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ مِمَّا تَحْقِرُونَ وَتَنْفِلُونَ, يَزِيدُهُمَا هَذَا فِي عَمَلِهِ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) একটি নতুন কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, হালকা করে দু'রাক'আত ছালাত যাকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর ও নফল হিসাবে আদায় কর। এ দু'রাক'আত তার আমলে যোগ হবে। এ দু'রাক'আত ছালাত তার নিকট তোমাদের অবশিষ্ট দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম'।[৩৫]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا-

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)] হতে বর্ণিত। নবী (ছাঃ) বলেছেন, দু'জন লোভী ব্যক্তির পেট কখনো পরিতৃপ্তি লাভ করে না। একজন জ্ঞানপিপাসু লোক- ইলম দ্বারা তার পেট কখনো ভরে না। দ্বিতীয়জন হলো দুনিয়া পিপাসু- দুনিয়ার ব্যাপারে সেও কখনো পরিতৃপ্ত হয় না'।[৩৬]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا-

হযরত সাহল বিন সা'দ সাঈদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতের একটি চাবুক রাখার স্থান দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চাইতে উত্তম'।[৩৭]

[চলবে]

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

---

৩০ . তিরমিযী হা/২৪৬৫; ছহীহাহ হা/৯৪৯।
৩১ . তিরমিযী হা/২০৩৬; মিশকাত হা/৫২৫০; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৮০।
৩২ . মুসলিম হা/২৯৫৬; মিশকাত হা/৫১৫৮।
৩৩ . মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৫৪৮; ছহীহাহ হা/২৬৪৩।
৩৪ . আহমাদ হা/২৩৬৭৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৭৯।
৩৫ . মু'জামুল আওসাত্ব হা/৯২০; ছহীহাহ হা/১৩৮৮; ছহীহুত তারগীব হা/৩৯১।
৩৬ . হাকেম হা/৩১২; মিশকাত হা/২৬০; ছহীহুল জামে' হা/৬৬২৪।
৩৭ . বুখারী হা/৩২৫০; মিশকাত হা/৫৬১৩।

একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী

-এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

১৬. লজ্জাশীলতা :

বাংলা শব্দ লজ্জা, শরম-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Shame, Modesty আরবীতে حياء, خزء ইত্যাদি। পরিভাষায় আবুল কাশেম জুনাইদ (রহঃ) বলেন, লজ্জাশীলতা হলো, নে'মত লক্ষ্য করা এবং একই সাথে (তার কৃতজ্ঞতায়) ক্রুটি লক্ষ্য করা। এই দু'য়ের মাঝে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয় তাকেই লজ্জা বলে।

'লজ্জা' এমন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা মানুষকে নোংরামি বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করে। লজ্জা যাবতীয় কল্যাণ বয়ে আনে। পক্ষান্তরে 'নির্লজ্জতা' শুধু অকল্যাণই বয়ে আনে। একজন নির্লজ্জ ব্যক্তি যে কোন অপকর্ম বিনা দ্বিধায় করতে পারে। তাইতো সে পশুর সমতুল্য। কেননা, মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীর মধ্যে লজ্জাশীলতা প্রদায় করা হয়নি। তাই মানুষ যখনই লজ্জা ভুলে যায় তখনই সে পশুর মত আচরণ করে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী লজ্জাশীল ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ-

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, লজ্জা কল্যাণ ব্যতীত কিছুই বহন করে না'।[১] রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন,

الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ-

'লজ্জার সবটুকুই মঙ্গল'।।[২] উল্লেখ্য যে, গোপন কোন সমস্যায় ইসলামের সমাধান জানার ব্যাপারে লজ্জা করা উচিৎ নয়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ-

সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) এক আনছার ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। সে তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা ঈমানের অঙ্গ'।[৩] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ঈমানের সত্তর অথবা ষাট-এর অধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো, পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা'।[৪] হাদীছে আরো এসেছে,

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضى الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِى خِدْرِهَا-

আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) অন্তঃপুর বাসিনী কুমারীর চেয়ে বেশী লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোন জিনিসে অপসন্দ করতেন, আমরা তাঁর চেহারায় তা বুঝতে পারতাম'।[৫]

১৭. প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও অঙ্গীকার পালন করা :

বাংলায়, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, অঙ্গীকার এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো, Commitment, Promise, Pledge আরবীতে وعد عهد وفاء ইত্যাদি। সৃষ্টির সেরা মানুষ হ'তে হ'লে আমাদেরকে অবশ্যই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বদ্ধ পরিকর হ'তে হবে। যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে না, তার মধ্যে মুনাফিকির চিহ্ন রয়েছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا- 'আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৪)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ 'তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করার পর সেই অঙ্গীকার পূর্ণ কর' *(নাহল ১৬/৯১)*।

আল্লাহ তা'আলা মুসলামানদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির হিফাযত করে, কসম

---

১. *বুখারী হা/৬১১৭; মুসলিম হা/১৬৫; মিশকাত হা/৫০৭১।*
২. *মুসলিম হা/১৬৬; আবুদাঊদ হা/৪৭৯৬;।*
৩. *বুখারী হা/২৪; মুসলিম হা/১৬৩; আবুদাঊদ হা/৪৭৯৫; মিশকাত হা/৫০৭০।*
৪. *বুখারী হা/৯; মুসলিম হা/৫৮; মিশকাত হা/৫।*
৫. *বুখারী হা/৩৫৬২; মুসলিম হা/৬৭; মিশকাত হা/৫৮১৩।*

পুরা করে এবং তা ভঙ্গ না করে। এখানে আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার ভঙ্গ না করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর' *(মায়েদাহ ৫/১)।*

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) الْعُقُود-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, الْعُقُود দ্বারা ৬ টি বস্তু বুঝানো হয়েছে। যেমন- ১. আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা। ২. শপথ করা, চুক্তি করা। ৩. অংশীদারী সংক্রান্ত ওয়াদা। ৪. ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ওয়াদা। ৫. বিবাহ বন্ধন এবং ৬. কসম খাওয়া'।[৬]

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অত্যন্ত যরূরী একটি বিষয়। ব্যাপারে হাদীছে নববীতে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুনাফিকের আলামত হ'ল তিনটি। যথা- ১. কথা বললে মিথ্যা বলে ২. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং ৩. আমানত রাখা হলে তা খেয়ানত করে'।[৭]

মিশকাতে ছহীহ মুসলিমে বরাত দিয়ে এক বর্ণনায় এসেছে, যদিও সে ছিয়াম রাখে, ছালাত আদায় করে এবং ধারনা করে যে, সে একজন মুসলিম'।[৮] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهماعَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ-

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। আবার যার মধ্যে এগুলোর একটি স্বভাব থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব থেকে যাবে; যতক্ষণ না সে তা বর্জন করবে। (১) কথা বললে মিথ্যা বলবে। (২) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করবে (১) চুক্তি থাকলে ভঙ্গ করবে এবং (৪) ঝগড়া করলে গালি-গালাজ করবে'।[৯] হাদীছে আরো এসেছে,

৬. *ইবনে কাছীর ৬/৬৮৬।*

৭. *বুখারী হা/ ৩৩; মুসলিম হা/৫৯; তিরমিযী হা/২৬৩১।*

৮. *মিশকাত হা/৫৫।*

৯. *বুখারী হা/২৪৫৯;মুসলিম হা/৩১৭৮; তিরমিযী হা/২৬৩২।*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهم قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ ، قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا . فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا . فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِى كَذَا وَكَذَا ، فَحَثَى لِى حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِىَ خَمْسُمِائَةٍ ، وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا-

জাবের (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) আমাকে বললেন, বাহরাইন থেকে মাল এলে তোমাকে এতটা, এতটা এবং এতটা দেব। অতঃপর বাহরাইনের মাল আসার পূবেই নবী (ছাঃ) ইন্তেকাল করলেন। তারপর বাহরাইনের মাল এস গেলে আবু বকর (রাঃ) ঘোষণা করলেন, যার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর প্রাপ্য কোন প্রতিশ্রুতি অথবা ঋণ আছে, সে আমার নিকট আসুক। অতঃপর আমি তাঁর নিকটে এসে বললাম, নবী (ছাঃ) আমাকে এতটা মাল দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। অতঃপর তিনি আঁজলা ভরে আমাকে দিলেন। আমি গুনে পঁচিশ পেলাম। তারপর তিনি বললেন, এর অনুরুপ আরো নাও'।[১০]

১৮. তওবা করা :

মানুষ মাত্রই ভুল করে। এটাই স্বাভাবিক। তবে ঐ ভুলকারী উত্তম, যে ভুল করার পর বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয় এং মা প্রার্থন করে। যেমন- সৃষ্টির প্রথম মানুষ আদম ও হাওয়াকে (আঃ) ভুল করার কারণে জান্নাত হ'তে বের করে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তওবা করার কারণে তাঁকে পুনরায় জান্নাত নিয়ে যাওয়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রত্যেক পাপ হ'তে তওবা করা আবশ্যক । পাপ মূলত দুই প্রকার যথা : ১. আল্লাহ্র সাথে জড়িত পাপ। ২.বান্দার অধিকার সম্পর্কিত পাপ।

আল্লাহ্র সাথে জড়িত পাপের তওবা কবুলের শর্ত তিনটি যথা: ১. পাপ সম্পূর্ণরুপে বর্জন করতে হবে। ২. পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে। এবং ৩. ঐ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

বান্দার অধিকার সম্পর্কিত পাপের তওবা কবুলের শর্ত চারটি যেমন উপরোক্ত তিনটি এবং (৪) হকাদরের হক ফিরিয়ে দিতে হবে। অবৈধভাবে কারো কিছু নিয়ে থাকলে তা ফেরত দিতে হবে। কারো গীবত করে থাকলে তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে।

সুতরাং যদি তওবার মধ্যে উপরোক্ত একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে তবে সেই তওবা বিশুদ্ধ হবে না। এ ব্যাপারে কুরআন হাদীছ থেকে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হলো।

১০. *আহমাদ হা/১৪৩৪০; বুখারী হা/২২৯৬।*

মহান আল্লাহ বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*।

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ মুমিনদের বলেছেন যে, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর। আমার বাতলানো গুণাবলীর অধিকারী হয়ে যাও। অজ্ঞতার যুগে বদ অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ কর। তাহ'লেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর, বিশুদ্ধ তওবা' *(তাহরীম ৬৬/৮)*।

অর্থাৎ সত্য ও খাঁটি তওবা কর যার ফলে তোদের পূর্ববর্তী পাপরাশি মার্জনা করা হবে। আর তোমাদের মন্দ স্বভাব দূর হয়ে যাবে'।[১১] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ 'তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর কাছে তওবা কর' *(হূদ ১১/৩)*।

সম্মানিত পাঠক! এ পর্যায়ে আমরা হাদীছে নববীর দিকে দৃষ্টিপাত করব। দেখি সেখানে তওবা সম্পর্কে কি বর্ণনা করা হয়েছে।

أَبو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র কসম! আমি প্রত্যহ সত্তর বারের বেশী আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করি'।[১২] রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ-

'হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌র সমীপে তওবা কর ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা আমি প্রতিদিন একশত বার তওবা করি'।[১৩] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا-

১১. *ইবনু কাছীর ১৭/৫৭২ পৃঃ।*
১২. *বুখারী হা/৬৩০৭; মিশকাত হা/২৩২৩।*
১৩. *মুসলিম হা/৪২; মিশকাত হা/২৩২৫।*

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজ হাত রাতে প্রসারিত করেন, যেন দিনে পাপকারী রাতে তওবা করে। এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন, যেন রাতে পাপকারী দিনে তওবা করে। যে পর্যন্ত পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় না হয়, সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে'।[১৪] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন'।[১৫] হাদীছে আরো এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাহ্‌র তওবা সে পর্যন্ত কবুল করতেন, যে পর্যন্ত তার প্রাণ কণ্ঠগত না হয়'।[১৬]

অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِى أَرْضِ فَلاَةٍ —

আবু হামযাহ আনস বিন মালেক আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার তওবা করার জন্য ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী খুশি হন, যে তার উট জঙ্গলে হারিয়ে ফেলার পর পুনরায় ফিরে পায়'।[১৭] রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِى ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِى وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্‌র তওবায় তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশি হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোন মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আর খাদ্য ও পানীয় সব ওর

১৪. *মুসলিম হা/৩১; মিশকাত হা/২৩২৯।*
১৫. *মুসলিম হা/৪৩; মিশকাত হা/২৩৩১।*
১৬. *তিরমিযী হা/৩৫৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৩; মিশকাত হা/২৩৪৩।*
১৭. *বুখারী হা/৬৩০৯।*

Contents

পিঠের উপর থাকে। অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজি পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সামনে দাড়িয়ে যায় সে তার লাগাম ধরে খুশির চোটে বলে ওঠে, হে আল্লাহ্র তুমি আমার দাস, আর আমি তোমার প্রভু। সীমাহীন খুশির কারণে সে ভুল করে ফেলে'।[১৮] হাদীছে এসেছে,

عَنِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ-

আআস ইবনে মালেক (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি আদম সন্তানের সোনার একটি উপত্যকা হয় তবু সে চাইবে যে তার কাছে দু'টি উপত্যকা হোক। কবরের মাটিই একমাত্র তার মুখ পূর্ণ করতে পারবে। আর যে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করেন'।[১৯]

১৯. সালাম দেওয়া :

প্রিয় পাঠক! একজন আদর্শবান মানুষ কারো সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ করে তখন তাকে অভিবাদন জানায়। ইসলামের নিয়ম ও এটাই। আর ইসলামের অভিবাদন শুভেচ্ছা জানানোর নিয়ম হলো সালাম দেওয়া। সালাম দেওয়ার মাধ্যমে একজন লোক অন্য একজন লোকের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা সালামের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে অনুমতি না নিয়ে ও সালাম না দিয়ে প্রবেশ করনা। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর' *(নূর ২৪/২৭)*।

অত্র আয়াতে শরী'আতের আদব ভদ্রতার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। ঘোষণা করা হচ্ছে কারো বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা কর। অনুমতি পেলে প্রবেশ কর। প্রথমে সালাম বল। প্রথমবার অনুমতি প্রার্থনায় যদি অনুমতি না পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয়বার অনুমতি চাও। এবারও অনুমতি না পেলে তৃতীয়বার অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি তৃতীয়বারেও অনুমতি না দেওয়া হয় তাহলে ফিরে যাও। এটা তো গেল বাড়িতে প্রবেশের নিয়ম। এবার দেখুন! নিজের বাড়িতে প্রবেশ করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ-

'যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে অভিবাদন স্বরূপ, যা আল্লাহ্র নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নির্দেশ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(নূর ২৪/৬১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا 'যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরা তদপেক্ষা উত্তম অভিবাদন কর অথবা ওরই অনুরূপ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী' *(নিসা ৪/৮৬)*।

অতএব সালাম প্রদানকারীর অপেক্ষা উত্তম শব্দে উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব। সালাম প্রচারের ব্যাপারে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের সর্বোত্তম কাজ কী? তিনি বললেন, ক্ষুর্ধাতকে অন্নদান করবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে'।[২০] অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ، ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ ، تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ . فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ . فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ . فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন আদম (আঃ) সৃষ্টি করলেন তখন তাকে বললেন, তুমি যাও এবং ঐ যে ফেরেশতা মণ্ডলীর একটি দল বসে আছে, তাদেরকে সালাম পেশ কর। আর ওরা তোমার সালামের কি জবাব দিচ্ছে তা মন দিয়ে শুন। কেননা ওটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তান-সন্ততির সালামের রীতি সুতরাং তিনি তাদের বললেন, আস-সালামু 'আলাইকুম। তারা উত্তরে বললেন, আস সালামু আলাইকা ও রহমাতুল্লাহ। অতএব তারা ওয়া রহমাতুল্লাহ শব্দটা বেশী বললেন'।[২১] রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ.

'হে লোক সকল! তোমরা সালাম প্রচার কর, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ এবং লোকে যখন ঘুমিয়ে থাকে তোমরা তখন ছালাত পড়। তাহ'লে তোমরা

১৮. মুসলিম হা/৩; মিশকাত হা/২৩৩২।
১৯. বুখারী হা/৬৪৩৬; মুসলিম হা/১০৪৮; তিরমিযী হা/২৩৩৭।
২০. বুখারী হা/৬২৩৬; মুসলিম হা/৩৯; মিশকাত হা/৪৬২৯।
২১. বুখারী হা/৩৩২৬; মুসলিম হা/২৮৪১; মিশকাত হা/৪৬২৮।

Contents

নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২২] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا.أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ–

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না;যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা গড়ে উঠবে। আমি কী তোমাদের এমন একটা কাজ বলে দিবনা, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে লাগবে? (আর তা হলো) তোমরা আপোষের মধ্যে পরস্পরকে সালাম প্রদান কর'।[২৩] অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ.

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী (প্রিয়) মানুষ সে, যে প্রথমে সালাম প্রদান করে'।[২৪] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ–

২২. তিরমিযী হা/২৪৮৫; ইবনু মাজাহ হা/৩২৫১; মিশকাত হা/১৯০৭।
২৩. মুসলিম হা/৯৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৯২; মিশকাত হা/৪৬৩১।
২৪.আবু দাঊদ হা/৫১৯৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৮২।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আরোহী পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে, অল্পসংখ্যক লোক বেশী লোককে'।[২৫] হাদীছে আরো এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا لَقِىَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا–

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কেউ তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর যদি তাদের দু'জনের মাঝে গাছ বা দেয়াল বা পাথর আড়াল হয়, তারপর আবার সাক্ষাৎ হয়, তাহ'লে সে যেন আবার সালাম দেয়'।[২৬]

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, অনুমতির জন্য, পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য, কাউকে অভিবাদন বা শুভেচ্ছা জানানোর জন্য, সর্বপরি মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সালামের প্রচলন ঘটাতে হবে। এতে করে মনের হিংসা ও অহংকার দূরীভূত হবে ইনশাআল্লাহ।

[লেখক : সভাপতি, দিনাজপুর সাংগঠনিক যেলা]

২৫.বুখারী হা/৬২৩৩; মুসলিম হা/২১৬০; মিশকাত হা/৪৬৩২।
২৬.আবু দাঊদ হা/৫২০০; মিশকাত হা/৪৬৫০।

সোনামণি প্রতিভা
(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

আশূরায়ে মুহাররম : একটি পর্যালোচনা

- মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতের জন্য বান্দাদেরকে ফযীলত ও মর্যাদাপূর্ণ বহু মৌসুম উপহার দিয়েছেন, যেন এগুলোর সদ্ব্যবহার করে বান্দাগণ অল্পশ্রমে বিপুল ছওয়াব ও পুণ্যের অধিকারী হ'তে পারে। পবিত্র মুহাররম মাস এ রকমই একটি বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ মাস। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছে মুহাররম মাসকে যেমন বিশেষ তাৎপর্য, মর্যাদা ও ফযীলত দেওয়া হয়েছে, তেমনি এ মাসের ১০ তারিখ তথা 'আশূরা'র দিনটিকে আল্লাহ্র ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপলক্ষ হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। আর এই মাসটিকে ঘিরে আমাদের মুসলিম সমাজে বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরাক, ইরান, সিরিয়াতে অসংখ্য বিকৃত ইতিহাস ও শরী'আত বিরোধী আমল প্রচলিত আছে। আর কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ভ্রান্ত আমল ও আক্বীদার প্রচলন রয়েছে। অথচ আজ আমরা নাজাতে মূসা (আঃ)-এর সঠিক ইতিহাস হ'তে বহুদূরে চলে গেছি। নিম্নে আশুরায়ে মুহাররম করণীয় বর্জনীয় বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

আশুরায়ে মুহাররমের পরিচিতি ও মর্যাদা :

عشر শব্দ থেকে عاشـــوراء শব্দটি উৎসারিত যার অর্থ হলো দশম, বা দশমী ইত্যাদি।[১]

অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশম দিনকে আশূরা বলা হয়।[২]

محـــرم মানে হারামকৃত, নিষিদ্ধ, পবিত্র, আরবী ১ম মাস ইত্যাদি।[৩]

অর্থাৎ আশূরায়ে মুহাররম অর্থ আরবী ১ম মাসের দশম দিন বা দশ তারিখ।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ্র নিকট গণনার মাস বারটি। তার মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এ মাসসমূহে তোমরা নিজেদের মধ্যে অত্যাচার করো না' *(তওবা ৯/৩৬)*। মাস চারটি মুহাররম, রজব, যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ। মুসলিম সমাজে এই চারটি মাসের মর্যাদা অত্যধিক। এই মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন-খারাবী, ফেৎনা-ফাসাদ ইত্যাদি অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত থেকে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় দায়িত্ব। মুহাররম মাস একটি বরকতময় ও মর্যাদাবান মাস। মুহাররম মাসকে আইয়্যামে জাহিলিয়াতের সময়ও লোকেরা মর্যাদাবান মাস হিসাবে জ্ঞান করত। এমনকি এ মাসগুলোতে যদি তাদের পিতার হত্যাকারীর সাথে দেখাও হ'ত, তখনও কিছু বলত না। কেননা সমস্ত নবীর শরী'আতে উল্লেখিত চারটি মাস মর্যাদাবান ছিল, তার মধ্যে একটি হচ্ছে মুহাররম মাস। মূলত সকল মাসেই যুলুম নিষিদ্ধ। বিশেষভাবে চারটি মাসকে খাছ করা হয়েছে এবং এগুলো সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে 'হারাম মাস' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ মাস সমূহে পাপের পরিণতি অন্য মাসের চেয়ে ভয়াবহ এবং আমলে ছালেহ'র ছওয়াব অন্য সময়ের চেয়েও বেশী। সারসংক্ষেপে যে বিষয়গুলো এ মাসের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে তা হ'ল : (ক) বারটি মাসের মধ্যে এ মাসটি সর্বপ্রথম। (খ) এ মাসটিকে আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, বলা হয়েছে 'আল্লাহ্র মাস মুহাররম'। (গ) স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যে চারটি মাসকে সম্মানিত অভিহিত করেছেন তার মধ্যে মুহাররম একটি, যা এ মাসের গুরুত্ব প্রমাণ করে। (ঘ) হারাম মাসগুলোর সম্মানার্থে প্রাক ইসলামী যুগেও মুশরিকরা একে সম্মান করত। যা ইসলামের প্রথম দিকে ঠিক ছিল, কিন্তু তা পরবর্তিতে রহিত হ'লেও এ মাসের সম্মান করা বর্তমানেও জারী আছে। (ঙ) এ মাসের মধ্যে এমন একটি দিন আছে যাকে 'আশূরার দিন' বলা হয়। যে দিনটিতে ছিয়াম রাখলে বিগত এক বছরের পাপরাশি মোচন হয়।

কারবালার ঘটনা বনাম আশূরা :

৬০ হিজরীতে ইরাকবাসীদের নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, হুসাইন (রাঃ) ইয়াযীদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেননি।[৪] কুফার লোকেরা দলে দলে এসে তাকে কুফায় যেতে বলেন। এমনকি কূফার নেতাদের নিকট হ'তে প্রায় ১৫০ টি লিখিত চিঠি অনুরোধ পত্র তাঁর নিকটে পৌঁছে'।[৫] অথবা ৫ শতাধিক চিঠি পাঠানো হয়'।[৬] সত্যতা যাচাই করার জন্য তিনি তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে পাঠান। মুসলিম কূফায় গিয়ে পৌঁছালেন। গিয়ে দেখলেন, আসলেই কূফার লোকেরা হুসাইন (রাঃ)-কেই চাচ্ছে। লোকেরা মুসলিমের হাতেই হুসাইনের পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করেন, হানী বিন উরওয়ার

---

১. *'আল-মু'জামুল ওয়াফী' (আরবী-বাংলা), ড. মুহাম্মাদ ফযলুল রহমান রিয়াদ প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণ ৬৯৫ পৃঃ।*
২. *ঐ।*
৩. *ঐ, ৮৯৯ পৃঃ ।*
৪. *ঐ, ৮ পৃঃ ।*
৫. *আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ১ প্রকাশ: মার্চ-২০০৪, ৮ পৃঃ ।*
৬. *কারবালার প্রকৃত ঘটনা; ৮ পৃঃ ।*

ঘরে'।[৭] প্রায় ১২ থেকে ১৮ হাযার মানুষ বায়'আত গ্রহণ করেন'।[৮] মুসলিম বিন আকীল তাদের চাতুরতা বুঝতে না পেরে হুসাইনকে কূফার আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লিখেন। তিনি আকীলের কথার উপর ভিত্তি করে কূফার দিকে রওনা হ'লেন। যদিও তাকে কূফার যেতে জালীলুল ক্বদর ছাহাবীরা নিষেধ করেছিলেন। যেমন : আল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), জাবের (রাঃ), যুবায়ের (রাঃ), ইবনে জা'ফর (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীবৃন্দ'। [৯] কিন্তু তিনি সবাইকে নিরাশ করে দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ যা ফায়ছালা করবেন তাই হবে। এই জবার শুনে সবাই 'ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাই-হি রাজিঊন' বলে উঠলেন'।[১০]

হুসাইন (রাঃ)-এর আগমনের খবর শুনে কূফার গর্ভনর নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) জনগনকে ডেকে বিশৃংঙ্খলা না ঘটাতে উপদেশ দেন। ফলে কুচক্রীদের পরামর্শ ক্রমে তাকে গর্ভনর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। ঐদিকে ওবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ একই সাথে বছরা ও কূফার গর্ভনর পদে নিযুক্ত হয় ও মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করে। অতঃপর পথিমধ্যে হুসাইন (রাঃ) পরিস্থিতি অবগত হয়ে রাস্তা পরিবর্তন করেন এবং পথিমধ্যে ওবাইদুল্লাহ্র সেনাপতি তাঁর গতিপথ রোধ করে। তিনি ইবনে যিয়াদ এর নিকট ৩টি প্রস্তাব দিয়ে চিঠি লিখেন। ১. আমাকে সীমান্তের কোন এক স্থানে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার হোক ২. মদীনার ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক ৩. আমাকে ইয়াযীদের হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু ইয়াযীদের সৈন্যরা কোন প্রস্তাবই মেনে নিল না। যদিও সেনাপতি সা'দ বিন আবী ওয়াকক্বাছ উক্ত প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু কুটকৌশলী ওবাইদুল্লাহ মেনে নেননি এমনকি তার হাতে বায়'আত গ্রহণের নির্দেশ পাঠায়'।[১১] সঙ্গত কারণে হুসাইন(রাঃ) তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এমননি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে'।[১২] যদিও সেনাপতি হুর বিন ইয়াযীদ তার পক্ষ অবলম্বন করেন ও ইবনে যিয়াদের দু'জন সেন্যকে নিহত করেন। অতঃপর শাহাদাত বরণ করেন'।[১৩]

ত্বাবারনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন শক্রদের নিক্ষিপ্ত তীর এসে হুসাইন (রাঃ)-এর কোলে অশ্রিত শিশু পুত্রের বক্ষ ভেদ করল; তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি ফায়ছালা কর আমাদের এবং ঐ কওমের মধ্যে যারা আমাদের সাহায্যের নাম করে ডেকে এনে হত্যা করছে'।[১৪]

অতঃপর হুসাইন (রাঃ) স্বল্প সংখ্যক সেন্য নিয়ে বীবদর্পে তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন; অবশেষে নিকৃষ্ট এক ব্যক্তি হুসাইন (রাঃ)-কে বর্শা দিয়ে আঘাত করে ধরাশায়ী করে ফেলেন। তার নাম 'শিমার বিন যিন-যাওশান'।[১৫]

৬১ হিজরীতে ১০ই মুহাররম রাসূল (ছাঃ)- এর কনিষ্ঠ নাতি হুসাইন বিন আলী (রাঃ) শাহাদতের অমীয় সুধা পান করলেন'। এভাবেই ইবনে যিয়াদের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে এক কালো ইতিহাসের যবানীপাত হলো।

বর্তমানে আমরা দেখেছি প্রায় সর্ব মহল থেকে আশূরার মূল বিষয় বলে কারবালার ঘটনাকেই বুঝানো হচ্ছে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ্র দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সঠিক নয়। ইসলামের আগমনের পূর্বে আশূরা ছিল। যেমন আমরা হাদীছ দ্বারা জানতে পেরেছি। তখন মক্কার মুশরিকরা যেমন আশূরার ছিয়াম পালন করত তেমনি ইহুদীরা মূসা (আঃ)-এর বিজয়ের স্মরণে আশূরার ছিয়াম পালন করত। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আশূরার ছিয়াম পালন করেছেন জীবনের প্রতিটি বছর। তার ইন্তেকালের পর তার ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আশূরা পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের প্রায় ৫০ বছর পর হিজরী ৬১ সালে কারবালার ময়দানে জান্নাতী যুবকদের নেতা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রিয় নাতী সাইয়েদুনা হুসাইন (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য এটা একটা হৃদয় বিদারক ঘটনা। ঘটনাক্রমে এ মর্মান্তিক ইতিহাস উক্ত আশূরার দিন সংঘঠিত হয়েছিল।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও তার ছাহাবায়ে কেরাম যে আশূরা পালন করেছেন ও যে আশূরা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য রেখে গেছেন, তাতে কারবালার ঘটনার কোনই ভূমিকা ছিলনা। থাকার প্রশ্নই আসতে পারেনা। কারবালার এ দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ), আনাস বিন মালেক (রাঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ), সাহল বিন সা'আদ (রাঃ), যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ), সালামাতা ইবনুল আওকা (রাঃ) সহ বহু সংখ্যক ছাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন। তারা তাদের পরবর্তী লোকদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে অনেক বেশী ভালবাসতেন। তারা আশূরার দিনে কারবালার ঘটনার স্মরণে কোন কিছুর প্রচলন করেননি। মাতম, তাযিয়া মিছিল,

৭. ঐ, ৮ পৃঃ ।

৮. আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ১ প্রকাশ: মার্চ-২০০৪, ৮ পৃঃ ।

৯. ঐ, ১৪ পৃঃ ।

১০. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ -ইসমাঈল ইবনু কাছীর ৮/১৬২-১৬৩; তাহযীবুত তাহযীব-ইবনু হাজার আসক্বালানী ২/৩০৭ পৃঃ ।

১১. আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ১ প্রকাশ: মার্চ-২০০৪, ৮ পৃঃ ।

১২. ঐ ।

১৩. কারবালার প্রকৃত ঘটনা, পৃ : ১১ ।

১৪. ; তাহযীবুত তাহযীব-ইবনু হাজার আসক্বালানী ২/৩০৪ পৃঃ; আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ -ইসমাঈল ইবনু কাছীর ৮/১৯৯ পৃঃ ।

১৫. আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ১ প্রকাশ: মার্চ-২০০৪, ১৬পৃঃ ; কারবালার প্রকৃত ঘটনা, ১১পৃঃ ।

আলোচনা সভা কোন কিছুরই প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যেভাবে আশূরা পালন করেছেন তারা সেভাবেই তা অনুসরণ করেছেন। অতএব আমরা কারবালা কেন্দ্রীক যে আশূরা পালন করে থাকি, এ ধরণের আশূরা না রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পালন করেছেন, না তার ছাহাবায়ে কেরাম। যদি এ পদ্ধতিতে আশূরা পালন আল্লাহ্‌র রাসূলের মুহাব্বতের পরিচয় হয়ে থাকত, তাহ'লে এ সকল বিজ্ঞ ছাহাবাগণ তা পালন থেকে বিরত থাকতেন না, তারা সাহসী ছিলেন। তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। কিন্তু তারা তা করেননি। তাই যে সত্য কথাটি আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি তা হ'ল, আশূরার দিনে কারবালার ঘটনা স্মরণে যা কিছু করা হয় তাতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবাদের রেখে যাওয়া আশূরাকে ভুলিয়ে দিয়ে বিকৃত এক নতুন আশূরা প্রচলনের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কারবালার যুদ্ধ হয়েছিল ৬১ হিজরীতে। আর আশূরার ছিয়াম ইসলামে প্রবর্তন হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করার পর ২য় হিজরীতে। প্রাক ইসলামী যুগেও মুশরিকরা তা পালন করত যা ইতিপূর্বে ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তার কারণ ছিল, মূসা (আঃ) ফেরাউনের অত্যাচার হ'তে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আল্লাহ্‌র রহমতে বেঁচে ছিলেন তাই শুকরিয়া আদায় হেতু তিনি ছিয়াম রেখেছিলেন। কিন্তু শরুর সেই মহাসত্য ইতিহাসকে বর্জন করে পরবর্তীতে ৫৮ বছর পর ঘটনাচক্রে একই তারিখে কারবালার যুদ্ধে ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর মৃত্যুকে আশূরার ইতিহাস বলা হচ্ছে।

আশূরায়ে মুহাররমকে কেন্দ্র করে আমাদের নামধারী মুসলিম সমাজে বিশেষ করে শী'আদের মধ্যে অংসখ্য ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমল প্রচলিত আছে। বিশেষ করে আমরা যারা বাঙালী বাংলা সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন রচিত 'বিষাদ সিন্ধু' পড়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। অথচ এটি কোন নির্ভরযোগ্য ইসলামিক কোন গ্রন্থ নয় বরং একটি উপন্যাস মাত্র'।[১৬]

৩৫২ হিজরীতে শী'আ আমীর আহমাদ বিন বুইয়া দায়লামী ওরফে 'মুইযযুদ্দৌলা' ১০ই মুহাররমকে শোক দিবস ঘোষণা করেন। এই দিনে অফিস, আদালত বন্ধ রাখতে আদেশ প্রদান করেন, এমনকি মহিলাদের চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোক গাঁথা গেয়ে চলতে বাধ্য করে। শহরে-গ্রামে সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে আদেশ দেন। শী'আরা খুশী হয়ে এই আদেশ মেনে নেয়। কিন্তু ৩৫৩ হিজরীতে সুন্নীদের উপর দিবস পালনের আদেশ জারী করলে শী'আ-সুন্নীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায়। যারই ফলশ্রুতিতে আজ পর্যন্ত এই সংঘাত চলছে।

১৬. *'সোনামণি প্রতিভা' নভে-ডিসে -২০১৪, ১৪ পৃঃ, ।*

হুসাইন (রাঃ)-কে হত্যার জন্য কে দায়ী?

হুসাইন (রাঃ)-কে হত্যার জন্য অবশ্যই ইয়াযীদ দায়ী নয় বরং ওবাদুল্লাহ বিন যিয়াদই দায়ী। (আল্লাহই ভালো জানেন) হুসাইনের ভাষণই প্রমান বহন করে এর জন্য ইয়াযীদ নয় বরং ইরাকবাসীরাই দায়ী। তিনি বলেন, 'তোমরা কি পত্রের মাধ্যমে আমাকে এখানে আসতে আহ্বান করোনি? আমাকে সাহায্য করার ওয়াদা করোনি? অকল্যাণ হোক তোমাদের! যেই অস্ত্র দিয়ে আমরা ও তোমরা মিলে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। এখন সেই অস্ত্র তোমরা আমার বিরুদ্ধে চালাতে যাচ্ছ! মাছি যেমন উড়ে যায় তেমনি তোমরা আমার পক্ষের কৃত বায়'আত থেকে সরে যাচ্ছ! পোঁকা-মাকড়ের ন্যায় তোমরা উঠে যাচ্ছ এবং সকল ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করছ। ধ্বংস হোক এই উম্মতের তাগুতের দলেরা'।[১৭]

হুসাইনের এই ভাষণ কোন ভাবেই ইয়াযীদকে দায়ী করেননি। বরং ঘুরেফিরে ইরাকবাসীকেই দায়ী করা হয়েছে। অতঃপর হুসাইন (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করেন; 'হে আল্লাহ! আপনি যদি তাদের হায়াত দীর্ঘ করেন, তাহ'লে তাদের দলেন মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে দিন। তাদের দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে দিন। তাদের শাসকদের উপর কখনোই সন্তুষ্ট করবেন না। তারা আমাদের সাহায্য করবে বলে ডেকে এনেছে। অতঃপর আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা বশত হত্যার জন্য উদ্যত হয়েছে'।[১৮]

পরবর্তীতে তাদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দিয়েছিলো এমনকি ওবাইদুল্লাহকে নিকৃষ্টভাবে হত্যা করা হয়েছিল'।[১৯]

আর হুসাইন (রাঃ)-এর ছিন্ন মাথা যখন ইয়াযীদের সম্মুখে আনা হয়। তখন তিনি

আর হুসাইনের ছিন্ন মাথা যখন ইয়াযীদের সম্মুখে আনা হয়। তখন তিনি কেঁদে উঠে বলেছিলেন, 'ওবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ উপরে আল্লাহ পাক লা'নত করুন। আল্লাহ্‌র কসম যদি হুসাইনরে সাথে ওর রক্তের সম্পর্ক থাকত, তাহ'লে সে কিছুতেই হুসাইনকে হত্যা করত না। তিনি আরও বলেন, হুসাইনের খুন ছাড়াও আমি ইরাকবাসীকে আমার অনুগত্যে রাযী করাতে পারতাম'।[২০] এমনকি হুসাইনকে পরিবারের স্ত্রী কন্যা ও শিশুগণ ইয়াযীদের প্রসাদে প্রবেশ করলে প্রাসাদে কান্নার রোল পড়ে যায়। ইয়াযীদ তাঁদেরকে বিপুলভাবে সম্মানিত ও মূল্যবান হাদিয়া দিয়ে সম্মানে মদীনায় প্রেরণ করেন'।[২১]

অনেকেই বলে থাকে যে, ইয়াযীদ লম্পট, নারীভোগী ও হুসাইনের পরিবারের সাথে খারাপ আচরণ করেছে এগুলো ভিত্তিহীন কথা।

১৭. *আল-ইরশাদ নিলমুদীদ: ২৪১ পৃঃ।*
১৮. *ঐ ।*
১৯. *কারবালার প্রকৃত ঘটনা ২৬ পৃঃ ।*
২০. *ইবনু তাইমিয়াহ, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ ৩৫০ পৃঃ ।*
২১. *ঐ।*

Contents

ইয়াযীদের চরিত্র সম্পর্কে হুসাইন (রাঃ)-এর অন্যতম বৈমাত্রেয় ছোট ভাই শী'আদের খ্যাতনামা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, 'আমি তার ইয়াযীদ এর মধ্যে ঐ সব বিষয় দেখিনি, যেসবের কথা তোমরা বলছো। অথচ আমি তাঁর নিকটে হাযির থেকেছি ও অবস্থান করেছি এবং তাকে নিয়মিত ভাবে ছালাতে অভ্যস্ত ও কল্যানের আকাংখা দেখেছি। তিনি ফিহক্ব বিষয়ে আলোচনা করতেন আর সুন্নাতের পাবন্দ'।[২২]

এমনকি তার পিতা মু'আবিয়া (রাঃ) হুসাইনের (রাঃ) সম্পর্কে অছীঅত করে বলেছিলেন; 'যদি তিনি (হুসাইন) তোমার বিরুদ্ধে উত্থান করেন ও তুমি তার উপরে বিজয়ী হও, তাহ'লে তাকে তুমি ক্ষমা করে দিও। কারণ তার রয়েছে রক্তের সম্পর্ক, যা অতুলনীয় এবং রয়েছে মহান অধিকার'।[২৩]

মূলকথা মু'আবিয়া (রাঃ) ইয়াযীদ ও বিভিন্ন ঐতিহাসিকের কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুসাইনের হত্যার জন্য প্রত্যক্ষভাবে ইয়াযীদ দায়ী ছিলেন না।

মু'আবিয়া (রাঃ) ও ইয়াযীদ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষৎ বাণী :

সমুদ্র অভিযান এবং রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলি বিজয়ের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন : 'আমার উম্মাতের ১ম বাহিনী যারা সমুদ্র অভিযানে অংশ গ্রহন করবে, তারা জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিবে। অতঃপর তিনি বলেন, আমার উম্মতের ১ম সেনাবাহিনী যারা রোমকদের রাজধানী অভিযান করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে'।[২৪]

মুহাল্লাব বলেন, এই হাদীছের মধ্যে মু'আবিয়া (রাঃ) ও তাঁর পুত্র ইয়াযীদের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)- এর খেলাফতকালে (২৩-৩৫) সিরিয়ায় গর্ভনর থাকাকালীন সময়ে মু'আবিয়া (রাঃ) ২৭ হিজরীতে রোমকদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অতঃপর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফত কালে (৪১-৬০ হি:) ৪৯ হিজরীতে মতান্তরে ৫১ হিজরীতে ইয়াযীদের নেতৃত্বে রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টনোপল বিজয়ের উদ্দেশ্যে ১ম যুদ্ধ অভিযান প্রেরিত হয়'।[২৫] ২৭ হিজরীতে মু'আবিয়া (রাঃ) রোমকদের 'ক্বাববাছ' জয় করেন ও ৫১ হিজরীতে ইয়াযীদ রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টনোপল জয় করেন'।[২৬] ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'ইয়াযীদের সোনাপতিত্বে পরিচালিত উক্তে যুদ্ধে স্বয়ং হুসাইন (রাঃ) সাধারণ সেনা হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন'।[২৭] এমনকি উক্ত যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস, ইবনু যুবায়ের, আবু আইয়ূব আনছারী প্রমুখ ছাহাবীগণ অংশ গ্রহণ

২২. *আল-বিদায়াহ: ৮/২৩৬ পৃঃ ।*
২৩. *তারীখে ইবনে খালদূন ৩/১৮ পৃঃ।*
২৪. *বুখারী, ১/৪০৯-১৫ পৃঃ (মীরাট-ভারত ছাপা -১৩১৮ হিঃ)।*
২৫. *ফাৎহুল বারী ৫/১২০-১২১ পৃঃ আশূরায়ে মুহাররম পৃঃ ১১।*
২৬. *আল-বিদায়াহ ৮/২৩২ পৃঃ।*
২৭. *ঐ, পৃঃ ৮/১৫৩।*

করেছিলেন'।[২৮] রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছগুলো দ্বারা মু'আবিয়া ও ইয়াযীদের ব্যাপারে কি বোঝা যায়?

কারবালা নিয়ে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্ত হওয়ার কারণসমূহ:

প্রথমত : ইলমী স্বল্পতা বিশেষকরে মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সর্ম্পককে না জানার ফলে মুসলিম সমাজে কারবালার হুসাইনের শাহাদাতকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশে তথা ভারত, পাকিস্তান বাংলাদেশে সরলমনা মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি প্রবেশ করেছে।

দ্বিতীয়ত: বিষাদসিন্ধুর কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন গল্প বাহিনীর কারণে। অর্থাৎ মীর মোশাররফের 'বিষাদ সিন্ধু' পড়ে অতি আবেগী হয়ে পড়ি।

তৃতীয়ত : আশূরায়ে মুহাররমকে কেন্দ্র করে সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয় ও সারা দেশে ছুটি পালিত হয় অর্থাৎ শোক পালন করা হয়।

চতুর্থত : ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে কারবালার হুসাইনের শাহাদাতের বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনা ও চিত্র উপস্থাপনা করা হয়। আর বুঝাতে চেষ্টা করা হয় ইয়াযীদ মালঊন আর হুসাইন মা'ছূম। আর তারা ভুলেও নাজাতে মূসার কথা উল্লেখ করে না।

পঞ্চমত : আমাদের দেশের শী'আদের সংখ্যা কম হ'লেও তারা বিভিন্নভাবে কৌশলে সরলমনা মানুষদের মাঝে তাদের বাতিল আক্বীদা প্রচার করে। আবার তারা মর্সিয়া, তা'যীয়া মিছিল, হুসাইনের প্রতীকী লাশ নিয়ে শোক মিছিল করে, শরীরে ছুরি দিয়ে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করে। শরীরে রক্তের মত লাল রং লাগিয়ে হায় হুসাইন, হায় হুসাইন করে চিৎকার করে এবং বুকে গালে চপেটাঘাত করে'।[২৯]

ষষ্ঠত : আমাদের একটি বৃহৎ অংশ যারা পীর-মুরীদী ব্যবসাতে বিশ্বাসী। তারাও শী'আদের সাথে সঙ্গ দেয়। আর তাইতো আশূরার দিনে মাজার-খানকাহ গুলো জমজমাট মেলা ও মানুষের ভীড় থাকে।

অষ্টমত ; হাসান ও হুসাইনের ফযীলতের অতি আবেগী: হাসান ও হুসাইন (রাঃ) দু'জনই রাসূল (ছাঃ) এর নাতী। তাদের ফযীলত বর্ণনা অনেক হাদীছ এসেছে। অনেকেই সেই হাদীছগুলো পড়ে অতি আবেগী হয়ে বাড়াবাড়ি করে।

বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন : আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি হাসানকে কাঁধে নিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি। সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো। আর যে তাকে ভাালোবাসে তুমিও তাকে ভালোবাস'।[৩০]

অন্যত্র বলেন, হাসান ও হুসাইন জান্নাত বাসী যুবকদের সর্দার হবেন'।[৩১]

২৮. *ইবনু কাছীর, তারীখ ৩/২২৭ পৃঃ ।*
২৯. *কারবালার প্রকৃত ঘটনা, ৩২-৩৩ পৃঃ।*
৩০. *বুখারী (তাওহীদ প্রকাশনী) হা/৩৭৪৯।*
৩১. *তিরমিযী হা/৩৭৮১; ছহীহাহ হা/৭৯৬।*

Contents

মুহাররম মাসের করণীয় :

মুহাররম মাসের করণীয় আমল মূলত আশূরার ছিয়াম পালন করা। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইয়াহুদীদেরকে আশূরার দিন ছিয়াম রাখতে দেখে প্রশ্ন করলেন, এটি কিসের ছিয়াম? তাঁর উত্তরে বলল, এটি একটি মহান দিন। এই দিনে আল্লাহ মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরা'উন ও তার লোকদের ডুবিয়ে ধ্বংস করেছিলেন। ফলে মুসা (আঃ) এই দিনে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে ছিয়াম রেখেছিলেন, তাই আমরাও এই দিন ছিয়াম রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ) এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন'।[৩২]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[৩৩] মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দানকালে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, 'আজ আশূরার দিন। এ দিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[৩৪] রাসূল (ছাঃ) ১০ই মুহাররমে ছিয়াম পালন করেছেন। ইহুদী ও নাছারারা শুধুমাত্র ১০ই মুহাররমকে সম্মান করত এবং ছিয়াম পালন করত। তাই রাসূল (ছাঃ) তাদের বিরোধিতা করার জন্য ঐ দিন সহ তার পূর্বের একদিন তথা ৯ মুহাররম ছিয়াম পালনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আশূরার ছিয়াম পালন করলেন এবং ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন, তখন ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ) কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ইহুদী ও নাছারাগণ এই দিনটিকে (১০ই মুহাররম) সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়' ।[৩৫]

অন্য হাদীছে ১০ই মুহাররম সহ পূর্বে একদিন অথবা পরে একদিন ছিয়াম পালনের কথা এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের বিরোধিতা কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৩৬] অত্র রেওয়ায়াতটি 'মারফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মওকূফ' হিসেবে 'ছহীহ'।[৩৭] ৯, ১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯ ও ১০ দু'দিন রাখাই উত্তম।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল আল্লাহ্র মাস মুহাররম মাসের ছিয়াম (অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম) এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত'।[৩৮] অন্য হাদীছে এসেছে, আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি আশা করি আশূরা বা ১০ই মুহররমের ছিয়াম আল্লাহ্র নিকট বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফ্রা হিসাবে গণ্য হবে'।[৩৯]

মুহাররম মাসের বর্জনীয় :

মুহাররম মাসে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার ও বিদ'আত :

---

৩২. মুসলিম হা/১১৩০।
৩৩. বুখারী হা/২০০২ ।
৩৪. বুখারী হা/২০০৩; মুসলিম হা/১১২৯ ।
৩৫. মুসলিম হা/১১৩৪; মিশকাত হা/২০৪১, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৩।
৩৬. বায়হাক্বী ৪র্থ খন্ড-, পৃঃ ২৮৭।
৩৭. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০।
৩৮. মুসলিম হা/১১৬৩, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।
৩৯. মুসলিম হা/১১৬২, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।

মুহাররম মাসে বিশেষ করে আশূরা উপলক্ষে মুসলিম বিশ্বের কিছু কিছু দেশে বিভিন্ন অপসংস্কৃতি, কুপ্রথা, শিরক ও বিদ'আতের প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। যা অধিকতর শী'আদের মধ্যে থেকে চলে এসেছে। এগুলো পরিত্যাজ্য, নাজায়েয, ইসলাম সমর্থিত নয়। আমাদের এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। যার কিছু নমুনা দেওয়া হ'ল :

(১) এ মাসকে শোক, মাতম, দুশ্চিন্তা ও দুঃখের মাস বলা হয়। (২) নারীরা সৌন্দর্যচর্চা থেকে বিরত থাকে। (৩) এ মাসে জন্মগ্রহণকারী সন্তানকে দুর্ভাগা মনে করা হয়। (৪) এ মাসের প্রথম দিন থেকে বাড়ি পরিস্কার করা হয় এবং বানেয়াট নতুন নতুন ইবাদত করা হয়। (৫) কারবালার কারণে আশূরার মর্যাদা মনে করা হয়। (৬) শাহাদতে হুসাইনের শোক পালনের উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করা। (৭) চোখে সুরমা লাগানো। (৮) ১০ই মুহাররমে বিশেষ ফযীলতের আশায় বিশেষ পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করা। (৯) হুসাইনের নামে ভুয়া কবর বানিয়ে তা'যিয়া বা শোক মিছিল বের করা। (১০) ওই কবরে হুসাইনের রূহ আসে বলে বিশ্বাস করা, সালাম করা, সেখানে মাথা নত করা, সিজদা করা এবং তাঁর কাছে কিছু চাওয়া। (১১) মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা। (১২) হায় হোসেন! হায় হোসেন! বলে মাতম করা। (১৩) রক্তের নামে লাল রঙ ছিটানো। (১৪) লাঠি, তীর, বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেয়া। (১৫) হুসাইনের নামে কেক বানিয়ে বরকতের কেক বলে চালানো। (১৬) হুসাইনের নামে মোরগ ছেড়ে দিয়ে বরকতের মোরগ বলে চালানো। (১৭) কালো ব্যাজ ধারণ করা। (১৮) এ মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করা। (১৯) এ দিনে পানি পান ও শিশুদের দুধ পান অন্যায় মনে করা। (২০) উগ্র শী'আরা 'ইমাম বাড়া'তে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নামে বকরি বেঁধে লাঠিপেটা করে আনন্দ করা। (২১) আয়েশা (রাঃ) সহ আরো বড় বড় ছাহাবীদের গালি দেয়া। (২২) অনেক সেমিনারে আশূরাকে মানে কারবালা মনে করা ও হুসাইনকে 'মা'ছূম' এবং ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করা, যা সত্য থেকে বহু দূরে। (২৩) বুকে ব্লেড মেরে রক্ত বের করা। (২৪) এ দিনে কবর জিয়ারত করা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ভুয়া কবর জিয়ারত করা শিরক, শোক করা, শোক মিছিল করা ইসলামে হারাম এবং ছাহাবীদের গালি দেওয়া কাবীরা গুনাহ।

আশূরা সম্পর্কিত কতিপয় বিভ্রান্তি :

১০ই মুহাররমের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে –

(১) এ দিনে আসমান-যমীন সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। (২) এ দিনে আল্লাহ রব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। (৩) এ দিনে আরশ, কুরসী এবং লাওহে মাহফুয সৃষ্টি হয়। (৪) এ দিনে আদম (আঃ) কে সৃষ্টি ও পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয় এবং এ দিনে হাওয়ার মিলন হয়। (৫) নূহ (আঃ)-এর সময় প্লাবন হয় এবং নূহ (আঃ) এ দিনে মুক্তি পান। (৬) এ দিনে আল্লাহ তা'য়ালা ঈসা (আঃ) কে ঊর্দ্ধাকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। (৭) এ দিনে আইয়ূব (আঃ) দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্ত ও সুস্থতা লাভ করেছিলেন। (৮) এ দিনে মূসা (আঃ) তাওরাত লাভের জন্য তূর পাহাড়ে যান। (৯) এ দিনে ইবরাহীম (আঃ) নমরুদের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করেন। (১০) এ দিনে ইয়াকুব (আঃ) দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান ও ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে মিলিত হন। (১১) এ দিনে সুলাইমান (আঃ) রাজত্ব ফিরে পান। (১২) এ দিনে ইদরীস (আঃ) কে আকাশে তুলে নেয়া হয়। (১৩) এ দিনে ইউনুস (আঃ) মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভ করেন। (১৪) এ দিনে আসিয়া মূসাকে লালনের ভার গ্রহণ করেন। (১৫) এ দিনে দাঊদ (আঃ)-এর তওবা কবুল হয়েছিল। (১৬) এ দিনে কাবাঘর নির্মাণ হয়েছিল। (১৭) এ দিনে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি হয়েছিল। (১৮) এ দিনে দাঊদ (আঃ) জালূতকে হত্যা করেন। (১৯) এ দিনে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। ইত্যাদি আরও কত কিছু প্রচলিত রয়েছে যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক তথ্য নয়।[৪০]

কারবালা, কিছু জাল-যঈফ হাদীছ :

(ক) জাল হাদীছ :

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, [দীর্ঘ জাল হাদীছ] নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের প্রতি বছরে একটি ছিয়াম ফরয করেছিলেন সেটি হ'ল আশূরার দিন। ইহা মুহাররমের দশ তারিখ। এ দিনে তোমরা ছিয়াম রাখ এবং পরিবারের জন্য খানাপিনায় পর্যাপ্ততা ঘটাও; কারণ যে এ দিনে নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি খাদ্যে প্রশস্ত করবে আল্লাহ তা'আলা তার সারা বছরে প্রাচুর্যতা দান করবেন। এটি এমন দিন যে দিনে আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল করে তাকে শফিউল্লাহ বানিয়েছেন, এ দিনে ইদ্রিস (আঃ) কে উঁচু স্থানে উঠিয়েছেন, নূহ (আঃ) কে কিশতী হতে বের করেন, ইবরাহীম (আঃ) কে নমরুদের আগুন থেকে নিস্কৃতি দেন, মূসা (আঃ) এর প্রতি এ দিনে তাওরাত নাজিল করেন, ইউসুফ (আঃ) কে জেলখানা হতে বের করেন, এ দিনে ইয়াকুব (আঃ)-এর চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, এ দিনে আইয়ূব (আঃ)-এর বিপদ দূর করেন, ইউনুস (আঃ) কে মাছের পেট থেকে বের করেন, এ দিনে বনী ইসরাঈলদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেন, এ দিনে দাঊদ (আঃ) কে মাফ করেন এবং সুলাইমান (আঃ) কে বাদশাহী দান করেন,

৪০. আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, বইটি দেখুন- লেখক ।

এ দিনেই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগের-পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। ইহাই প্রথম দিন যে দিনে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, এ আশূরার দিনে আসমান থেকে সর্বপ্রথম বৃষ্টি নাজিল হয়, আশূরার দিনে সর্বপ্রথম রহমত নাজিল হয়। অতএব, যে আশূরার দিন ছিয়াম রাখবে সে যেন সারা বছর ছিয়াম রাখল। আর ইহা হ'ল সমস্ত নবীদের ছিয়াম । যে আশূরার রাত্রি ইবাদতের মাধ্যমে জাগবে সে যেন সাত আসমানবাসীর ন্যায় ইবাদত করল। আর যে এ রাতে চার রাকাত ছালাত আদায় করবে, যার প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা একবার ও সূরা ইখলাছ একান্নবার তার পঞ্চাশ বছরের পাপসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। যে আশূরা দিনে কাউকে পানি পান করাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে রোজ ক্বিয়ামতের দিন এমন পানি পান করাবেন যার পরে তার কখনো পিপাসা লাগবে না এবং সে যেন এক চোখের পলকও আল্লাহ্‌র নাফরমানি করেনি বলে বিবেচিত হবে। যে এ দিনে দান-খায়রাত করবে সে যেন কখনো কোন ভি ক্ষুককে ফেরত দেয়নি। আর যে এ দিনে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে সে মৃত্যু ছাড়া এ বছরে আর কোন রোগে আক্রান্ত হবে না। যে এ দিনে ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাবে সে যেন বনী আদমের সমস্ত ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাবে। আর যে আশূরার দিনে কোন রোগী পরিদর্শন করল, সে যেন সকল বনী আদমের রোগীদের পরিদর্শন করল। এ দিনেই আল্লাহ তা'আলা আরশ, লাওহে মাহফূয ও কলম সৃষ্টি করেছেন। এ দিনেই আল্লাহ তা'আলা জিবরীল (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন, ঈসা (আঃ) কে আসমানে উঠিয়েছেন এবং এ দিনেই ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে'।[৪১]

২. নূহ (আঃ) এর কিশতী ছয় মাস চলার পর আশূরার দিন জূদী পাহাড়ে পৌঁছে। সেদিন নূহ (আঃ) ও তাঁর সাথে যারা ছিল এবং জীবজন্তু আল্লাহ্‌র শুকরিয়ার জন্য ছিয়াম রাখে'।[৪২]

৩. যে ব্যক্তি আশূরার দিনে চোখে সুরমা লাগাবে, সে বছর তার চোখ উঠবে না (চূড়ান্ত প্রদাহে আক্রান্ত হবে না) আর যে আশূরার দিনে গোসল করবে সে বছর তার কোন অসুখ হবে না'।[৪৩]

৪. যে আরাফাতের দিন ছিয়াম রাখবে তার জন্য দুই বছরের গুনাহ মাফের কাফফ্‌রা হবে। আর যে মুহাররম মাসের একদিন ছিয়াম রাখবে তার জন্য প্রতি দিনের ত্রিশ দিনে ছওয়াব মিলবে'।[৪৪]

৫. কল্যাণকর কাজ হ'ল: ঈদুল আযহা, ঈদুল ফিতর, শবেবরাত ও আশূরার রাত্রি জাগা'।[৪৫]

(খ) যঈফ হাদীছসমূহ :

১. আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং এক দিন আগে ও এক দিন পরে ছিয়াম রেখে ইহুদীদের বিপরীত কর'।[৪৬]

২. 'আশূরার দিন ছিয়াম রাখ; কারণ এ দিনে সমস্ত নবী ছিয়াম রেখেছেন'।[৪৭]

৩. 'আশূরা তোমাদের পূর্বের সকল নবীর ঈদের দিন। অতএব, তোমরা সেদিন ছিয়াম রাখ' ।[৪৮]

৪. 'আশূরা হলো নবম দিন' ।[৪৯]

৫. 'আশূরার দিনে যে পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খানাপিনার ব্যবস্থা করবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা সারা বছরে স্বচ্ছলতা দান করবেন' ।[৫০]

৬. তোমাদের কেউ এ দিনে ছিয়াম রেখেছ? তাঁরা (ছাহাবাগণ) বললেন: না, তিনি বললেন: তোমাদের দিনের বাকি সময় ছিয়াম পূর্ণ কর এবং কাযা করবে। অর্থাৎ আশূরার দিন এভাবে বর্ণনা মুনকার।'[৫১]

৭. নবী (ছাঃ) এ দিনের গুরুত্ব দিতেন এবং তাঁর ও ফাতেমার দুগ্ধপোষ্যদের ডেকে তাদের মুখে তাঁর থুথু মোবারক দিয়ে দিতেন। আর তাদের মাতাদেরকে রাত্রি পর্যন্ত তাদের দুধ না পান করানোর জন্য নির্দেশ করতেন' হাদীছটি যঈফ।[৫২]

৮. যদি তুমি রামাযানের পর কোন পুরো মাস ছিয়াম রাখতে চাও, তাহ'লে মুহাররম মাসের রাখ; কারণ ইহা আল্লাহ্‌র মাস, যাতে আল্লাহ তা'আলা এক জাতির তওবা কবুল করেছেন এবং অন্যান্য জাতির তওবা কবুল করবেন'।[৫৩]

উপসংহার : কারবালার শাহাদাতে হুসাইন সত্যিই খুবই মর্মান্তিক ও মর্মস্পর্শী ঘটনা। সকল মুমিন অন্তরই ব্যথিত। তবে এ উপলক্ষে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি করা যাবে না। শুধুমাত্র নাজাতে মূসা (আঃ)-এর নিয়তেই দু'দিন ছিয়াম পালন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহান হোন- আমীন।

[লেখক : রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ]

---

৪১. ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২৫/২২০-৩০০।
৪২. সিলসিলা যঈফাহ-আলবানী: ১১ খ- দ্র:।
৪৩. ছহীহ ও যঈফুল জামে‘ হা/৫৪৬৭; সিলসিলা যঈফাহ ২/৮৯।
৪৪. আল-মাওযুআত: ২/১০৯, তানজিহুশ শারী‘আহ:২/১৫০ ও ছিয়ামু ইয়াওমে আশূরা পৃ: ১৬৮-১৭১।
৪৫. মীযানুল ই‘তিদাল-ইবনে হাজার: ২/৩৯৪, ৪৬৪।
৪৬. যঈফুল জামে‘-আলবানী হা/৩৫০৬।
৪৭. যঈফুল জামে‘-আলবানী হা/৩৫০৭।
৪৮. যঈফুল জামে‘-আলবানী হা/৩৬৭০।
৪৯. যঈফুল জামে’-আলবানী হা/৩৫৭১ ।
৫০. যঈফুল জামে’-আলবানী হা/৫৮৭৩।
৫১. সিলসিলা যঈফাহ-আলবানী হা/৫২০১।
৫২. ইবনু খুযায়মা হা/২০৮৯।
৫৩. যঈফ সুনানে তিরমিযী-আলবানী হা/১২০।

Contents

পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায়

-মফীযুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

পরকালীন জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা :

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (ছাঃ) বলেছেন, اللهم لا عيش إلا عيش الآخره– 'হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন'।[১] মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ–

'এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালীন জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো' *(আনকাবুত ২৯/৬৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى– 'আখেরাত হলো উত্তম ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৭)*। আল্লাহ আরো বলেন, لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ– 'সেখানে তাদেরকে কোনরূপ বিষণ্ণতা স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখানে থেকে বহিষ্কৃত ও হবে না' *(হিজর ১৫/৪৮)*। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ভোগ বিলাস) অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, আখেরাতকে সে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যে আখেরাতের পাথেয় অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, সে দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতএব তোমরা চিরস্থায়ী আখেরাতের জন্য ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত কর'।[২] আখেরাতের সুখ-সম্ভার দুনিয়ার চাইতে কত উত্তম! সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ–

'কেউ জানে না তার কর্মের প্রতিদান হিসাবে কী কী চক্ষু শীতলকারী বস্তু তাদের জন্য লুকিয়ে আছে' *(সাজদাহ ৩২/১৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ–

'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন সুখ-সম্ভার প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং মানুষের অন্তর কখনো কল্পনা করেনি'।[৩]

মহান আল্লাহ বলেন, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 'তোমরা দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর' *(মায়েদা ৫/৪৮)*। আর তা হ'ল জান্নাতের নায-নেয়ামত। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, - وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ 'প্রতিযোগীরা এটা লাভের প্রতিযোগিতা করুক' *(মুতাফফিফীন ৮৩/২৬)*।

হায়াত থাকতে কল্যাণের পথে ধাবিত হওয়া :

মহান আল্লাহ আমাদের এ কথা জানিয়ে বলেন,

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ– فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ–

'তারা বলবে, (হায় আফসোস!) আমরা যদি শুনতাম অথবা বুঝতাম তাহ'লে আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাশিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না। তারা তাদের অপরাধ শিকার করবে। অতএব দূর হোক জাহান্নামের অধিবাসীরা ! *(মুলক ৬৭/১০-১১)*। তিনি আরও বলেন,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ – وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ–

'অতঃপর কেউ অণুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণুপরিমাণ অসৎকর্ম করলেও তা দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন,

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا–

'যেদিন প্রত্যেকে চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে যেসব ভাল কাজ সে করেছে এবং যা কিছু মন্দ কাজ সে করেছিল। সেদিন সে কামনা করবে, যদি এইসব কর্মের ও তার মধ্যকার ব্যবধান অনেক দূরের হতো' *(আলে ইমরান ৩/৩০)*। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ–

---

১. *বুখারী হা/২৮৩৪; মুসলিম হা/১৮০৫; তিরমিযী হা/৩৮৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৭৪২; আহমাদ হা/ ১১৭৬৮।*

২. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৮৭; মিশকাত হা/৫১৭৯।*

৩. *বুখারী হা/৭৪৯৮; মুসলিম হা/২৮২৪; মিশকাত হা/৬৫১২। মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা,' পৃ. ২৪৮-২৪৯।*

Contents

'তুমি যদি দেখতে যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে (আর বলবে), হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, কাজেই আমাদেরকে (দুনিয়াতে) আবার পাঠিয়ে দাও, আমরা ভাল-কল্যাণমূলক কাজ করব, আমরা এখন দৃঢ় বিশ্বাসী' *(সাজদাহ ৩২/১২)।* এ মর্মে আরও একটি বাণী স্মরণীয়,

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ–

'সেখানে তারা চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা কল্যাণকর কাজ করব, আমরা যে কাজ করতাম তা করব না, আমি কি তোমাদেরকে এতটা সময় দেইনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতে? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। কাজেই শাস্তি ভোগ কর। যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(ফাতির ৩৫/৩৭)।*

অন্যত্র কুরআন উপদেশ দিচ্ছে-

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ-

'তুমি ঘোষণা করে দাও, নিশ্চয়ই আমার প্রভু হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতা, পাপকর্ম ও অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ' *(আ'রাফ ৭/৩৩)।* আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, (আল্লাহ তা'আলা) حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'হারাম করেছেন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতাকে'।[৪]

পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করা :

জীবনের সাথে সংশিস্নষ্ট বহু বৈধ-অবৈধ বিষয় মানুষ জানতে পারে ইসলামের বিধি-বিধান জানার মাধ্যমে। ইসলাম-ই মানবতার একমাত্র সমাধান। তাই আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ–

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)।* ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় জীবনে ইসলামের বিধি-বিধানের পুরাপুরি অনুসরণ করতে হবে।

একনিষ্ঠ মনে ছালাত আদায় :

ছালাত এমন এক ইবাদত যা আদায় করা ব্যতীত মানুষ মুসলমান থাকতে না। ছালাতই পারে মানুষকে প্রকৃত মুসলিম বানাতে, শান্তি ও সকল প্রকার পর্ণোগ্রাফীর, অশ্লীলতা, নোংরামি থেকে হিফাযত করতে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'নিশ্চয়ই ছালাত সকল অশস্নীলত ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)।* জুন্দুব ইবনু সুফয়ান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِى ذِمَّةِ اللَّهِ 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত আদায় করল, সে আল্লাহ্‌র জামানত লাভ করল'।[৫] অনুরূপভাবে একানিষ্ঠভাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করার মাধ্যমে মানুষ শয়তানের যাবতীয় নোংরামি, অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পাবে। তাই ছালাত আদায়ে ব্রতী হওয়া যরূরী।

ধৈর্য ধারণ করা :

মহানবী (ছাঃ) বলেন, الصَّبْرُ ضِيَاءٌ 'ধৈর্য হ'ল আলো'।[৬]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্য ধারনের প্রতিযোগিতা কর' *(আলে-ইমরান ৩/২০০)।* তাই পর্ণোগ্রাফীর নোংরামি থেকে নিজেকে পবিত্র রাখতে ঢের ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করতে হবে। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি উহা থেকে অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ, তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন। আর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম হ'তে পারে'।[৭] ধৈর্যশীল প্রিয় বন্ধু! সকল বিপদে সকল পাপাচারের নিজেকে সংযত করায় রয়েছে মহা পুরস্কার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى– فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى 'যে স্বীয় প্রতিপালকের সামানে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং খেয়াল খুশী হ'তে মনকে বিরত রাখে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার আবাসস্থল *(নাযি'আত ৭৯/৪০-৪১)।* অন্যত্র তিনি আরোও বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে' *(যুমার ৩৯/১০)।* সেই পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا 'আর

৪ .বুখারী হা/৬৮৪৬; মুসলিম হা/১৪৯৯।

৫. মুসলিম হা/ ৬৩৪; নাসাঈ হা/৪৭১; আবু দাউদ হা/৪২৭; আহমাদ ১৬৭৯।

৬. বুখারী হা/২২৩; মুসলিম হা/ ৩৫১৭; ইবনু মাজাহ হা/২৮০; আহমাদ হা/২২৩৯৫; দারেমী হা//৬৫৩।

৭. বুখারী হা/১৪৬৯; মুসলিম হা/১০৫৩; তিরমিযী হা/২০২৪ নাসাঈ/২৫৮৮।

তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতার বিনিময়ে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক' *(দাহর ৭৬/১২)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে হাজির হ'তে হবে এই ভয় রাখে (এবং সেই ভয়ে সকল নোংরামী, পাপ পঙ্কিলতা পরিহার করে) তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত' *(৫৫/৪৬)*। অতএব পরকালে জান্নাত পাওয়ার আশায় পর্ণোগ্রাফী দেখা থেকে মনকে পাথরের মতো শক্ত কর। আল্লাহকে বল,

رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ-

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বনের গুণে অভিষিক্ত কর আর তোমার প্রতি আত্মসমর্পিত অবস্থায় আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাও'। *(আ'রাফ ৭/১২৬)*।

আল্লাহকে লজ্জা করা :

মানুষ মানুষের সামনে, ক্যামেরার সামনে অশ্লীল কাজ করতে ভয় ও লজ্জা পায়। তার নোংরা কর্ম, অশ্লীল ভিডিও বিভিন্ন চ্যানেলে ও সামাজিক গণ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশ পাওয়াটা বড় লজ্জাকর মনে করে। তাই আল্লাহকে প্রকৃতভাবে লজ্জা করার মাধ্যমে অশ্লীলতা থেকে বাঁচা সম্ভব। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা কর। সকলে বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহকে লজ্জা করে থাকি। তিনি বললেন, না ঐরূপ নয়। আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে মাথা ও তার সংযুক্ত অন্যান্য অঙ্গ (জিহবা, চোখ এবং কান) কে (অবৈধ প্রয়োগ হ'তে) হিফাযত করবে; পেট ও তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ (লিঙ্গ হাত পা ও হৃদয়কে) কে তার অবাধ্যাচরণ ও হারাম হতে) হিফাযত করবে এবং মরণ ও তার পর হাড় মাটি হয়ে যাওয়ার কথা (সর্বদা) স্মরণে রাখবে। আর যে ব্যক্তি পরকাল পাওয়ার ইচ্ছা রাখে, সে ইহকালের সৌন্দর্য পরিহার করবে। যে ব্যক্তি এসব কিছু করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে যথাযথ ভাবে লজ্জা করে'।[৮] সাঈদ বিন ইয়াযীদ আযদী একদা নবী (ছাঃ)-কে বললেন, আপনি আমাকে অছীয়ত করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে অছীয়ত করছি যে, তুমি আল্লাহকে ঠিক সেইরূপ লজ্জা করবে, যেইরূপ লজ্জা করে থাক তোমার সম্প্রদায়ের নেক লোককে'।[৯]

মানুষকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না :

মুসলিম-অমুলিম সকল মানুষকে একথা মনে রাখতে হবে আল্লাহ এমনি এমনি আমাদের সৃষ্টি করেননি। আবার যথাযথ হিসাব-নিকাশ ছাড়া এমনি এমনি ছেড়ে দিবেন না। মহান আল্লাহ বলেন, أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى 'মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে। তাকে পুর্নজীবিত করা হবে না, আর বিচারের জন্য হাজির করাও হবে না? *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩৬)*। কখনো নয় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত বনী আদম এক পাও নড়তে পারবে না। তন্মধ্যে একটি হলো গোটা জীবন কোন পথে অতিবাহিত করেছে। আল্লাহ বলেন, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ- وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ 'সে দিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিবেনা। সে দিন তাঁর মত বাধন কেউ বাধতে পারবে না' *(ফাজর ৮৯/২৫-২৬)*।

আরশের ছায়া :

হাশরের ময়দানে পার্থিব জীবনের প্রতিফল লাভের জন্য সকল প্রাণি একত্রিত হবে। সেখানে আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়ায় স্থান না পেলে কঠিন দুর্দশায় পড়তে হবে। সেদিন সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়া লাভ করবে। তন্মধ্যে এক শ্রেণী হলো এমন সব ব্যক্তি যারা নোংরামি, অশ্লীলতা, ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সেদিন সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্‌র বিশেষ ছায়া স্থান পাবে। তন্মধ্যে এক শ্রেণী হ'ল, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ- 'এমন ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী ও অভিজাত নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য আহবান জানায়, তখন সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি'।[১০] অতএব যে ব্যক্তি পর্ণোর ড্রাগে আসক্ত না হয়ে আল্লাহ্‌র অনুগত হবে এবং ব্যভিচার থেকে দূরে থাকবে, আল্লাহ তাকে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন।

প্রতি রাক'আত ছালাতে যা বলছি তা অনুধাবন করা :

মুসলমানদের জান-মালের শত্রু হচ্ছে ইহুদী-খ্রিষ্টান। তাই তো মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ 'হে মুমিগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। চিরদিনই তারা ইসলাম ও মুসলমানদের পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার অপতৎপরতায় মেতে আছে। মারণাস্ত্রের প্রয়োগ ও তার হুমকি দিয়ে মুসলমানদেরকে দমিয়ে রেখেছে। বর্তমানে মুসলমানদেরকে ধবংস করার জন্য অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে নামে বেনামে মাদক দ্রব্য ও অশস্নীল পর্নোগ্রাফি। সুন্দরী নারীর নগ্ন-অর্ধনগ্ন ও সেক্স দৃশ্য তৈরি করে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে (জঙ্গি বিমানের মত) ঝাঁকে ঝাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছে মুসলিম বিশ্বে। ভাসমান পতিতায় পরিণত হচ্ছে গোটা বিশ্ব'।[১১] মুসলিম তুমি মনে রেখ। তোমার রব শিখিয়েছেন, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

৮. তিরমিযী হা/২০০০।
৯. সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/৭৪১।
১০. বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/ ১০১৩।
১১. প্রীতি প্রকাশনী, সপ্তম মুদ্রণ ক্রুসেড ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪।

وَلَا الضَّالِّينَ তাদের পথে পরিচালিত কর না, যারা অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ট' *(ফাতিহা ১/৭)*। অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পরিচয় তুলে ধরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, هم اليهود والنصارى-তারা হল ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান'।[১২] তবে হ্যাঁ নামধারী মুসলমানদের মধ্য থেকেও কেউ যদি তা তৈরি করে যুবসমাজ ধ্বংস করে সেও যে বড় পাপী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতি রাকাত ছালাতে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাঁচতে মহান আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করছি। ছালাত শেষে আবার তাদের তৈরিকৃত নোংরামিতে নিমগ্ন হচ্ছি। ছি-ছি! কত অসচেতন মুসলিম জাতি। তাই তাদের নোংরামি থেকে বাঁচার জন্য ছালাতে যা বলছি সে সম্বন্ধে গভীর অনুধাবনবোধ থাকা উচিত।

শয়তান থেকে রক্ষা পেতে কিছু আমল :

পর্ণোগ্রাফী জগতে শয়তানই মানুষকে অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ-

'হে ঈমনদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে সে তাকে নিলজ্জতা ও অপকর্মের নির্দেশ দেয়' *(নূর ২৪/২১)*। তাই শয়তানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য নিম্ন আমলগুলো করা যরূরী। বাসায় ঢোকার সময়, بِسْمِ اللَّهِ বলা; বের হওয়ার সময়,

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ-

দু'টি পাঠ করা। এছাড়া বাড়িতে সূরা বাক্বারা পাঠ করা বিশেষভাবে ঘুমানোর পূর্ব আয়তুল কুরসি পাঠ'।[১৩] সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইখলাছ, ফালাক, নাস তিন বার পাঠ করা।

জান্নাতী নারীদের রূপ-লাবণ্যের কথা স্মরণ রাখা :

যে নারীদের দিয়ে পর্ণোগ্রাফী তৈরি করা হচ্ছে তার চেয়ে জান্নাতী নারী কত সুন্দরী, কত নরম, কত তৃপ্তিদানকারী তা অবর্ণনীয়। তারা হবে চিরকুমারী, ষোড়শী, অনন্ত যৌবনা, সুনয়না, প্রবাল, পদ্মরাগ-সদৃশ, অফুরন্ত রূপসী। মহান আল্লাহ বলেন,

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ- كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ-

'তাদের সঙ্গে থাকবে সংযত নয়না, সতীসাধ্বী, ডাগর ডাগর সুন্দর চক্ষু বিশিষ্টা সুন্দরীরা। তারা যেন সযত্নে ঢেকে রাখা *ডিম' (আছ-ছফফাত ৩৭/ ৪৮, ৪৯)*।

রাসূলুল্লাহ ছাঃ বলেন, لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ يُرَى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَّرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ-

'তাদের প্রত্যেকের জন্য আয়তলোচনা হুরদের মধ্য থেকে দু'জন দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। বেশি সুন্দরী হওয়ার কারণে তাদের হাড় ও গোশতের উপর দিয়ে নলার ভেতরের মজ্জা দেখা যাবে'।[১৪]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ সকল রমণীদের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করে বলেন,

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا-

'যদি জান্নাতী কোন নারী দুনিয়াবাসীর দিকে তাকাত, তাহ'লে দুনিয়াতে যা আছে সব আলোকিত হয়ে যেত"।[১৫] হে পর্ণো মুভিতে আসক্ত বন্ধু! এমন সুন্দরী রমণী গ্রহণের প্রস্তুতি নাও, যে কখনো তোমাকে ছেড়ে পর্নো তারকাদের মত ডাটা বন্ধ করলে চলে যাবে না এবং সর্বদা তোমাকে সন্তুষ্ট করে রাখবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

'সেখানে থাকবে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী, তারা সেখানে (তাদের সাথে) চিরস্থায়ী থাকবে' *(বাকারাহ ২/ ২৫)*।

চিরস্থায়ী এসব স্ত্রীগণ গানের সুরে বলবে, 'আমরা সেই চিরস্থায়ী রমণী, যারা কখনই মারা যাব না; আমরা সেই নিরাপদ রমণী, যারা কখনো ভয় পাব না; আমরা সেই স্থায়ী বসবাসকারিণী, যারা কখনই চলে যাব না।'

তারা আরো বলবে, 'আমরা চিরদিন থাকব, কখনও ধ্বংস হব না; আমরা সর্বদা সুখে-স্বাচ্ছন্দে বসবাস করব, কখনও দুঃখ-দুশ্চিন্তায় পতিত হব না। অতএব চিরধন্য তিনি, যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যিনি।"

যথা সময়ে বিবাহ সম্পন্ন করা :

পর্ণোগ্রাফী থেকে বাঁচার অন্যতম পন্থা হলো শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে বিবাহ করা। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বিবাহ হলো যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী'।[১৬] মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا 'আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রীদিগকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছ থেকে শান্তি-তৃপ্তি লাভ কর' *(রূম ৩০/২১)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

---

১২. *তিরমিযী হা/২৯৫৪; ছহীহুন জামে হা/৮২০২।*

১৩. *মুসলিম হা/২০১৮; তিরমিযী হা/ ৩৪২২, ৩৪২৬; বুখারী হা/২৩১১; দারেমী হা/ ৩৪২৪।*

১৪. *বুখারী হা/ ৩৩২৭ ; মুসলিম হা/ ২৮৩৪, মিশকাত হা/ ৫৬১৯।*

১৫. *বুখারী হা/ ৬৫৬৮,৬১৯৯; কিতাবুল জিহাদ; হুরদের গুণাবলী, অনুচ্ছেদ, তিরমিযী হা/ ১৬৫১।*

১৬. *বুখারী হা/৫০৬৫।*

إنّ المَرْأَةَ إذا أقْبَلَتْ أقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطانٍ فإذا رَأَى أحدُكُمُ امْرَأَةً فأعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فإنَّ الذي مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا–

'মহিলা যখন সামনে আসে তখন শয়তানের আকৃতিতে আসে। তোমাদের কাউকে যখন কোন মহিলা মুগ্ধকরবে, তখন সে নিজ স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে মিলন করবে। কারণ তার কাছে যা আছে তার স্ত্রীর কাছেও তাই আছে'।[১৭] কাজেই বিবাহের মাধ্যমে এ নোংরামি থেকে বাঁচা সম্ভব।

তওবা করা :

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ–

'নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। তিনি আরো বলেন,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ–

'যারা কোন পাপ কাজ করে ফেললে কিংবা নিদেজদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ ব্যতীত গুনাহ সমূহের ক্ষমকারী কেই বা আছে এবং তারা জেনে শুনে নিজেদের (পাপ) কাজের পুনঃরাবৃত্তি করে *না' (আলে-ইমরান ৩/১৩৫)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উত্তম জীবন সামগ্রী ভোগ করতে দিবেন এবং প্রত্যেক মর্যাদাবান ব্যক্তিকে তার যথাযথ মর্যাদা দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহ'লে আমি তোমাদের জন্য কঠিন দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি' *(হূদ ১১/৩)*। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন,

قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِى يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِى بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِى لاَ تُشْرِكُ بِى شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً-

'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যখন তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, তখন আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান, তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক তাহ'লে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকটে উপস্থিত হব'।[১৮] আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 'তিনিই তাঁর দাসদের তওবা কবুল করেন এবং পাপ মোচন করেন। আর তোমরা যা কর, তিনি তা জানেন' *(শূরা ৪২/২৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নিজ হাত রাতে প্রসারিত করেন, যেন দিনে পাপকারী (রাতে) তওবা করে। এবং দিনে তার হাত প্রসারিত করেন, যেন রাতে পাপকারী (দিনে) তওবাহ করে। যে পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে, সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে'।[১৯] অন্যত্র তিনি বলেন, 'গোনাহ থেকে তওবাকারী সেই ব্যক্তির মতো যার কোন গোনাহ নেই'।[২০] তাই পর্ণোগ্রাফীর ড্রাগ থেকে বাঁচার জন্য খাঁটি তওবা করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ–

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর-খাঁটি তওবা। সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দিবেন। আর তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলছে ঝর্ণাধারা' *(তাহরীম ৬৬/৮)*। খাঁটি- আন্তরিকভাবে তাওবা মানে উক্ত পাপের কাজে আর ফিরে না যাওয়া।

প্রার্থনা করা :

মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ–

'তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর, তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব' *(গাফের ৪০/৬০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ–

---

১৭. *তিরমিযী হা/১১৫৮; সহীহা হা/২৩৫।*

১৮. *তিরমিযী হা/২৮০৫।*

১৯. *মুসলিম হা/৭১৬২৫।*

২০. *সহীহ তারাগীব হা/৩১৪৫; ইবনু মাজাহ হা/ ৪২৫০।*

‘বান্দা যখন কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যখন সে পাপ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেয় এবং আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তওবা করে তখন অন্তরের মরিচা ছাফ হয়ে যায়’।[২১]

অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার ফায়েদা :

মহান আল্লাহ বলেছেন,

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ-

‘যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে, ছোট ছোট অপরাধ করলে নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত’ *(নাজম ৫৩/৩২)*। অতএব অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ ছোট-খাট গোনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ আরো বলেন,

إِلَّ,, مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا-

‘তবে যারা তওবা করবে ঈমান আনবে, আর সৎ কাজ করবে। আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দেবেন, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু’ *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*।

উপসংহার :

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ-

‘যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যারা তলদেশ দিয়ে ঝর্ণধারা প্রবাহিত। আর যারা কুফরি করে তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে আর আহার করে যেভাবে আহার করে জন্তু জানোয়ার। জাহান্নাম হবে তাদের বাসস্থান’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/১২)*

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হ’তে এমন এ ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী ও আরাম-আয়েশ ভোগকারী ছিল। অতঃপর তাকে একবার (মাত্র) জাহান্নাম দেখানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে , হে আদম সন্তান! তুমি কখনো ভালো জিনিস দেখেছ? তোমার কি কখনো সুখ-সামগ্রী এসেছে? সে বলবে, না। আল্লাহ্র কসম! হে প্রভু! আর জান্নাতীদের মধ্য হ’তে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়াতে সবচেয়ে দুখী ও অভাবী ছিল । তাকে জান্নাতে (এক বার মাত্র) দেখানোর পর বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি (দুনিয়াতে) কখনো কষ্ট দেখেছ? তোমার উপর কি কখনো বিপদ গেছে? সে বলবে, না। আল্লাহ্র কসম! আমার উপর কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো বিপদ দেখিনি’।[২২] কাজেই মুসলিমদের কাজ হলো আসল ঠিকানা জান্নাত লাভের প্রত্যাশায় বিনয়ী ও নম্রভাবে ছালাত আদায় করা, অসার কথাবার্তা (গান-বাজনা, ভোগ-বিলাসিতা) ত্যাগ করা, চোখ, কান ও যৌনাঙ্গ হিফাযত করা। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

(ক্রমশঃ)

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

২১. *তিরমিযী হা/ ৩৩৩৪; নাসাঈ হা/১১৬৫৮।*

২২. *মুসলিম হা/২৮০৭; আহমাদ হা/১২৬৯৯; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬/৪৬৬।*

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর মুখপত্র **‘তাওহীদের ডাক’**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

ষড়রিপু সমাচার

--লিলবর আল-বারাদী

(২য় কিস্তি)

দুই. ক্রোধ রিপু

ক্রোধ শব্দের প্রতিশব্দ হলো রাগ বা রোষ। কেবল মানুষই নয় প্রাণী মাত্রই ক্রোধ আছে। ক্রোধ শক্তি একজন মানুষকে অন্যজন থেকে আলাদা হ'তে সহায়তা করে। তবে ক্রোধের রয়েছে বহুবিধ গতি, প্রকৃতি। 'কুল লক্ষণ' বা একই জাতীয় অনেকগুলো গুণ আছে। সৎকুলের নয়টি গুণ রয়েছে। গুণগুলো হলো-আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান। আসলে ক্রোধান্ধ একজন মানুষের পক্ষে বোধকরি উপরে বর্ণিত নয়টি গুণের একটিতেও সফল হওয়া সম্ভব নয়। কারও মধ্যে এ গুণগুলো অনুপস্থিত থাকলে প্রকৃত প্রস্তাবেই সে আসল মানুষ থাকতে পারে না। ক্রোধান্ধ মানুষের বিবেক বুদ্ধি থাকলেও তা সে কাজে লাগাতে ব্যর্থ। কিন্তু ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তার মধ্যে শিষ্টাচার, ভদ্রতা, বিদ্যা, আত্মপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সফলতা অর্জিত হ'তে পারে। তবে কথায় বলে-'রাগ আছে যার বাগ আছে তার'। আসলে কথাটি বিশেষভাবে অর্থবহ। কারণ মানুষের রাগ থাকাটাই স্বাভাবিক বা স্বভাবজাত বিষয়। তাই মানুষকে রাগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও রাখতে হবে। এ রাগ রাগান্ধ রাগ নয়। রাগান্ধ রাগ বা ক্রোধ মানব জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও কল্যাণে অপ্রতিদ্বন্দী শত্রু বলে বিবেচিত হয়।

ক্রোধ বা রাগ অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ ও মানুষের খারাপ গুণের অন্যতম। রাগের কারণে মানুষ যে কোন অন্যায় করতে পারে। আর রাগ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। কোন মানুষ যখন রাগান্বিত হয়ে উঠে, তখন তার আপাদমস্তক এমনকি শিরা-উপশিরায় এমন উত্তেজনা বিরাজ করে, যেন সে একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। একারণে রাগান্বিত অবস্থায় সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং ন্যায়-নীতির সীমা অতিক্রম করে। এ কারণেই ইসলামী শরী'আত ক্রোধকে মন্দ স্বভাব বলে আখ্যায়িত করেছে। সৃষ্টির উপাদানগত বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানব শরীরে রাগ আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু রাগ একটি ক্ষতিকর অভ্যাস, তাই একে সংবরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لاَ تَغْضَبْ. 'তুমি রাগ করো না। সে লোকটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল। তিনি প্রতিবারেই বললেন, 'তুমি রাগ করো না'।[১]

ক্রোধ সংবরণের ক্ষেত্রে নিম্নের হাদীছটি সুস্পষ্ট। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে প্রতিপক্ষকে মোকাবেলায় পরাভূত করে। বস্তুত সেই প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে'।[২]

আবু যার (রাঃ) বর্ণিত অপর এক হাদীছে ক্রোধ সংবরণের কৌশল হিসাবে বলা হয়েছে, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ. 'যখন তোমাদের কেউ ক্রুদ্ধ হবে তখন দাঁড়িয়ে থাকলে সে যেন বসে যায়। এতেও যদি তার রাগ দূর না হয় তাহ'লে সে যেন শুয়ে পড়ে'।[৩]

ক্রোধ সংবরণ করার ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ أَنْ يُنَفِّذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِىْ أَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ. 'যে ব্যক্তি বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রাগ চেপে রাখে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজীবের সামনে তাকে আহবান করে যে কোন হূর নিজের জন্য পসন্দ করার অধিকার দিবেন'।[৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কোন ব্যক্তির রাগ দমন করার চেয়ে আল্লাহ্র নিকট বড় প্রতিদান আর নেই'।[৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দু'ব্যক্তি ঝগড়া করার সময় একজনের রাগান্বিত হওয়া ও চেহারা লাল হয়ে যাওয়া দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنِّىْ لَأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِىْ يَجِدُ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. 'আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা বলে তাহ'লে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সেটি হ'ল- 'আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম'- 'আমি বিতাড়িত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি'।[৬] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

---

১. *বুখারী হা/৬১১৬; মুসলিম হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১০৪।।*

২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৫১০৫।*

৩. *আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ হা/৪৭৮২, মিশকাত, হা/৫১১৪, হাদীছ ছহীহ।*

৪. *ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৬; তিরমিযী হা/২০২১; সিলসিলা ছহীহা হা/১৭৫০, হাদীছ ছহীহ।*

৫. *ইবনু মাজাহ, হা/৪১৮৯, আহমাদ, মিশকাত হা/৫১১৬, হাদীছ ছহীহ।*

৬. *বুখারী হা/৬১১৫; মুসলিম হা/২৬১০ 'সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে তার ফযীলত ও কিসের দ্বারা রাগ দূরীভূত হয়' অনুচ্ছেদ।*

বলেছেন, وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ. ‘যখন তুমি ক্রুদ্ধ হবে তখন চুপ থাকবে’।[৭]

মন্দকে মোকাবিলা করতে হবে উত্তম দ্বারা। ক্রোধকে মোকাবেলা করতে হবে বিনয় ও বিনম্রতার মাধ্যমে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ‘মন্দের মোকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমরা সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত’ *(মুমিনূন ২৩/৯৬)*। একজন মুসলমানের উচিত রাগান্বিত অবস্থায় সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া। ক্রোধ দূর করতে হ’লে হ’তে হবে বিনয়ী ও নম্র। কারা বিনয়ী সে সম্পর্কে আবু যায়েদ বিসত্বামী (রহঃ) বলেন, هو أن لا يرى لنفسه مقامًا ولا حالاً، ولا يرى في الخلق شرًا منه ‘বিনয়ী হ’ল নিজের জন্য কোন অবস্থান মনে না করা এবং সৃষ্টি জগতে নিজের চেয়ে অন্যকে অবস্থান ও অবস্থায় নিকৃষ্ট মনে না করা’।

ইবনু আতা বলেন, هو قبول الحق ممن كان العز في التواضع، فمن طلبه في الكبر فهو كطلب الماء من النار ‘যে কোন ব্যক্তি থেকে সত্যকে গ্রহণ করা। সম্মান হ’ল নম্রতায়। যে ব্যক্তি অহংকারে তা তালাশ করবে, তা হবে আগুন থেকে পানি তালাশ তুল্য’।[৮]

মানুষের সাথে আচার-আচরণে নম্রতা অবলম্বনের বিষয়ে মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. ‘আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হ’তে, তবে তারা তোমার আশ-পাশ হ’তে দূরে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। ভরসাকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধীর-স্থিরতা ও নম্রতা অবলম্বন পূর্বক সংযত হয়ে চলাফেরা করার জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ –‘সংযত হয়ে চলাফেরা করো এবং তোমার কণ্ঠস্বরকে সংযত রাখো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর’ *(লোক্বমান ৩১/১৯)*। অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. ‘তুমি তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হও’ *(শু‘আরা ২৬/২১৫)*।

ক্রোধকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং যা কিছু বলার তা বিনয়ের সাথে বলতে হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইহুদীরা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, ‘আসসামু আলাইকা’ ‘আপনার মৃত্যু হোক’। উত্তরে তিনি বললেন, ওয়ালাইকুম। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমাদের মৃত্যু হোক, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন এবং তোমাদের উপর রুষ্ট হোন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আয়েশা! থাম, নম্রতা অবলম্বন করো, কঠোরতা ও অশালীনতা পরিহার করো’।[৯]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِيْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ‘আল্লাহ তা‘আলা আমার প্রতি অহী করেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় প্রদর্শন করবে, যাতে কেউ কারো উপর বাড়াবাড়ি ও গর্ব না করে’।[১০]

মহান আল্লাহ বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের মানুষদের পসন্দ এবং তাদের প্রশংসা করে বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَماً، وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً، وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً –‘দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা তো তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে ‘সালাম’। আর যারা রাত্রি অতিবাহিত করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত থেকে ও দন্ডায়মান হয়ে এবং যারা বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। নিশ্চয়ই তা অবস্থান ও আবাসস্থল হিসাবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট’ *(ফুরক্বান ২৫/৬৩-৬৬)*। বিনয় ও নম্রতা মুমিনের গুণাবলীর অন্যতম মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ ‘মুমিন ব্যক্তি

৭. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৩২০; সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৭৫, হাদীছ ছহীহ লি-গায়রিহি।*

৮. *হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম জাওযিইয়া, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ খ্রীঃ), ২/৩১৪ পৃঃ।*

৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩২ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়।*

১০. *মুসলিম হা/২৮৬৫; আবুদাঊদ হা/৪৮৯৫; ছহীহুল জামে‘ হা/১৭২৫; ছহীহাহ হা/৫৭০।*

নম্র ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে পাপী মানুষ ধূর্ত ও চরিত্রহীন হয়’।[১১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. ‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকের সংবাদ দিব না? আর তারা হ’ল সরলতার দরুণ দুর্বল, যাদেরকে লোকেরা হীন, তুচ্ছ ও দুর্বল মনে করে। তারা কোন বিষয়ে কসম করলে আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সংবাদ দিব না? আর তারা হ’ল প্রত্যেক অনর্থক কথা নিয়ে ঝগড়াকারী, বদমেযাজী ও অহংকারী’।[১২]

বিনয়ী, কোমলতা ও নম্রতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক গুণ বিশেষ। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা কোমল, তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন। আর তিনি কোমলতার প্রতি যত

অনুগ্রহ করেন, কঠোরতা বা অন্য কোন আচরণের প্রতি ততটা অনুগ্রহ করেন না’।[১৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছেন, ‘কোমলতা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হ’তে নিজেকে বাঁচাও। কারণ যাতে নম্রতা ও কোমলতা থাকে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। আর যাতে কোমলতা থাকে না, তা দূষণীয় হয়ে পড়ে’।[১৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ‘ভাল ও মন্দ সমান হ’তে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا، وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا ‘তোমরা নম্র হও, কঠোর হয়ো না। শান্তি দান কর, বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না’।[১৫]

বস্তুতঃ বিনয় ও নম্রতার উপকারিতা অনেক বেশী। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ. ‘হে আয়েশা! আল্লাহ তা‘আলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পসন্দ করেন। তিনি নম্রতার দরুন এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার দরুন দান করেন না; আর অন্য কোন কিছুর দরুনও তা দান করেন না’।[১৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ ‘যে বান্দাহ আল্লাহ্র জন্য বিনীত হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন’।[১৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ. ‘হে আল্লাহ! যে আমার উম্মাতের কোনরূপ কর্তৃত্বভার লাভ করে এবং তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে তুমি তার প্রতি রূঢ় হও, আর যে আমার উম্মাতের উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি নম্র আচরণ করে তুমি তার প্রতি নম্র ও সদয় হও’।[১৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَىِّ حُلَلِ الإِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا. ‘সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিনয়বশত মূল্যবান পোশাক পরিধান ত্যাগ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং ঈমানের পোশাকের মধ্যে যে কোন পোশাক পরার অধিকার দিবেন’।[১৯]

বিনয় ও নম্রতার উপকারিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا

---

১১. *তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫।*
১২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৬।*
১৩. *মুসলিম হা/২৫৯৩; মিশকাত হা/৫০৬৮।*
১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৮।*
১৫. *বুখারী হা/৬১২৫।*
১৬. *মুসলিম হা/২৫৯৩; মিশকাত হা/৫০৬৮।*
১৭. *মুসলিম হা/২৫৮৮।*
১৮. *মুসলিম হা/১৮২৮; মিশকাত হা/৩৬৮৯।*
১৯. *তিরমিযী হা/২৪৮১; ছহীহাহ হা/৭১৮।*

وَالْآخِرَةِ. ‘যাকে নম্রতার কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণের অংশ প্রদান করা হয়েছে। আর যাকে সেই নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণ হ’তে বঞ্চিত করা হয়েছে’।[২০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন গৃহবাসীকে ভালবাসেন, তখন তাদের মাঝে নম্রতা প্রবেশ করান’।[২১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم ولا منعوه إلا ضرهم ‘আল্লাহ কোন গৃহবাসীকে নম্রতা দান করে তাদেরকে উপকৃতই করেন। আর কারো নিকট থেকে তা উঠিয়ে নিলে তারা ক্ষতিগ্রস্থই হয়’।[২২]

তিনি আরো বলেন, إن الله عز وجل ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ নম্রতার মাধ্যমে যা দান করেন, কঠোরতার কারণে তা করেন না। আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালবাসলে তাকে নম্রতা দান করেন। কোন গৃহবাসী নম্রতা পরিহার করলে, তারা কেবল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়’।[২৩]

মহান আল্লাহ বিনয়ীদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। তিনি আরো বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ ‘আমি কি তোমাদেরকে জানাব না যে, কারা জাহান্নামের জন্য হারাম বা কার জন্য জাহান্নাম হারাম করা হয়েছে? জাহান্নাম হারাম আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী প্রত্যেক বিনয়ী নম্র লোকের জন্য’।[২৪]

তিনি আরো বলেন, إن الله عز وجل ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ নম্রতার মাধ্যমে যা দান করেন, কঠোরতার কারণে তা করেন না। আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালবাসলে তাকে নম্রতা দান করেন। কোন গৃহবাসী নম্রতা পরিহার করলে, তারা কেবল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়’।[২৫]

---

২০. *তিরমিযী হা/২০১৩; মিশকাত হা/৫০৭৬; ছহীহাহ হা/৫১৯।*
২১. *ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৩, ১৭০৩; সিলসিলা ছহীহা ২/৫২৩।*
২২. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৪২।*
২৩. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৬৬৬।*
২৪. *তিরমিযী হা/২৪৮৮; ছহীহাহ হা/৯৩৮।*
২৫. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৬৬৬।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিনয় ও নম্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. ‘একবার এক আরব বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, তাকে প্রস্রাব করতে দাও এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদেরকে নম্র ব্যবহারকারী হিসাবে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারকারী হিসাবে নয়’।[২৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অভূতপূর্ব বিনয়-নম্রতায় বেদুঈন এতটাই বিমুগ্ধ হ’ল যে, সে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কবুল করল এবং ছালাতে দাঁড়িয়ে দো‘আ করতে লাগল যে, اللَّهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا ‘হে আল্লাহ! আমার ও মুহাম্মাদের প্রতি দয়া করো এবং আমাদের সঙ্গে আর কারো প্রতি দয়া করো না’। সালাম ফিরানোর পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا ‘তুমি একটি প্রশস্ত বিষয় সংকুচিত করলে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহকে সংকুচিত করে ফেললে’।[২৭]

পরিশেষে বলতে হয় ক্রোধ রিপু মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এটি মানুষের জীবনে অনেক বিপদ ডেকে আনে। যখন কোন অন্তরে ক্রোধ প্রবেশ করে, তখন তার অন্তর থেকে তাক্বওয়া দূর হয়ে যায়। মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন সে যা ইচ্ছা তাই করে ফেলে। ফলে তার মধ্যে পরহেযগারিতা অবশিষ্ট থাকে না।

সুতরাং ক্রোধ রিপু মানুষের জন্য চরম শত্রুও বটে। পারিপার্শ্বিক ও বহিঃজগতের যেকোন শত্রু এর কাছে হার মানতে বাধ্য। জাগতিক জীবনে প্রত্যেকের এ কাম শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বিনয় ও নম্রতা দিয়ে। তবেই অর্জিত হবে সুখী, সমৃদ্ধি ও আদর্শ সংসার জীবন।

ক্রোধ রিপু প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে থাকতে হবে কিন্তু তা হবে নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত রিপু ঔষুধের মত কাজ করে এবং তা যথাস্থানে প্রয়োগ করে থাকে। আর অনিয়ন্ত্রিত রিপু নিশা জাতীয় দ্রব্যের মত মাতাল করে এবং তা অপচয় করে ও অপাত্রে প্রয়োগের ফলে ক্রিয়া না করে প্রতিক্রিয়াতে পরিণত হয়। সুতরাং হে মানব সমাজ! রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করো, সুখী-সমৃদ্ধি জীবন গড়ো। *(চলবে)*

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

২৬. *বুখারী হা/৬১২৮, ৬০২৫; মুসলিম হা/১৮৪।*
২৭. *বুখারী হা/৬০১০।*

মুসলিম যুবকের সফলতার সোপান

- দিলাওয়ার হুসাইন

নিশ্চয় প্রত্যেকটি মানুষের দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে নানা ধরণের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও নানাবিধ আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে। এর রকমফেরের কোন শেষ নেই। আর সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মানুষের মনে নানামুখী উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন আকুলিবিকুলি করতে থাকে। আর এটাই স্বাভাবিক যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নগুলো তড়িৎ করতে ও সফল ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে নানান পথ ও পন্থা বেছে নেয়। কিন্তু জীবনের বিস্তীর্ণ ময়দান এমন একটি যুদ্ধক্ষেত্র যাতে রয়েছে নানা রকম কষ্ট-ক্লেশ, বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ 'নিশ্চয়ই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রমনির্ভর রূপে' *(বালাদ ৯০/৪)*। এ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে অনেকেরই স্বপ্নভঙ্গ হ'তে পারে, অনেকের স্বপ্ন ম্লান বা ফিকে হয়ে যেতে পারে। আবার কারো স্বপ্ন ধরা দেয়া বাস্তবে।

লক্ষ্যণীয় হল, যখনই দুনিয়ার সফলতা মানুষের হাতে ধরা দেয় সাধারণত তখনই সে আখেরাত থেকে বিমুখ হ'তে থাকে। যার ফলে দুনিয়াবী জীবনে সফলতা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে সে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হ'তে থাকে। ফলে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়।

দুনিয়ার জীবন ক্রমান্বয়ে খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আর ব্যক্তির মান-মর্যাদা, সুনাম-সুখ্যাতি, সফলতা, ধন-সম্পদ অর্জন ও পদমার্যাদা তো তখনই সফল বাস্তবায়ন হয় যখন সে পরিপূর্ণরূপে ঈমানী পোষাক পরিধান করে অতিশয় দয়াবান প্রভুর আনুগত্যে প্রবেশ করে। একজন মুসলিম যুবকও এর ব্যতিক্রম নয়। অতএব সব সময় দুনিয়ার বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও সংকীর্ণতার মধ্য দিয়েই যৌবন অতিবাহিত হয়। নিম্নে একজন মুসলিম যুবকের সফলতার সোপান সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আস্থা, উত্তম ধারনা পোষণ ও তাঁর রহমতের আশায় বুক বাঁধা:

যখন কোন যুবক তার রিযিকের ক্ষেত্রে ও নিজের সকল বিষয় আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করার ব্যাপারে পূর্ণ আস্তাশীল হয় এবং এ বিশ্বাস পোষণ কর যে, প্রকৃত রিযিকদাতা ও মহা দানশীল কেবল তিনিই। তখন আল্লাহ তা'আলার তার জন্য রিযিকের দরজা খুলে দেন এবং অকল্পনীয় স্থান থেকে তার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا- 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার আদেশ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন' *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*। হাদীছে এসেছে, عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا- উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হ'তে তাহ'লে পাখিদের যেভাবে রিযিক দেয়া হয় সেভাবে তোমাদেরকেও রিযিক দেয়া হতো। এরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় আর সন্ধা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে'।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِى أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلاَّ تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ- 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর, আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। তুমি তা না করলে আমি তোমার দুইহাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব-অনটন রহিত করবো না'।[২]

তাই হে যুবক বন্ধু! আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা কর যাতে তুমি জীবনে সফল হ'তে পার। আর সাবধান, নিজের মেধা, চেষ্টা ও আমলের উপর আস্থাশীল হয়ে পড় না। কেননা এমনটি করলে আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। ফলে তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যাবতীয় ভরসার কেন্দ্রস্থলই হলো মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা।

২. সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা :

যৌবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন হলো সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা। কেননা ছালাত সকল কল্যাণের চাবিকাঠি ও মুসলিম জীবনে সকল নেক কাজের উৎস এবং

---

১. *আহমাদ হা/ ২০৫; তিরমিযী হা/২৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৯।*

২. *তিরমিযী হা/২৪৬৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; মিশকাত হা/৫১৭২।*

বরকত লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রুযী চাই না। আমরাই তোমাকে রুযী দিয়ে থাকি। আর (জান্নাতের) শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাক্বীদের জন্যই' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩২)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ– 'এবং ছালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্র স্মরণই হ'ল সবচেয়ে বড় বস্তু। আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা করে থাক' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ. قَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'একদা জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল যে, অমুক ব্যক্তি রাতে (তাহাজ্জুদের) ছালাত পড়ে। অতঃপর সকালে চুরি করে। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, তার রাত্রি জাগরণ সত্বর তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখবে, যা তুমি বলছ'।[৩]

অতএব যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পাবন্দ হয়, সে তার জীবনে বিস্ময়কর প্রভাব লক্ষ্য করে। সুতরাং হে যুবক ভাই! তুমি ছালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান হও যাতে করে তুমি দ্বীন ও দুনিয়ায় সফলকাম হ'তে পার।

৩. মহা মহীয়ান আল্লাহ্র নিকট দো'আ প্রার্থনা করা :

অতি দয়ালু, বদান্য, দানশীল মহান প্রতিপালক আল্লাহকে তাঁর ছিফাতী নাম ও গুণাবলীসহ দো'আ প্রার্থনা করার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা বাঞ্ছনীয়। কেননা দো'আ মানুষের রিযিক বৃদ্ধি ও কষ্ট দূর করার অন্যতম একটি মাধ্যম। নবী করীম (ছাঃ) জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অধিক দো'আর আমল করতেন ও ছাহাবীদের তা'লীম দিতেন। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) অধিকাংশ সময়ই এ দো'আ পড়তেন, اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর'।[৪]

আর সালাফে ছালেহীন তো প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহ্র কাছে থেকে চেয়ে নিতেন। এমনকি চতুষ্পদ জন্তুর খাবার ও নিজের খাবারের লবনটুকুও পর্যন্ত চেয়ে নিতেন।

৪. পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা :

পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা ও কথাবার্থা ও কাজ কর্ম দ্বারা তাদের প্রতি ইহসান করা ও তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা ও তাদের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারেও সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং তাদেরকে মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী রাখা এবং তাদেরকে পরিপূর্ণরূপে শ্রদ্ধা করা বিশেষ করে যখন তারা বার্ধক্যে পৌঁছে যায়।

আল্লাহ বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا–وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا– 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন' *(বানী ইস্রাঈল ১৭/২৩-২৪)*।

অন্যত্র হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِى عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِى رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ– আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার আয়ুষ্কাল ও রিযিক বৃদ্ধি করতে চাই তবে সে যেন পিতা-মাতা ও আত্মীয়ের সাথে সদাচরণ করে'।[৫]

কেননা তাদের প্রতি সদাচরণই একজন মানুষের জীবনে বরকত ও কল্যাণের অন্যতম মাধ্যম। বিপদ-আপদ, বালা-মুছীবত দূর করার ক্ষেত্রে এবং উপায়-উপকরণের অনুকল্যতার ক্ষেত্রে তাদের দো'আ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহ

---

৩. আহমাদ হা/৯৭৭৭; মিশকাত হা/১২৩৭।

৪. বুখারী হা/৬৩৮৯; তিরমিযী হা/৩৪৮৮ মিশকাত হা/২৫৮১।

৫. আহমাদ হা/১৩৪২৫; মিশকাত হা/৪৯১৮।

তা'আলাকে সন্তুষ্ট করতে চায় আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর বান্দাদেরকে তার অধীনে করে দেন ও তার জন্য সফলতার সকল রাস্তা খুলে দেন। সুতরাং তাদের সাথে সদাচরণ করার প্রতি আগ্রহী হও এবং তাদের সন্তুষ্টির জন্য মূল্যবান বস্তু ব্যয় কর। যাতে করে তোমার ধন-সম্পদ পরিবার-পরিজন চেষ্টা-প্রচেষ্টায় বরকত হয়।

৫. আল্লাহ্র নিকট অধিক পরিমাণে তওবা, ইস্তেগফার করা : আল্লাহ্র নিকট অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার ও তওবা করা। কেননা মুসলিম যুবকের ইস্তেগফার তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে এবং রিযিকের দরজা খুলে দেয় ও তার উপর রহমত বর্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا- يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا- 'আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচাসমূহ সৃষ্টি করবেন ও নদীসমূহ প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ৭১/১০-১২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللَّهِ إِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً- 'আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে সত্তরবারেরও অধিক ইস্তেগফার ও তাওবা করে থাকি'।[৬]

যে ব্যক্তি ইস্তেগফারকে নিজের উপর আবশ্যক করে নেয় আল্লাহ তা'আলা তাকে দুশ্চিন্তা ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত করেন এবং অকল্পনীয় স্থান থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করেন। তাই হে যুবক ভাই! তুমি প্রতিদিন বেশী বেশী ইস্তেগফার করতে থাকে তাহ'লেই তুমি কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারবে।

৬. দান-ছাদাক্বা :

ফকীর-মিসকীনদেরকে দান ছাদাক্বা করা এবং সাধ্যানুযায়ী সাধারণ মানুষকে প্রতিটি কাজে সহযোগিতা করা। যেমন সুফারিশ, উপদেশ, সঠিক পথ প্রদর্শন, দুশ্চিন্তা মুক্ত করা, ঋণ-পরিশোধ ইত্যাদি। অর্থনৈতিক উন্নতির পিছনে দান-ছাদক্বার বিরাট প্রভাব রয়েছে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া করে তার প্রতি আল্লাহও তার দয়া করেন। যেমন তিনি এরশাদ করেন, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ 'বল, আমার প্রতিপালক তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রূযী বাড়িয়ে দেন ও সংকুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু (তাঁর পথে) পথে ব্যয় করবে, তিনি তার বদলা দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রূযীদাতা' *(সাবা ৩৪/৩৯)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ- 'আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেন, তুমি ব্যয় কর, হে আদম সন্তান! আমিও তোমার প্রতি ব্যয় করব'।[৭] অন্য হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন'।[৮]

عن أبي هريرة رضي الله عنه :

قال رجلٌ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : يا رسولَ اللهِ، أيُّ الصَّدقةِ أفضلُ ؟ قال: (أن تصدَّقَ وأنتَ صحيحٌ حريصٌ، تأملُ الغنَى، وتخشَى الفقرَ، ولا تُمهِلْ حتى إذا بلغَتِ الحُلقومَ، قلتَ : لفُلانٍ كذا، ولفُلانٍ كذا، وقدْ كان لفُلانٍ) .

متفق عليه

৬. *বুখারী হা/৬৩০৭; মিশকাত হা/২৩২৩।*

৭. *বুখারী হা/৫৩৫২; মিশকাত হা/১৮৬২।*

৮. *বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০; মিশকাত হা/১৮৬০।*

Contents

অতএব হে যুবক ভাই লাগাতার অল্প অল্প ছাদাক্বা করার প্রতি আগ্রহী হও যাতে করে তোমার চেষ্টা-প্রচেষ্টায় বরকত হয় ও যাত্রা শুভ হয়।

৭. পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা :

প্রতিটি কাজের পেছনে পূর্ব পরিকল্পনা, চিন্তা-ফিকির, সুস্পষ্ট কর্মপদ্ধতি ও লক্ষ্যস্থল নির্ধারণসহ দূরদর্শিতা নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কেননা পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যহীন যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। অতএব সফল হতে চাইলে সুপরিকল্পিত কর্মের কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ চিন্তাশীল ও সুশৃংখল মানুষদের প্রশংসা করে বলেন, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ– ‘যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে’ *(আলে-ইমরান ৩/১৯১)*।

৮. অলসতা ও অপারগতা প্রকাশ না করা :

কোন কাজে সফলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ’ল সেই কাজে অব্যাহতভাবে লেগে থাকা ও দিন দিন তৎপরতা বৃদ্ধি করা। রিযিক তালাশ করার ক্ষেত্রে চেষ্টা করা এবং বাপ-দাদার সম্মান ও অন্যের উপকারের প্রতি ভরসা করে অলসতা ও অপারগতার উপর নির্ভর না করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى– وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى– ‘আর মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে। আর তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে’ *(নাজম ৫৩/৩৯-৪০)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ– আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘শক্তিশালী মু’মিন দুর্বল মু’মিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করো এবং আল্লাহ্র সাহায্য চাও এবং কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না। তোমার কোন ক্ষতি হলে বলো না, যদি আমি এভাবে করতাম, বরং তুমি বল, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চান তাই করেন। কেননা ‘লাও’ (যদি) শব্দটি শয়তানের তৎপরতার দ্বার খুলে দেয়’।[৯]

অন্যত্র এসেছে, عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِىَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. যুবাইর ইবনুল ‘আওয়াম থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনা এবং তা বিক্রি করা, ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (যাচঞা করার লাঞ্ছনা হ’তে) রক্ষা করেন, আর তা মানুষের কাছে সওয়াল করার চেয়ে উত্তম, চাই তারা দিক বা না দিক’।[১০]

আর যদি তুমি অনর্থক সময় নষ্ট কর এবং আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দাও তাহ’লে তুমি জীবনে সফলকাম হতে ব্যর্থ হবে।

৯. জ্ঞানীগুণীদের পরামর্শ ও জামা‘আতবদ্ধ জীবনযাপন করা:

ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্মের ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ কর যাতে কর্ম পরিচালনায় এমন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পার যে, সার্বিক পরিস্থিতি তোমার শক্তি-সামর্থ্যের অনুকূলে হয়। আর প্রত্যেকটি যুবকের উচিত হ’ল নিজের উপযুক্ত চাকরী বা অন্য বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার পরামর্শ নেওয়া। কারণ পিতা-মাতার মায়া-মহব্বতভিত্তিক পরামর্শই হলো সন্তানদের সফলতার কেন্দ্রস্থল। মহান আল্লাহ বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ– ‘যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ– ‘যদি তোমরা না জানো, তাহ’লে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর’ *(নাহল ১৬/৪৩)*।

আর সাবধান! শুধুমাত্র নিজের মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ধোঁকা খেয়ো না। আর মাশওয়ারা পরিত্যাগ করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মহান আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– ‘আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ’ল সফলকাম’ *(আলে-ইমরান ৩/১০৪)*।

আর এ জন্যই সাংগঠনিক জীবন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

৯. মুসলিম হা/৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৯; মিশকাত হা/৫২৯৮।

১০. বুখারী হা/১৪৭১; ইবনু মাজাহ হা/১৮৩৬; মিশকাত হা/১৮৪১।

Contents

مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ– 'তোমাদের উপরে জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য করা হ'ল। এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ'ল। কেননা শয়তান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দু'জন হ'তে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে লোক জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উত্তম জায়গায় থাকতে চায়। সে যেন জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন করে'।[১১] অতএব যুবক ভাইকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতে জ্ঞানীগুণীদের পরামর্শ ও জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপনের বিকল্প নেই। আর তা পাওয়া যাবে সাংগঠনিক জীবনের মধ্যেই, অন্য কোথাও নয়।

১০. অনর্থক আড্ডাবাজী পরিত্যাগ করা :

সফল জীবনের জন্য অনর্থক আড্ডাবাজী থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কথায় বলে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গে বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ', সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়'। জীবনের প্রয়োজনীয় মূল্যবান সময়গুলোকে পড়াশোনা, ব্যবসা বা ভাল কোন কাজে না লাগিয়ে জীবনে বেকারত্বের অভিশাপ ডেকে নিয়ে এসো না। অবশ্যই বেকারত্ব খুব খারাপ। কেননা বেকার যুবক জীবনে কখনো সফল হ'তে পারো না। যদিও সে খুব ধনী হয়। মনে রেখ, প্রত্যেকটি বিষয়ের নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে।

হে যুবক ভাই! শয়তানের ফাঁদে পড়া থেকে নিজেকে হেফাযত কর। যেমন অবৈধ প্রেম-ভালবাসা, মদ সেবন এবং এ জাতীয় খারাপ বিষয়াদি। কেননা এসমস্ত কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া ও তাতে অভ্যস্ত হওয়া তোমার উদ্দিষ্ট বস্তুকে নষ্ট করে দিবে। কত যুবক এমন রয়েছে যারা সফলতার শিখরে পৌঁছে গিয়েছে এবং তাদের অনেক বড় স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে। আমোদ-প্রমোদ দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে। অতঃপর তাদের পদস্খলন ঘটেছে। ফলে তাদের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে। সুতরাং যখন শয়তান তোমাকে ধোঁকায় ফেলতে চাইবে তখন নিজেকে সংযত রাখ এবং সেখানে থেকে প্রস্থান কর এবং সেখানকার সকল সঙ্গী-সাথীদেরকে পরিত্যাগ কর এবং হালাল জিনিস বেছে নেওয়ার ব্যাপারে কখনো ত্রুটি করোনা।

যুবক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ!

এ যুগে এটি খুবই আফসোসের বিষয় যে, বিধর্মী কাফের-মুশরিকরা দুনিয়ার চাকচিক্যতা, মান-মর্যাদা ও পৃথিবীর কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতায় নিজেদেরকে অধিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে শক্তি ও নেতৃত্বহারা যুবসমাজ, দিশেহারা জাতি নিজেদের শৌর্য-বীর্য বিসর্জন দিয়ে উন্মাদের মত তাদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের সর্বশেষ ধ্বংসের প্রহর গুনছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গাফলতির মসনদে বসে দম্ভ ও অসার নীল স্বপ্নের পেছনে দিনাতিপাত করে নিজেদের মূল্যবান সময় ও জীবন দু'টিই নষ্ট করে চলেছে।

সুতরাং যুবক ভাইদের প্রতি প্রশ্ন-

হে যুবক! মাঠে-ময়দানে বলের পিছনে এলোপাতাড়িভাবে লাথি দেওয়া যায় এবং তার প্রতিউত্তরও দেওয়া যায় কিন্তু ছালাত আদায় করা যায় না কেন?

-মুসলমানিত্ব দাবী করা যায় অথচ নিজে ইসলাম থেকে মুক্ত কেন?

-সে মসজিদ জাঁকজমক করার প্রতি আগ্রহী কিন্তু তাকে মসজিদের কাতারে দেখা যায় না কেন?

-সে গান শুনতে ভালবাসে, যা শয়তানের বার্তা। অথচ কুরআনুল কারীম যা আল্লাহ তা'আলার অহি যা অন্তরের সুস্থতা, মানুষের জন্য রহমত ও হেদায়াত, তা শ্রবণ করা তার সহ্য হয়না কেন?

-গায়ক, নায়ক, খেলোয়াড়দের সকলকে পসন্দ হয় ও তাদের সংবাদ শুনতে মন চায় এমনকি তাদের স্ত্রী-সন্তানদের নাম পর্যন্ত মুখস্ত থাকে অথচ যেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে চিনি না কেন?

-সে নির্লজ্জ কবিতার বই ও ভ্রান্ত বর্ণনা পাঠ করে এবং সমস্ত পত্র-পত্রিকা অধ্যায়ন করে যা ধ্বংস ডেকে আনে, অথচ মাসের পর মাস কেটে যায় সে কুরআন স্পর্শ করে না কেন?

-সে উপদেশ শ্রবণ করে কিন্তু উপদেশ গ্রহণ করে না। সত্য দেখে কিন্তু মানে না। উপদেশ গ্রহণকারীদের প্রতি মনোযোগ দেয় কিন্তু যা বলা হয় তা বাস্তবায়ন করেনা কেন?

যুবক ভাইদের প্রতি বিশেষ নছীহত :

(১) দো'আকে নিজের উপর আবশ্যক করে নাও এবং তার নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি তোমাকে হেদায়াত ও কবুলিয়াতের জন্য সাহায্য করেন এবং গুনাহ্‌র প্রতি তোমার আগ্রহকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেন। আর আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনার জন্য কিছু সময় নির্ধারণ কর যেমন রাতের শেষ তৃতীয়াংশে এবং আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়।

(২) যে সমস্ত বস্তু তোমাকে গুনাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখ এবং প্রতিটি নেক কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য কর এবং ধনী হওয়ার জন্য লালসার পথ থেকে নিজেকে দূরে রাখ। আর এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য কোন কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তাকে আরো উত্তম বস্তু দান করেন।

(৩) দৈনন্দিন কুরআন তিলাওয়াত কর ও পাবন্দির সাথে যিকির-আযকার কর। সাথে সাথে ফরয ও নফল ইবাদতগুলিও পালনে মনযোগী হও।

(৪) তোমার জন্য আবশ্যক হ'ল জ্ঞানীদের সাথে চলাফেরা করা। আর তাদের সঠিক দিক-নির্দেশনা ও সুপরামর্শ অনুযায়ী ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা।

---

১১. *আহমাদ হা/২৩১৯৪; তিরমিযী হা/২১৬৫।*

(৫) অতীতের যেই বন্ধু-বান্ধব তোমাকে গুনাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের থেকে বিরত থাক। অতঃপর যখন তুমি ভাল দ্বীনদার হবে এবং তোমার সকল দলীল প্রমাণ পাকা-পোক্ত হবে এবং কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হ'লে তার উত্তর দিতে পারবে, তখন তাদেরকে হেদায়াতের পথে আহ্বান করতে থাক।

(৬) তুমি একটি সময় নির্ধারণ কর যা তুমি ধর্মীয় গান শ্রবণ কিংবা সুস্থ-হালাল বিনোদনে ব্যয় করবে। কেননা এর দ্বারা ঈমান শক্তিশালী হয় এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক মযবুত হয়। সাথে সাথে উপকারী জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়।

(৭) যখন তোমার আশাপাশের কাউকে হতোদ্যম দেখবে তখন তাদের অবস্থার উপর দয়ার দৃষ্টি দিও। এটা ভেবে যে তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সকলের জন্য হেদায়াতের প্রার্থনা করবে। আর একথা স্মরণ রাখ যে জান্নাতে কেবল মুমিন আত্মাই প্রবেশ করবে। মহান বলেন, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 'আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র নিকটে ফিরে যাবে। অতঃপর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। আর ক্বিয়ামতের মাঠের পাঁচটি প্রশ্নের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ- 'ক্বিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগপর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তা'আলার নিকট হ'তে সরাতে পারবেনা। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে? তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হ'তে তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে এবং সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কি কি আমল করেছে?'[১২]

তুমি কি সঠিকভাবে চিন্তা করেছ যে কেন তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তুমি কি কখনো কবরের আযাব, ক্বিয়ামতের বিভীষিকা, মীযান ও পুলসিরাত পার হওয়াকে ভয় করেছে? তুমি কি জাহান্নাম নিয়ে চিন্তা করেছ নাকি তা মানুষ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সৃজিত? নাকি জান্নাত প্রবেশের ব্যাপারে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে? তুমি কি পূর্বের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাও? উত্তর জানার পূর্বে নীরবে অন্তরের সাথে হিসাব-নিকাশ কর তুমি তাকে বল কত দিন নাফরমানীতে লিপ্ত থাকবে হে নাফস! অথচ তুমি প্রতিনিয়ত শুনছো যে অমুক মারা গেছে, আল্লাহ্‌র কসম! এক সময় ঐ দিন আসবে যেদিন লোকেরা বলবে যে তুমি মারা গেছ। তুমি নিজেকে বল যে জান্নাতে যেতে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। তুমি নিজেকে বল যে, অমুকে হেদায়াত প্রাপ্ত হ'ল তাহ'লে আমার কি হলো যে আমার কোন নড়াচড়া নেই!

তবে কি তুমি ভাবছো যে, আমার অন্তর আল্লাহমুখী নয় এবং কলব সর্বদা হারামের মহব্বত ও কামভাবের সাথে জড়িত আর ঈমান অত্যন্ত দুর্বল? এটাই হ'ল দুর্বল ঈমানের পরিচয় যা হারামের মহব্বত দূর করতে পারে না। তাহ'লে কিভাবে আমরা ঈমানকে শক্তিশালী করবো যার দ্বারা হারামের মহব্বত দূর করা যায়? জেনে রাখ! তোমার সামনে রয়েছে মৃত্যু, অতঃপর হিসাব, অতঃপর জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। সুতরাং নিজের হিসাব-নিকাশ এখনই করে নাও। সময় অতীব সংক্ষিপ্ত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

[লেখক : মধ্যনগর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ]

---

১২. *তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭।*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

Contents

খ্রিস্টান নারী ডায়ানার ইসলাম গ্রহণের হৃদয় ছোঁয়া কাহিনী

পবিত্র ইসলাম অহী ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বুঝে শুনে ধর্মমত বেছে নেয়ার ও ধর্ম পালনের আহ্বান জানায়। অন্ধের মত পথ চলা ও জোর করে ধর্ম চাপিয়ে দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'পক্ষান্তরে যারা তাগূতের পূজা হ'তে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে। যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে'। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত খ্রিস্টবাদের মধ্যে নেই যুক্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তির স্থান। তাই এ ধর্মের আদি ও অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং একত্ববাদকে নির্বাসিত করে সেখানে বসানো হয়েছে অযৌক্তিক ত্রিত্ববাদ। পাদ্রিদের খামখেয়ালিপনা ও প্রভুসুলভ দাবি আল্লাহ্র সঙ্গে খ্রিস্টানদের সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব করে তুলেছে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী বিখ্যাত মার্কিন গবেষক অধ্যাপক মুহাম্মাদ লেগেন হাউসেন বলেছেন, 'ইসলামের যে বিষয়টি আমার কাছে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে তা হ'ল, এ ধর্ম মানুষের প্রশ্নকে কত ব্যাপকভাবে স্বাগত জানায় এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সব সময়ই অপেক্ষাকৃত বেশী গবেষণার আহ্বান জানায়'।

ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে এ মহান ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া মার্কিন নও-মুসলিম মা'সুমাহ বা সাবেক ডায়ানা বিটি এ মহান ধর্ম গ্রহণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, 'আমি জন্ম নিয়েছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের একটি খ্রিস্টান পরিবারে। অবশ্য আমরা খুব একটা ধর্ম পালন করতাম না এবং আমাদের ঘরে ধর্মের প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হ'ত না।

তিনি বলেন, 'আমার বাবা ছিলেন মরমোন সম্প্রদায়ের খ্রিস্টান। আর আমার মা বড় হয়েছেন প্রোটেস্টান্ট পরিবারে। আমার মনে পড়ে আমার বাবা-মা প্রতি রোববারে আমাকে ও আমার ভাইকে গির্জার স্কুল বা খ্রিস্ট ধর্ম শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠাতেন, কিন্তু তারা নিজেরা গির্জায় উপস্থিত না হয়ে ঘরে থাকতেন। তরুণ বয়সেই আমার মধ্যে আল্লাহ বা স্রস্টা সম্পর্কে আগ্রহ জন্মেছিল। আমি নিজেকেই প্রশ্ন করতাম সত্যিই কি আল্লাহর অস্তিত্ব আছে? যদি থেকে থাকে তাহ'লে তিনি কী চান আমাদের কাছে?

মার্কিন নও-মুসলিম মা'সুমাহ বা সাবেক ডায়ানা বিটি আরো বলেছেন, 'আমি বাইবেলসহ খ্রিস্ট ধর্মের নানা বই পড়তে লাগলাম কোন পূর্ব-অনুমান ছাড়াই। হাইস্কুলের ছাত্রী অবস্থায়ই বাইবেলের মধ্যে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসঙ্গতি খুঁজে পেলাম। তিনি বলেন, 'বিশেষ করে এটা আমার নযরে পড়ল যে বাইবেলের কোথাও হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ এবং কোথাও তাঁকে মানুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময় ভাবতাম সমস্যাটা হয়তো আমারই এবং আমি হয়তো এখনও এ বিষয়টি বোঝার যোগ্যতা অর্জন করিনি'।

মার্কিন নও-মুসলিম মা'সুমাহ বা সাবেক ডায়ানা বিটি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি সব সময়ই বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিলাম। ধীরে ধীরে ইসলাম সম্পর্কে আমার মধ্যে কিছু কৌতূহল জাগে। আর ঐ দিনগুলোতেই একজন মুসলমানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে আমার'। তিনি বলেন, 'আমি নিজেকে প্রশ্ন করতাম, কেন এই বিশেষ পদ্ধতিতে তিনি ছালাত পড়ছেন বা প্রার্থনা করছেন? কেন তিনি বিভিন্ন বিশ্বাস ও কার্যক্ষেত্রে সেগুলোর প্রয়োগ বা ইবাদত-বন্দেগীর অনুসারী তা জানতে ইচ্ছে হ'ত। খ্রিস্টানদের প্রার্থনা ও উপাসনার বিশেষ কোনো পদ্ধতি নেই। খ্রিস্ট ধর্ম থেকে আমাদের এটা শেখানো হয়েছে যে, আমার যা কিছুই প্রয়োজন তা যেন হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছ থেকেই চাই, আল্লাহ্র কাছে নয়'।

ডায়ানা বিটি বলেন. 'খ্রিস্ট ধর্মে ইবাদতের প্রকৃত বা বাস্তব অস্তিত্ব নেই, যদিও আমাদের বলা হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) আমাদের পাপের জন্য নিজেকে কোরবানী করেছেন বলে তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আমি চাইতাম যে আল্লাহ্র সঙ্গে আমার সম্পর্ক যেন কেবলই কিছু ইচ্ছা পূরণের বা দো'আ কবুল হওয়ার পর্যায়েই সীমিত না থাকে। তাই আমি কুরআনের শরণাপন্ন হলাম এবং এর ইংরেজী অনুবাদ পড়া শুরু করলাম'।

মার্কিন নও-মুসলিম মা'সুমাহ বা সাবেক ডায়ানা বিটি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, 'প্রথমবার আমি যখন কুরআন পড়ি তখন আমার মধ্যে দ্বি-মুখী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কুরআনে ইহুদি ও খ্রিস্ট ধর্মের অনেক নবীর জীবনী স্থান পাওয়ায় একদিকে বেশ বিস্মিত হয়েছিলাম। এর আগে খ্রিস্টান, ইহুদি ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আমি ইসলামকে প্রাচ্যের হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের মত কোনো ধর্ম বলে মনে করতাম'।

তিনি বলেন, 'অন্যদিকে কুরআনের একটি আয়াতে যখন দেখি যে ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র পুত্র বা তিন স্রষ্টার মধ্যে অন্যতম খোদা বলে বিবেচিত কিছু নন তখন কুরআন পাঠই বন্ধ করে দেই। কারণ, এ ধারণা ছিল সেই সময় পর্যন্ত আমি যা জানতাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ছাড়া কুরআনের বর্ণিত অন্য বিষয়গুলো ছিল আমার জানা বিষয়গুলোর অনুরূপ। ধীরে ধীরে আমার মধ্যে এ চিন্তা জেগে উঠল যে, খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে আমাদের যা যা শেখানো হয়েছে কেন তা এত সহজেই বিশ্বাস করেছিলাম?'

ইসলাম চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহারের ওপর অশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। মার্কিন নও-মুসলিম মা'সুমাহ অস্পষ্ট বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার আশ্রয় নিয়ে সত্য বা বাস্তবতা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। ইসলাম

Contents

সম্পর্কেও অনেক কিছু তিনি জানতেন না প্রথম দিকে। বেশীরভাগ সময়ই তিনি কুরআনের অনুবাদ পড়তেন। সাবেক ডায়ানা এ মহাগ্রন্থের বাক্যগুলো নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন এবং ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে তুলনা করতেন।

তিনি বাইবেল পাঠচক্রের প্রধান ও এর সদস্যদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন কিন্তু কোনো উত্তর পেতেন না।

ডায়ানা বলেছেন, 'বাইবেলের কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে ঈসা (আঃ) মানবরূপী খোদা ও আল্লাহ্‌র ছেলে এবং আমাদেরকে আমাদের পাপের শাস্তি থেকে মুক্ত করার জন্যই তাঁর আগমন ঘটেছে। তারা বলত যে, এ বিষয়টিকে হৃদয় দিয়ে বুঝতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলা বা প্রমাণ চাওয়া যাবে না। কিন্তু আমি ভাবতাম যদি আল্লাহ বা স্রস্টা আমাদের কোনো ধর্ম দিয়েই থাকেন তাহ'লে তা অবশ্যই এতটা যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হবে যে আমরা তা বুঝতে পারব এবং এর ফলে আমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করতে পারব। আমাদের বাইবেল পাঠচক্রের প্রধান কিছু দিন আলজেরিয়ায় খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারে মশগুল ছিলেন। তাই আমি তার কাছেই আমার প্রশ্নগুলো তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেই'।

তিনি বলেন, 'আমি তাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, এ পর্যন্ত কখনও তিনি কুরআন শরীফ পড়েছেন কিনা। তার উত্তর শুনে আমি অবাক হলাম। কারণ, তিনি বললেন, কুরআনের কোন কোন অংশের দিকে খুব অল্প সময়ের জন্য চোখ বুলিয়ে গেছি! ফলে আমি বুঝতে পেরেছি যে আমি মাত্র কয়েক মাস ধরে কুরআন পড়ে এই খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারকের চেয়েও ইসলাম সম্পর্কে বেশী জ্ঞান অর্জন করেছি। তাই আমি খুব দ্রুত তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করি। যে কুরআনই পড়েনি সে তো এ মহাগ্রন্থ সম্পর্কে সঠিক বিচার-বিবেচনা করতে পারবে না'।

মার্কিন নও-মুসলিম মা'সুমাহ আরও বলেছেন, 'বাইবেল স্টাডি সার্কেলের ওই প্রধানসহ খ্রিস্টানদের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ইসলাম বা কুরআন সম্পর্কে কোনো পড়াশুনা না করেই আমাদের এভাবে ধর্ম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন বলে আমি ভীষণ ক্ষুব্ধ হলাম। তারা আমাদের যা শেখাচ্ছেন তা আসলে বেদ'আত বা নিজেদের মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছু নয়। এ ঘটনা ছিল আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া ঘটনা'।

তিনি বলেন, 'এর কারণ হলো, আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে সত্যকে খোঁজার যে চেষ্টা আমি করছি সেই পথে সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কারো ওপর ভরসা করতে পারছি না। বরং আমাকে একাই এ পথে এগিয়ে যেতে হবে। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম যে ত্রিত্ববাদের ওপর আমার আর আস্থা নেই।

আমি এটা আর এড়িয়ে যেতে পারছিলাম না যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল ও কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। এ অবস্থায় গবেষণা শুরু করার কয়েক মাস পরই আমি ইসলামকে আমার ধর্ম হিসাবে বেছে নেই'।

মার্কিন নও-মুসলিম মা'সুমাহ মনে করেন, যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না তাদের কাছে এটা বোঝানো খুব কঠিন যে এ ধর্ম কিভাবে মানুষের জীবন-পদ্ধতিকে বদলে দেয় এবং মানুষের উন্নতি ঘটায়। তিনি বলেছেন, 'ইসলাম আমার জীবনকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। সঠিক পথের দিশা পাওয়ার পর থেকে এ পৃথিবীতে জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আমার মধ্যে আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই'।

মা'সুমাহ বিটি আরো বলেছেন, 'মানুষ যখন জানতে পারে যে তার জীবনের লক্ষ্য রয়েছে তখন সে মানসিক ও চিন্তাগত প্রশান্তি লাভ করে। খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগ করে যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম তখন মনে হ'ল এটাই তো সে বিষয় যা বহু বছর ধরে আমি খুঁজছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ আমি তা পেয়েছি'।

পাশ্চাত্যে সব সময়ই এ প্রচারণা চালানো হয়েছে যে, ইসলামে নারীর মর্যাদা উপেক্ষিত হয়েছে এবং তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী পশ্চিমা নারীরা এই প্রচারণাকে অসত্য বলে নাকচ করছেন। বরং নারীর প্রতি ইসলাম যে বিশেষ সম্মান দিয়েছে ও তাদের যেসব অধিকার দিয়েছে তা ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কারণ।

মা'সুমাহ বিটি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ইসলামই একজন নারী হিসাবে আমার অগ্রগতির কারণ। আমি মুসলিম পুরুষদের দেখেছি যারা মার্কিন সমাজে নারীদের সাধারণত যতটা সম্মান দেখানো হয় তার চেয়েও বেশী সম্মান দেখিয়ে থাকেন নারীদের প্রতি। অতীতে আমি নারী হওয়ার জন্য সব সময়ই দুঃখ অনুভব করতাম। কারণ, আমি ভাবতাম যদি পুরুষ হতাম তাহ'লে আরো সহজে জীবন যাপন করতে পারতাম। কিন্তু এখন একজন মুসলিম নারী হিসাবে বেশী সৌভাগ্যের অধিকারী বলে মনে করছি। এখন আমি নারী থাকতেই বেশি আগ্রহী'।

সাবেক ডায়ানা বিটি বা মা'সুমা বিটি হিজাব পরতে পেরেও খুব আনন্দ অনুভব করছেন। যদিও মার্কিন সমাজে হিজাব রক্ষা করা কঠিন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি হিজাব রক্ষার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট।

তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'হিজাব বা পর্দা করার পর থেকে আমার মানসিক অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। আমি যে একজন নারী তা অনুভব করছি। আমার মনে হচ্ছে পর্দা করার পর থেকে আমার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সাহায্য বেড়ে গেছে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরাও আমার হিজাব দেখে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। বরং আমার হিজাব তাদের অনেকেরই পসন্দ হয়েছে'।

ইসলাম বদলে দিয়েছে সাবেক ডায়ানা বিটির জীবন ধারা। তাই ডায়না থেকে মা'সুমাহতে রূপান্তরিত এই মার্কিন নওমুসলিম নারী তার আধ্যাত্মিক অবস্থা পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা ও ইসলামের নানা সৌন্দর্য সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধিগুলো অন্যদের কাছেও তুলে ধরতে চান। আর এ জন্যই তিনি নিজের জীবন-কাহিনী তুলে ধরেছেন **'সত্য পথের সন্ধানে'** শীর্ষক বইয়ে।

কবিতা

আল্লাহ্‌র ফরমান

-মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী
মহেস্বরপাশা বাযার, বিআইটি, দৌলতপুর,খুলনা।

আমার দেশের এই মাটি, বায়ু
সকল দেশের সেরা
দামে যেন হীরা।
জন্মের পর আল্লাহ্‌র রহমে
পেয়েছি খাঁটি এ মাটি
প্রথম চরণ রেখে এ মাটিতে
হামাগুড়ি হাটাহাটি।
এ মাটিতে গোড়া ফল, ফুল, পানি
আমার শরীরে বহমান
খেদমাতে তার পেয়ে যাব আমি
দেশ প্রেমের সম্মান।
এ মাটি আমার মাতৃভূমি
হাযার বছর ধরে
এ মাটির বুকে দেহ রেখে আমি
যেতে চাই পরপারে।
সে আদি পুরুষ আদবের সাথে
জানাই সালাম বারংবার
যাঁর অসীলায় পেয়েছি এ দেশ
খলজী বীর সে বখতিয়ার।
এই মাটিতে সৃষ্টি সবার
এ মাটিতে হবে শেষ শয়ন
এই মাটিতে থেকে উঠতে হবে
এটাই আল্লাহ্‌র ফরমান।

শেষ রজনীর মিলন

-আতিয়ার রহমান
মাদরা, সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

অসীমের এক চুম্বক আকষর্ণে
টুটে যায় সুখের নিদ্রা।
প্রিয়তমর সমধুর সম্ভাষণ
প্রবেশ করে কর্ণ কূহরে,
আর নয় নিদ্রা এবার উঠো,
অলসতা ঝেড়ে ফেলো।
মিলনের এটাই তো সুবর্ণ সময়
সারা দিবস কর্ম ক্লান ব্যস্ততায়
হৃদয়ের অভিব্যক্তিগুলো
প্রকাশের সুযোগ মেলেনা একটুও
নিরিবিলি নিস্তব্ধ নিশিথে
প্রাণ খুলে কথা বলো আমার সাথে।
তোমার কথাগুলো সব শুনবো,
শুনতেও আমার ভালো লাগে খুব,
চিন্তা করছো? কিসের চিন্তা?
শক্তি আর ভক্তি যার বাহুর হাতিয়ার
পৃথিবী তার পদতলে থাকবেই।
মায়াবী আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হয়না মোটেও
সূচী সুদ্ধ দেহ ও মন নিয়ে
একান্তে নিমগ্ন হয় বন্ধুর ধ্যানে,
এক মুহুর্তে উবে যায় মনের বিহ্বলতা,
দূরে যায় দুশ্চিন্তা কঠিন পাহাড়,
অফুরান-অনাবিল তৃপ্তিতে ভরে যায় মন
খরস্রোতা নদীর মিলন অথই সাগরে।

ন্যায্য অধিকারের দাবী

- এফ.এম নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জ।

ওরা বাঁচতে চায় ওরা মরতে চায়না
ওরা অন্ন চায় ওরা বস্ত্র চায়না।
ওরা কর্ম চায় ওরা সুখ চায়না
ওরা দুখের সাগরে আর ভাসতে চায়না।
ওদের ন্যায্য অধিকার এ দেশের মানুষ
কেন আজও দেয়না।
চারদিকে এ কোন অত্যাচারী হায়না।
ওরা একটু শান্তি চায় যা কখনো পায়না।
ওরা অনাহারী থেকেও কভু কারো কাছে
হাত পাততে চায়না।
ওরা দেশকে ভালবাসে কখনো অভিশাপ দেয়না
ওরা প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বাঁচে
কখনো পরাজিত হয়না।
ওদের কষ্ট ব্যথা কাউকে সহজে কয়না
ওরা দারিদ্রতার মাঝে থেকেও কভু
ধৈর্য হারা হয়না।
ওরা পরিশ্রম করে দিন-রাত
কখনো ন্যায্য পারিশ্রামিক পায়না।
ওদের ন্যায্য অধিকার কেন এই দেশ জাতি
আজও বুঝে দেয়না।

সংগঠন সংবাদ

ভবানীপুর-পাতুলী, টাঙ্গাইল ২০শে মে ৩রা রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে শহরের ভবানীপুর-পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মীনারুল ইসলাম।

গোবরচাকা, নবীনগর, খুলনা ২৪শে মে ৭ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আল-আমীন, সাধারণ সম্পাদক মুযযাম্মিল হক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শো'আইব ও যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

বড় দেলীরপাড়, ইসলামপুর, জামালপুর ২৭শে মে ১০ই রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ইসলামপুর থানাধীন বড়দেলীরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী।

কেওয়াবাড়ী, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা ৩১শে মে ১৪ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পলাশবাড়ী থানাধীন কেওয়াবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য আব্দুর রাযযাক সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, 'আল-আওন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুর রাকীব প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন, সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান, জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হক্ব, যেলার পাঠানডাঙ্গা দারুস সালাম মাদরাসার শিক্ষক আমজাদ হোসাইন প্রমুখ।

তপস্বীডাঙ্গা, পুলেরহাট , যশোর ২৯শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব তপস্বীডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তপস্বীডাঙ্গা এলাকা কর্তৃক আয়োজিত এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর যশোর সাংগঠনিক যেলার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ওবাইদুর রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

গাড়াবাড়িয়া, মেহেরপুর, ১৮ই মে ১লা রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর গাড়াবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলা যুবসংঘ উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সেক্রেটারী নাজমুল হোসাইনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

কুলাবাড়িয়া, গাংনী, মেহেরপুর ১০ই জুন ২৪শে রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ যোহর কুলাবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুলাবাড়িয়া এলাকা কর্তৃক আয়োজিত এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাসানুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ইয়াকুব হোসাইন ও এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

শুভরাজপুর, মেহেরপুর ১৮ই মে ১লা রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর শুভরাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদশ' শুভরাজপুর শাখা সভাপতি খলীলুর রহমান এর সভাপতিত্বে এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

শাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর ৫ই জুন ১৯শে রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর শাহারবাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'- মেহেরপুর যেলা সভাপতি মনীরুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা

Contents

'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তারিকুযযান, সহ-সহাপতি হাসানুল্লাহ প্রমুখ।

শুভরাজপুর, মেহেরপুর ৮ই জুন ২২শে রামাযান শুক্রবার :

অদ্য বাদ যোহর শুভরাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শুভরাজপুর এলাকা কর্তৃক আয়োজিত এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি খলীলুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

কাযীপুর, গাংনী, মেহেরপুর ২৫শে মে ৮ই রামাযান শুক্রবার :

অদ্য বাদ যোহর কাযীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদশ' কাযীপুর শাখা সভাপতি হাফিযুর রহমান এর সভাপতিত্বে এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

গোভীপুর, মেহেরপুর ৯ই জুন ২৩ শে রামাযান শনিবার :

অদ্য বাদ যোহর গোভীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদশ' গোভীপুর শাখা সভাপতি ফযলুর রহমান এর সভাপতিত্বে এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

জীবনপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট ৮ই জুন ২২শে রামাযান শুক্রবার :

অদ্য বাদ আছর জীবনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাঁচবিবি উপযেলা সভাপতি শামীম হোসাইন এর সভাপতিত্বে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' যেলা সভাপতি নাজমুল হক, সহ-সভাপতি আবু বকর, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোজ হোসেন প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপযেলা সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আব্দুর রহমান।

মুনজার বাজার, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট ১৮ই মে ১লা রামাযান শুক্রবার :

অদ্য বাদ আছর মুনজার বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলা এর সহ-সভাপতি আবু বকর এর সভাপতিত্বে এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফুযুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুনঈম, যেলা যুবসংঘ-এর সভাপতি নাজমুল হক, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমাদ, প্রচার সম্পাদক শাহ-আলম প্রমুখ।

কালাই, জয়পুরহাট, ২৫শে মে ৭ই রামাযান শুক্রবার :

অদ্য বাদ আছর কালাই জুম্মাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবু হাসান এর সভাপতিত্বে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুনঈম, 'যুবসংঘ' যেলা সভাপতি নাজমুল হক, সহ-সভাপতি আবু বকর, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমাক, সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোজ হোসেন, প্রচার সম্পাদক শাহ-আলম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আসাদুজ্জামান।

দূর্গাপুর, রাজশাহী ২৫শে মে ৭ই রামাযান শুক্রবার :

অদ্য বাদ আছর দূর্গাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দূর্গাপুর উপযেলা উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ।

বাগানপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ১৯শে মে ২ই রামাযান শনিবার :

অদ্য বাদ আছর বাগানপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগানপাড়া এলাকার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মসজিদ সভাপতি আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমল, ইমাম কাওছার আহমাদ ও এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

মধ্য ভূগরইল, শাহমখদুম, রাজশাহী ২০শে মে ৩ই রামাযান রবিবার :

অদ্য বাদ আছর মধ্য ভূগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মধ্য ভূগরইল শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'যুবসংঘ' অর্থ সম্পাদক আতিকের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমল, ইমাম মুসলিম রানা ও এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

শোলক বাযার, উযীরপুর, বরিশাল পশ্চিম ৬ই জুন ২০ই রামাযান বুধবার :

অদ্য বাদ আছর শোলক বাযার সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইবরাহীম কাওছার সালাফী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত

সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

যুব সমাবেশঃ

আরামনগর, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট ১০ই আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসামাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম ও তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কর্মী, দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ।

দক্ষিণ গয়াবাড়ী, ডিমলা, নীলফামারী ২৮আগষ্ট ২০১৮, মঙ্গলবার : অদ্য বেলা ১১ টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী পুর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দক্ষিণ গয়াবাড়ী লাল জুম'আ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘের সভাপতি আশরাফ আলী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা যুবসংঘের প্রশিক্ষণ সম্পাদক আনসারুল ইসলাম, ডিমলা উপযেলা যুবসংঘের সহ-সভাপতি আব্দুর রাযযাক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কর্মী, দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ।

খিরাইচন্ডী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ২৯ আগষ্ট ২০১৮, বুধবার :

অদ্য বেলা ৩ টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঠাকুরগাঁও সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে খিরাইচন্ডী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘের সভাপতি রাজিবুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা আন্দোলনের সভাপতি জিয়াউর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী, দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ।

পিরুজালী, গাযীপুর ৩১ই আগষ্ট ২০১৮ রোজ শুক্রবার :

অদ্য বাদ আসর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পিরুজালী পাঁচ রাস্তা মোড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘের সভাপতি ইমারত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কর্মী, দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ। সঞ্চালক ছিলেন যেলা যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম।

হরিরামপুর , মেহেরপুর ৩১ই আগষ্ট ২০১৮ রোজ শুক্রবার :

অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে হরিরামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘের সভাপতি মনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আজমাল হোসেন সাধারণ সম্পাদক রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কর্মী, দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ।

বিরামপুর, দিনাজপুর ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ রোজ বুধবার :

অদ্য বাদ যোহর বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘের সভাপতি রায়হানুল ইসলামের সভাতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদার করেন যেলা আন্দোলনের প্রশিক্ষণ সম্পাদক আঃ ওয়ারেছ, যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক ইনছার আলী, যেলা সোণামনি সহ-পরিচালক শোয়াইব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক যাকির হোসাইন, যুব বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী, দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ। সঞ্চালক ছিলেন যেলা যুবসংঘের সহ-সহাপতি সাইফুর রহমান।

ছোট বেলাইল, বগুড়া ৭ই সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ হতে যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম, মাওলানা নু'মান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কর্মী, দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ।

রহনপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ রোজ মঙ্গলবার :

অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাপাই নবাবগঞ্জ উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রহনপুর ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আনোয়ার হোসেনের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুবসমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি, যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ, রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুবীনুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কর্মী, দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-কে ছিলেন ?
উত্তর : হযরত ইসহাক্ব ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র ছিলেন ।
২. প্রশ্ন : হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-এর মায়ের নাম কি?
উত্তরঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী সারাহ।
৩. প্রশ্ন : হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-এর সৎ ভাইয়ের নাম কি?
উত্তরঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ)।
৪. প্রশ্ন : হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও হযরত ইসহাক্ব (আঃ) দুই ভাইয়ের মধ্যে কে বয়সে বড় ছিল?
উত্তর : হযরত ইসমাঈল (আঃ) ।
৫. প্রশ্ন : হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-এর চেয়ে হযরত ইসমাঈল (আঃ) কত বছরের বড় ছিল ?
উত্তর : চৌদ্দ বছরের বড় ছিল।
৬. প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে কোন কোন সূরায় হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে?
উত্তরঃ সূরা হূদ ৭১-৭৩ আয়াতে, হিজর ৫১-৫৬ আয়াতে এবং যারিয়াত ২৪-৩০ আয়াতে-।
৭. প্রশ্ন : হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কোন জনপদের মানুষকে তাওহীদের আলোয় আলোকিত করেন?
উত্তর : শাম তথা সিরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা ।
৮. প্রশ্ন : ইসহাক্ব (আঃ) কোথায় মৃত্যু বরণ করেন?
উত্তর : তিনি কেন'আনে মারা যান।
৯. প্রশ্নঃ তিনি কোথায় সমাহিত হন?
উত্তর : হেবরনে পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর পাশে সমাহিত হন।
১০. প্রশ্নঃ বর্তমানে তাঁর সমাহিত স্থানটি কি নামে সমধিক পরিচিত? উত্তর : 'আল-খালীল নামে ।
১১. ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম কি? উত্তর : ইস্রাঈল (আঃ)।
১২. প্রশ্ন : কারা ইস্রাঈলের বংশধর?
উত্তর : অভিশপ্ত ইহুদী ও খিস্টান জাতি।
১৩. প্রশ্ন : ইস্রাঈল মানে কি ? উত্তর : আল্লাহ্‌র দাস।
১৪. প্রশ্ন : নবীগণের মধ্যে কোন কোন নবীর দু'টি করে নাম ছিল?
উত্তর : হযরত ইয়াকূব (আঃ) ও ইস্রাঈল এবং আমাদের শেষ মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও আহমাদ।
১৫. প্রশ্ন : হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর মামার বাড়ী কোথায়?
উত্তর : ইরাকের 'হারানে'।
১৬. প্রশ্ন : 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর স্বপ্নে দেখা ফেরেশতা উঠানামা করা স্থানটি যা কেন'আনের অদূরে ছিল ।
১৭. প্রশ্ন : হযরত ইয়াকূব (আঃ) প্রথমে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর কি নাম রেখেছিলেন?
উত্তর : তিনি 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' নাম রেখেছিলেন, بيت إيل অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ঘর।
১৮. প্রশ্ন : পরবর্তীতে কোন নবী কত বছর পর এর পুনর্নির্মাণ কাজটি করেন ।
উত্তর : যা পরবর্তীতে প্রায় ১০০০ বছর পরে হযরত সুলায়মান (আঃ) পুনর্নির্মাণ করেন।
১৯. প্রশ্ন : 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' কা'বা গৃহের কত বছর পরে নির্মিত হয়?
উত্তর : কা'বা গৃহের চল্লিশ বছর পর।
২০. প্রশ্ন : হযরত ইয়াকূব (আঃ) কাকে বিয়ে করেন?
উত্তর : তার মামাতো বোন 'লাইয়া' (لَيَّا) ও পরে 'রাহীল' (راحيل)-কে বিবাহ করেন।
২১. প্রশ্ন : হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর বিয়ের মোহরানা কি ছিল?
উত্তর : দু'জনের মোহরানা অনুযায়ী ৭+৭=১৪ বছর মামার বাড়ীতে দুম্বা চরান।
২২. প্রশ্ন : কার শরী'আতে দু'বোন একত্রে বিবাহ জায়েয ছিল ?
উত্তর : ইবরাহীমী শরী'আতে দু'বোন একত্রে বিবাহ করা জায়েয ছিল।
২৩. প্রশ্ন : কার শরী'আতে দু'বোন একত্রে বিবাহ রহিত হয়ে যায়?
উত্তর : পরে মূসা (আঃ)-এর শরী'আতে এটা নিষিদ্ধ করা হয়।
২৪. প্রশ্ন : ইয়াকূব (আঃ)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী 'রাহীল' (راحيل)-এর গর্ভজাত সন্তানদের নাম কি?
উত্তর : 'রাহীল' (راحيل)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বসেরা সুন্দর পুরুষ 'ইউসুফ'। অতঃপর দ্বিতীয় পুত্র বেনিয়ামীন ।
২৫. প্রশ্ন : ইয়াকূব (আঃ)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী 'রাহীল' (راحيل)-মারা গেলে তাকে কোথায় কবর দেয়া হয় ?
উত্তর : তাঁর কবর বেথেলহামে (بيت لحم) অবস্থিত এবং 'ক্ববরে রাহীল' নামে পরিচিত।
২৬. প্রশ্ন : ইয়াকূব (আঃ)-এর মোট কতজন পুত্র সন্তান ছিল? উত্তর : ১২ জন।
২৭. প্রশ্ন : তাঁর পুত্র সন্তানদের মধ্যে শুধু একজন নবুঅত লাভে ধন্য হন তাঁর নাম কি?
উত্তর : হযরত ইউসুফ (আঃ)।
২৮. প্রশ্ন : তাঁর কততম অধঃস্তন পুরুষ নবী হয়েছিলেন??
উত্তর : পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ মূসা ও হারূণ নবী হন।
২৯. প্রশ্ন : হযরত ইয়াকূব (আঃ) কত বছর পর তাঁর মামার বাড়ি হারান থেকে ফিরে আসেন?
উত্তর : হারান থেকে ২০ বছর পর ইয়াকূব তাঁর স্ত্রী-পরিজন সহ জন্মস্থান 'হেবরনে' ফিরে আসেন।
৩০. প্রশ্ন : হযরত ইয়াকূব (আঃ) কত বছর বয়সে কোথায় মারা যান? উত্তর : ১৪৭ বছর মিসরে মারা যান।
৩১. প্রশ্ন : তিনি কোথায় সমাধিস্থ হন?
উত্তর : পিতা ইসহাক্ব-এর পাশে হেবরনে সমাধিস্থ হন।
৩২. প্রশ্ন : হযরত ইয়াকূব (আঃ) সম্পর্কে মোট কতটি সূরায় কতটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে ?
উত্তর : হযরত ইয়াকূব (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১০টি সূরায় ৫৭টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বহরে উড়োজাহাজ মোট কয়টি? উত্তর : ১৫ টি।

২. প্রশ্ন : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের চতুর্থ প্রজন্মের অত্যাধুনিক উড়োজাহাজের নাম কি? উত্তর : আকাশবীণা।

৩. প্রশ্ন : 'সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮' খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন হয় কবে ? উত্তর : ৬ই আগষ্ট, ২০১৮ সাল।

৪. বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো অথবা দুই গাড়িতে পাল্লা দেয়ার কারণে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে নতুন আইনে এর শাস্তি কি?

উত্তর : ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা তিন বছরের কারাদণ্ড।

৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকার কতটি বেসরকারী কলেজকে সরকারিকরণের প্রজ্ঞাপন জারি করে?

উত্তর : ২৭১ টি।

৬. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে সরকারি কলেজ কতটি ?

উত্তর : ৫৯৮টি।

৭. প্রশ্ন : ৮ই আগষ্ট ২০১৮ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কতটি আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়?

উত্তর : ৬টি-চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, ও সিলেট।

৮. প্রশ্ন : কওমী মাদরাসাসমূহের 'দাওরায়ে হাদীছ' (তাকমীল)-এর সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রী সমমান প্রদান আইন মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হয় কবে?

উত্তর : ১৩ই আগষ্ট ২০১৮।

৯. প্রশ্ন : বস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

উত্তর : চতুর্থ।

১০. প্রশ্ন : পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম? উত্তর : দ্বিতীয়।

১১. প্রশ্ন : ঐতিহাসিক 'রোজ গার্ডেন' কি এবং কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: ২২ বিঘার দ্বিতল একটি ঐতিহাসিক বাগানবাড়ি যার প্রধান আকর্ষণ ইরাক, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম বিভিন্ন শহর থেকে সংগৃহীত গোলাপফুলের সমারোহ। আর এটি ঢাকার টিকাটুলিতে অবস্থিত।

১২. প্রশ্ন : বর্তমান দেশে মোট গ্যাসক্ষেত্র কতটি?

উত্তর : ২৭টি।

১৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয় কত সালে? উত্তর :১৯৫৭ সালে।

১৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশে সরকারী চাকুরিতে কোটা পদ্ধতি চালু হয় কবে? উত্তর : ৫ই নভেম্বর ১৯৭২ সালে।

১৫. প্রশ্ন : ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদীর সংখ্যা মোট কতটি? উত্তর : ৫৪ টি।

১৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশের বৃহত্তর সেচ প্রকল্পের নাম কি?

উত্তর : তিস্তা সেচ প্রকল্প।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী বিদেশী রেমিট্যান্স অর্জন করে কোন দেশ থেকে? উত্তর : সঊদী আরব থেকে।

২. প্রশ্ন : অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনে কোন দেশের সাথে সঊদী আরব কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে? উত্তর : কানাডা।

৩. প্রশ্ন : কোন দেশ একই সাথে এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত? উত্তর : তুরস্ক।

৪. প্রশ্ন : তুরস্কের ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামে দ্বিগুণ শুল্ক আরোপ করেন কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট?

উত্তর : ডোনাল্ড ট্রাম্প।

৫. প্রশ্ন : ইলেক্টনিক পণ্য বর্জনের পর মার্কিন আমদানি পণ্যে শুল্কারোপ করে কোন দেশের সরকার?

উত্তর : তুর্কি সরকার।

৬. প্রশ্ন : ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলের মিন্দানাও দ্বীপ ও মরো মুসলিমদের স্বায়ত্তশাসনের আইনে স্বাক্ষর করেন কে?

উত্তর : দেশটির প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তে।

৭. প্রশ্ন : মিয়ানমার নামকা ওয়াস্তে তিন সদস্যবিশিষ্ট নতুন রাখাইন কমিশন গঠন করে কে? উত্তর : দেশটির সরকার।

৮. প্রশ্ন : কোন মুসলিম দেশে ভয়াবহ ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে? উত্তর : ইন্দোনেশিয়ার লম্বোক দ্বীপে।

৯. প্রশ্ন : মালয়েশিয়ার কোন পার্টির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম?

উত্তর : মালয়েশিয়ার পিপলস্ জাস্টিস পার্টির (PKR)।

১০. প্রশ্ন: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ১৮ই আগষ্ট ২০১৮ শপথ নেন কে?

উত্তর : তেহরিক-ই-ইনসাফ (PTI)-এর প্রধান ইমরান খান।

১১. প্রশ্ন : পৃথীবীর কোন দেশে মুসলিমদের ছালাতের সুবিধার্থে 'মোবাইল মসজিদ' স্থাপিত হতে যাচ্ছে?

উত্তর : জাপানের টোকিওতে ৩২তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস উপলক্ষে।

১২. প্রশ্ন : বিশ্বের কোন দেশ তীব্র তাপদাহ থেকে বাঁচতে 'কৃত্রিম কুয়াশার' ব্যবহার করে?

উত্তর : সূর্যোদয়ের দেশ জাপান।

১৩. প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম অর্ধডুবন্ত জাদুঘর তৈরী হচ্ছে কোথায়? উত্তর : মালদ্বীপে।

১৪. প্রশ্ন :বিশ্বের কত পার্সেন্ট দেশ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চায়? উত্তর : বিশ্বের ৭০ পার্সেন্ট দেশ।

১৫. প্রশ্ন : স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট হিসাবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয় কোন দেশ? উত্তর : কলম্বিয়া।

১৬. প্রশ্ন : অ্যান্টার্কটিকা থেকে বরফের চাঁই টেনে নিয়ে আসবে কোন দেশ?

উত্তর : সংযুক্ত আরব আমিরাত।

১৭. প্রশ্ন : সম্প্রতি কোন দেশে এক সন্তান বা দুই সন্তান নীতি বদলিয়ে তিন সন্তাননীতি গ্রহণ করে?

উত্তর : চরম কমিউনিষ্ট দেশ চীন।